# পরশুরাম।

## পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য।

১২শে কার্ত্তিক ১৩০৪ সাল, রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে
প্রথম অভিনীত।

"অন্নদামঙ্গল" অপেরা ও "স্ত্রীবুদ্ধি" নাটক প্রণেতা
বিরচিত।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর কুলাচার্য্য প্রকাশিত।

(১৮।১২ নং অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।)


কলিকাতা

৬ নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডেন্ প্রেসে,
ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৪ সাল।

মূল্য ॥০ আট আনা।

# নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

## পুরুষগণ।

| | | |
|---|---|---|
| ব্রহ্মা। | | |
| বিষ্ণু। | | |
| শিব। | | |
| ইন্দ্রাদি দেবগণ। | | |
| বৃহস্পতি। | | |
| জমদগ্নি | | |
| পরশুরাম | ... | জমদগ্নি পুত্র। |
| হারীত, গালব | | শিষ্যদ্বয়। |
| কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন | ... | রাজা। |
| পুণ্ডরীক | ... | রাজকুমার। |
| বসন্তক | ... | রাজসহচর, বিদূষক |
| শুকনাস | ... | মন্ত্রী। |
| বসুমিত্র | ... | রাজশ্যালক, বাঙ্গিয। |
| রৈবতক | ... | দৌবারিক। |
| সুচক্র | ... | গুপ্তচর। |
| সুমতি | ... | সাকেতপুরের মন্ত্রী। |

কাঠুরিয়া, অতিথি, নাগরিকগণ ইত্যাদি।

## স্ত্রীগণ।

| | | |
|---|---|---|
| লক্ষ্মী। | | |
| রেণুকা | ... | জমদগ্নি পত্নী। |
| তরলিকা | ... | রেণুকার সখী। |
| সুনন্দা | ... | রাজমহিষী। |
| পত্রলেখা | ... | সখী। |
| সরমা | ... | চেটী। |
| মহাশ্বেতা | ... | সাকেতপুরের বিধবা রাণী। |
| উগ্রচণ্ডা, দীর্ঘনাসা | ... | বসন্তকের পত্নীদ্বয়। |

সখীগণ।

পুস্তক নষ্ট করিবেন না ও পাতা মুড়িবেন না।

# পরশুরাম

(দৃশ্য-কাব্য)

## অবতারণা।

(গীত)

প্রথম।—

প্রভুমচ্যুতমর্ব্বরৈর্ব্বিভুং বিভুতাবিজিতাখিলদেবগণম্।
গণনাথসুসেবিত পাদযুগং প্রণমামি হরিং বিধিবন্দ্যমজম্।
কমলাবিধৃতাম্বুজনিন্দিপদং পদভারবিপোথিতদৈত্যপুরম্।
পুরশত্রুগুরুং ধৃতমীনতনুং প্রণমামি হরিং বিধিবন্দ্যমজম্॥

দ্বিতীয়। হে বিধাতঃ! এতদিনে বুঝি হলো তব সৃষ্টি লোপ;
প্রেমের শৃঙ্খল এবে ছিন্ন হেরি ভবে;
দুরন্ত ক্ষত্রিয়কুল আত্ম অভিমানে,
লঙ্ঘিয়ে বেদের বিধি দুর্ব্বল ব্রাহ্মণে
পীড়া দেয় যথোচিত; হীনবল দ্বিজকুল
যাগ যজ্ঞ ব্রত যত ছাড়িছে সকলি;
পদে পদে অপমান। হায়! দ্বিজকুল—
তব উত্তমাঙ্গ হতে জনম যাঁদের।
সর্ব্বসহা বসুমতী নারে সহিবারে
দুরন্ত পাষণ্ড ভার।

বিধি! হিতবিধি বিধান না কর যদি
সময় থাকিতে,—প্রলয় জলধিজলে
আবার ডুবিবে সাধের সংসার তব।
নিজে সৃষ্টি করি কেমনে দেখিবে লয়!

ব্রহ্মা। শুন দেবগুরু! সৃজন আমার ভার;
রক্ষাভারে লক্ষ্মীপতি।
চিরদিন এই প্রথা।
মায়াঘোরে জগন্নাথ আচ্ছন্ন এখন;
মহামায়া শক্তিরূপা, কেশবের হৃদে
হের ওই বিরাজিছে।
ছাড়িলে মোহের ঘোর, পুণ্ডরীক-নেত্র যবে
খুলি নেত্রপুণ্ডরীক বুঝিবেন বিবরণ,
অবশ্যই প্রতীকার হইবে তাহার।
ঐ হের বুঝি মায়া ছাড়িল এখনি।

(বিষ্ণুর উত্থান)

বিষ্ণু। পদ্মযোনি! ভুবনকুশলকথা কহ বিস্তারিয়া।
দ্বিজকুল! কেন হেরি বিষণ্ণ বদন
হিমসিক্ত পদ্মসম; কিবা দিনমুখে
মলিন শশাঙ্ক লেখা? কেন জ্যোতিহীন?
ব্রহ্মতেজ কোথা এবে? আহা!
কোন্ দৈত্য আজি ভীষণ পীড়নে
আকুল করিল সবে? ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব মোর।
কেন দ্বিজকুল দুখ ভুঞ্জে অবিরাম?
কি ভীষণ ব্যথা, চতুর্ম্মুখ যারে নারে নিবারিতে

ব্রহ্মা। জনার্দ্দন! সকলি ত বিদিত তোমার
এ তিন ভুবনে কে কোথায় দুখ পায়,-
কেবা আছে সুখে, সকলি গোচর তব।
ক্ষত্রকুল প্রবল হইয়ে পীড়িতেছে অবিরাম
ব্রাহ্মণ সকলে। যোগনিদ্রাবৃত তুমি; কে বল
রক্ষিবে দুর্ব্বল ব্রাহ্মণে। সৃজন আমার ভার,
রক্ষাভার তব করে। বল হরি আমি
কি উপায় করি?

বিষ্ণু।— (গীত)

বিসর বিলাপ, বিদূরিব তাপ,
বিধি গুরু দ্বিজচয়।
পাবে শান্তি পুনঃ, শুন সবে শুন,
পাষণ্ড পাতকী লয়॥
বেদে বিপ্রে বাড়াইতে, অবতরি অবনিতে,
রাম নামে ভৃগু গেহে হইব উদয়।
কৃপাণ কুঠার-ধার, বিনাশিবে পাপ ভার,
নতুবা কে লবে নাম বিপদ সময়।
রক্ষিব অক্ষয় খ্যাতি ক্ষত্রকুল ক্ষয়॥

ব্রাহ্মণগণ।— (স্তব-গীত)

মুরহর মাধব, বিপন্নবান্ধব, মধুরিপু কেশব পাপহর।
অনন্তশায়ন, খগেশবাহন, ত্রিভুবনপালন, পদ্মকর॥
কৌস্তুভভূষণ, ভৃগুপদলাঞ্ছন, ভুবনবিমোহন পরাৎপর।
অম্বুজলোচন, কৈটভসূদন, নৃসিংহবামন দয়াকর॥

# প্রথম অঙ্ক।

---

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পথ।

( বসন্তকের প্রবেশ। )

বস। টেঁকা ভার হলো। না আর চলে না। পোড়া বাম্‌নের অদৃষ্টে কোথায়ও সুখ নাই। ছেলেবেলা থেকেই ত বিঘ্নের জাহাজ হ'য়েছি। বিস্তর বুদ্ধি কৌশলে, অনেক সৈ সুপারিসে রাজবয়স্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু বাবা বক্কে না থাক্‌লে কি সুখ হয়? বুদ্ধির ফেরে এক জোড়া বিয়ে করেই সর্ব্বনাশ হ'ল। কার মন রাখি? আবার জ্যেষ্ঠাটী কিঞ্চিৎ বলীয়সী। রাজবাটীতে দু'দণ্ড আয়েসে থাক্‌বো, তা সে শালা বেটার জ্বালায় ত তিষ্ঠবার জোটী নাই। ঐ যে নাম কর্ত্তেই সাম্‌নে। চেপে যাও বাবা। ( বসুমিত্রের প্রবেশ ) আস্‌তাজ্ঞে আস্‌তাজ্ঞে! মহাশয় এ দিকে কি মনে ক'রে?

বসু। বসন্তক! তুমি দেখেছ এদিকে একটা লোক গেছে?

বস। শ্যালক মহাশয়!

বসু। এত বড় আস্পর্দ্ধা আমায় ঐ রকম সম্বোধন।

বস। আহা হা! চটেন কেন, একটু তলিয়ে বুঝুন না। মহারাজার শালা আমার মত অনেক লোকের বোনায়ের ধাক্কা; ও ত আপনার মর্য্যাদার কথা। কি বল্‌বো আমি বামনের ছেলে, আর আমার ভগ্নী নাই, না হ'লে এত দিন আমি ঐ মর্য্যাদা পেতে বাকী রাখ্‌তেম?

বসু। কোথাকার কথা কোথায় আন্‌লে? জিজ্ঞাস্ কল্লেম এক কথা, আর পাঁচ কথা পেড়ে সব গোল কল্লে। তা আমার কথার জবাব দাও। এ পথে কোন লোক যেতে দেখেছ?

বস। শ্যালক মহাশয়! ওঁ বিষ্ণু! বোনাই মহাশয়! এটা ত মরুভূম নয়, যে কখন কদাচ কালে ভদ্রে এক আধটা লোক এ পথ দিয়ে যাবে? আর আমি তাই দেখে আপনাকে সংবাদ দেব।

বসু। আহা, আমি তা জিজ্ঞাসা কচ্ছিনা। বলি বিদেশী কোন লোক দেখেছ?

বস। বিদেশী লোকের গায় ত নাম লেখা থাকে না। পূর্ব্বে যদি অঙ্কুশে এ খবর পেতেম তা হ'লে রাস্তা দিয়ে যে গিয়েছে, তার নাম, তার বাপের নাম, তার বাড়ীর ঠিকানা, কয় সংসার, কত বয়স, সব জেনে শুনে আপনাকে বল্‌তেম।

বসু। বলি বাপু! তুমি কি সোজা কথা কইতে জাননা?

বস। আজ্ঞে, বামুনের ছেলে কখন বাঁকা কথা বলে না। দেখ্‌চেন না হুড় হুড় ক'রে নর্দ্দামার জলের মতন বেরুচ্ছে, বাঁকা চোরা হ'লে একটু কাঁটা খোঁচাও ত বাধতো।

বসু। না, তোমাকে আমি পাল্লেম না।

বস। আজ্ঞে জগৎ সংসারটা পেরে এলেন, আর আমাকে পারলেন না।

বসু। বলি সাকেতপুরের যে দূতটা এয়েছিল, সেটা কি রাজবাটীর দিকে গেছে, দেখেচ?

বস। আজ্ঞে কমবেশ বছর একচল্লিশ কি তিয়াল্লিশ বয়স হলো আমার; এর ভেতর ত সাকেতের বাবার নামও শুনিনি।

বসু। দূর হ'ক।

(প্রস্থান।)

বস। বাঁচলেম! ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো! আজ দিব্য হবে এখন। একে রাস্তাঘাটে পেছল, তায় প্রাতঃকালেই অনর্থক কচ্‌কচি। যাই ব্রাহ্মণীদের সঙ্গে ঝগড়া করিগে আর কি? না, একবার রাজবাটীটা হ'য়ে যাই। বসুমিত্রটা কি সাকেত ফাকেত ব'লে গেল, একবার খবরটাই নিয়ে যাই; আঁ্যা এ কে! সরমা সরমা! তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

(সরমার প্রবেশ।)

সর। আমাদের কি আর কাজ কর্ম্ম নাই? তোমাদের মত কি আমাদের বসে বসে মাইনে দেয়? খাটতে খাটতে গতর আধখানা হ'য়ে গেল।

বস। হুঁ তাই দেখছি। কোন্ দিন একবারে নির্ম্মূল হ'য়ে যাবে।

সর। ষাট্! আমার কেন নির্ম্মূল হ'তে যাবে, যে হাড়-হাবাতে হতচ্ছেড়ে মিন্‌ষেরা গতর খেকো মিন্‌ষেরা চোখের মাতা খেয়েছে, তারাই নির্ম্মূল হ'ক্।

বস। তা হ'ক্। তা কি জান সরমা! একটা কথা ঠিক বল্‌তে পাল্লেম না ব'লে ফস্ করে রাগ ক'রে বসলে। আমি কিছু দূষ্য ভেবে বলিনি। আমার মুখটা কিছু বেয়াড়া হ'য়ে পড়েছে, আর কেমন ভ্রম হ'য়েছে, কি বল্‌তে কি ব'লে ফেলি। এই মুখের দোষে দেখতে পাচ্ছি সকলেরই সঙ্গে ঝগড়া হয়। আমার মতলব ভাল, মনও ভাল। তবে কি

স্থান এই মুখটা ভাল না। মনে ভাবি ভাল কথাই বল্‌ছি, ভুলে মন্দ বেরিয়ে পড়ে।

সর। কৈ, ভুলে ত একদিনও ভাল কথা বল না।

বস। যাক্। কোথায় যাচ্ছিস্ এখন বল দেখি?

সর। হ্যাঁ তোমায় আমি বলি।

বস। কেন, আমায় বল্‌তে দোষ কি? প্রকাশ হ'বার ভয়ে বল্‌চো না—সে ভয় নাই। আমার আর যত দোষ থাক্ না কেন, কারু কোন কথাটী আমি চেপে রাখতে পারি না। এইটী আমার একটী মহদ্‌গুণ।

সর। বেশ! তবে ত চমৎকার!

[প্রস্থান।

বস। ও সরমা! শোন শোন। আমি কারুকে কিছু বল্‌বো না। ব'লে যাও। আমি ত বলেছি যে আমার মন ভাল, তবে মুখটা কি বল্‌তে কি ব'লে ফেলে। ভয় নাই প্রকাশ হবে না। কোথায় গিয়েছিলে, ব'লে যাও।

[প্রস্থান।

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

### মন্ত্রণাগৃহ।

কার্ত্তবীর্য্য ও শুকনাস।

কার্ত্ত। শুকনাস! কৈ এখন ত এলো না, কাকে পাঠিয়েছ? কে গেছে?

শুক। মহারাজ! অত উতলা হবেন না। রাষ্ট্রিয় বন্ধুমিত্র

স্বয়ং গিয়াছেন। দূত ত পদাতিক, কত দূর যাবে? এখনই ধরে ফেল্‌বে—এখনই তারে ধরে নিয়ে আস্‌বে।

কার্ত্ত। যতক্ষণ না আনে, ততক্ষণ আমি স্থির হ'তে পাচ্ছিনা। দুরাত্মা আমার সমক্ষে আমাকেই কটু ব'লে গেল, এত বড় স্পর্দ্ধা!

শুক। মহারাজ! সে কটূক্তি তার নয়—তার অপরাধ কি? সে ভৃত্যমাত্র, যেমন আদেশ পেয়েছে, সেইরূপ বলেছে।

কার্ত্ত। সে কথা ত পরে—যার আদেশে বলেছে, সে ত দূরদেশে—সম্মুখে যে সমক্ষে আমায় কটু ব'লে গেল, তার কিছু কর্ত্তে পাল্লেম না, আর যে দূরদেশে তার প্রতিশোধ নেব? শুদ্ধ তোমার ঔদাস্যে আজ আমায় এই সহ্য কর্ত্তে হ'ল বৈত নয়। তোমার অসাবধানতার জন্যই ত সে পলায়ন কল্লে।

শুক। মহারাজ! দাসের অপরাধ ক্ষমা করুন। ক্রোধে আপনি কর্ত্তব্য বিস্মৃত হ'য়ে পাছে নীতিবিরুদ্ধ—রাজধর্ম্মবিরুদ্ধ কোন কাজ করে ফেলেন, সেই জন্যই আমি এরূপ নিশ্চেষ্ট ছিলাম। আমার অসাবধানতা বা ঔদাস্য রাজকার্য্যে কেন হবে?

কার্ত্ত। নীতি ধর্ম্ম থাক—সে সদুপদেশ আমি চাই না। আমি রাজাধিরাজ—হৈহয়বংশজাত—এ হেন লঙ্কেশ্বর রাবণ—যে দেবরাজ ইন্দ্রকে দিয়ে ঘোড়ার ঘাস কাটিয়ে নিয়েছে,—যম যার ঘোড়ার সহিস—যে হরপার্ব্বতী সহিত কৈলাস পর্ব্বত তুলেছে—সেই রাবণ কতকাল আমার কারাগারে বাস ক'রে গিয়েছে—তা মনে আছে ত—সেই আমি—সেই আমার সব আছে—আর আজ কি না সামান্য একটা দূত এসে আমার রাজপুরীতে প্রবেশ ক'রে আমার সভামধ্যে যথেচ্ছ

কতকগুলি অশ্রাব্য অকথ্য কথা ব'লে গেল, এ অপমান—এ ঘৃণা—এ ক্রোধ কিসে যায়? কি প্রতিশোধ নিলে এর সমুচিত দণ্ডবিধান হয় বল দেখি? নীতিশাস্ত্র নীতিশাস্ত্র ব'লছ—কিসের নীতিশাস্ত্র—যদি একটা সামান্য লোক সাম্‌নে এসে যা ইচ্ছে কতকগুলি কটু কথা ব'লে যায় তবে আর রাজত্বেরই বা দরকার কি, আর তোমার নীতিশাস্ত্রেরই বা দরকার কি? আজ বাইরের লোক এসে পাঁচ কথা ব'লে গেল, কাল তোমরা দশ কথা শুনিয়ে দেবে। তা হ'লেই আমার খুব রাজত্ব হলো—চারিদিকে যশের সৌরভ বেরুল আর কি? আমি কোন কথা শুন্‌তে চাই না; সে দূতের ছিন্নমুণ্ড অদ্যই চাই। যেরূপে হ'ক তাকে ধর—তাকে হত্যা কর। তার ছিন্নমুণ্ড দেখে কতক সুস্থ হই। তার পর শ্বেতকেতুর বিধবাপত্নী, তার সমুচিত দণ্ডবিধান জন্য কল্য প্রাতেই সসৈন্যে যাত্রা ক'রে সাকেতপুর অবরোধ কর্ব্বো। তখন বুঝবে অপরাধীর দণ্ড বিধান হয় কি না।

শুক। মহারাজ! দুষ্টের দণ্ডবিধান সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য, কিন্তু দূত অবধ্য।

কার্ত্ত। আবার ঐ কথা—তোমার বয়স অধিক হয়েছে—যদি প্রতি পদে ভয় হয়—যদি ইচ্ছা হয়—কার্য্য হ'তে অবসর গ্রহণ কর্ত্তে পার। তোমার মত অত ভীরু লোক দ্বারা আমার চলবে না। সমস্ত পৃথিবী যার করতলগত, সে কি সামান্য একটা দূতের কটূক্তি সহ্য কর্ত্তে পারে? না একটা বিধবার কথা শুনে অবসন্ন হ'য়ে থাকবে? না তোমার মত ভীরুর পরামর্শে মান, সম্ভ্রম, রাজত্ব, সমস্ত শত্রুর চরণে বিসর্জ্জন দেবে?

শুক। মহারাজ—

কার্ত্ত। চুপ কর—আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাই না—কোন যুক্তি, কোন পরামর্শ চাই না—চাই সাকেত-পুরের দূতের ছিন্নমুণ্ড—বুঝেছ?

( বসুমিত্রের প্রবেশ। )

বসু। মহারাজ! সাকেতদূতকে এ অধীন বন্দী ক'রে রেখেছে, অনুমতি হ'লে রাজসমক্ষে লয়ে আসে।

কার্ত্ত। বেশ, আমি তোমার কার্য্যতৎপরতায় বড় সন্তুষ্ট হ'লেম। আমি আর তার মুখদর্শন কর্ত্তে চাই না—তার ছিন্ন মুণ্ড শৃগাল কুক্কুরের উদরসাৎ হ'ক্।

বসু। যে আজ্ঞে মহারাজ।

। প্রস্থান।

কার্ত্ত। মন্ত্রী! তুমিও এখন যেতে পার। তুমি জেনো যে তোমার আজকের কার্য্যে আমি বড় অসন্তুষ্ট হয়েছি।

শুক। মহারাজ! আপনি গ্রাসাচ্ছাদনদাতা রক্ষাকর্ত্তা—দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা—আপনার সহিত আমার তর্ক সম্ভবে না। কিন্তু যে কার্য্যভার গ্রহণ করেছি, তাতে শাস্ত্রসঙ্গত—জ্ঞানসঙ্গত উপদেশ দেওয়াই সঙ্গত। কাজটা কি ভাল হলো? যদি এই রূপ দূতের হত্যা চলে, তা হ'লে রাজবর্গের রাজত্ব লোপ হবে। অপরের কথা দূরে থাক্, প্রয়োজন হ'লে আপনিও অন্য কোথায় দূত পাঠাতে সাহসী হবেন না।

কার্ত্ত। আমার স্থানান্তরে দূত পাঠাবার প্রয়োজন?

মন্ত্রী। মহারাজ! রাগ কর্ব্বেন না। রাজার দূত পাঠা-বার ঢের প্রয়োজন আছে। শুদ্ধ সন্ধির প্রস্তাব ল'য়ে যাওয়া

দূতের কার্য্য নয়। যাক্, সে কথা পশ্চাৎ হবে। আশ্রিত-পালন রাজধর্ম্ম। সে ব্যক্তি যখন নির্ভয়ে, নিঃসহায়ে আমাদের পুরীতে প্রবেশ করেছে, তাকে এরূপ ভাবে বন্দী করা বা বধ করা রাজধর্ম্ম নয়। ভবানীনাথের কৃপায় আপনি এখন রাজ-চক্রের কেন্দ্রস্থ। সামান্য লোকের কলঙ্ক ঘোরতর হ'লেও সহজে লোকের কানে উঠে না, অথবা শুনেও কেউ গ্রাহ্য করে না। কিন্তু আপনার ন্যায় লোকের সামান্য দোষও বিস্তীর্ণ জলাশয়ে তৈলবিন্দুর ন্যায় অচিরে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হ'য়ে পড়বে। হৈহয় বংশের কীর্ত্তি শরৎকালীন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল, তাতে কলঙ্ক অর্পণ কর্ব্বেন না!

( বসন্তকের প্রবেশ। )

বস। জয়োঽস্তু। মহারাজের কল্যাণ হ'ক।

কার্ত্ত। এস বয়স্য! এতক্ষণ কোথা ছিলে?

বস। আর মহারাজ! সে কথা তুলবেন না। দু'টা ব্রাহ্মণীতে বড় জ্বালাতন করে তুলেছে। ঝক্‌মারি করেছিলেম—বুঝতে পারিনি। অর্থের লোভে দ্বিতীয়বার সহধর্ম্মিণী সংগ্রহ ক'রে কাজটা ভাল করিনি। দিবা রাত্রি বাড়ীতে যেন ষাঁড়াষাঁড়ীর বাণ ডাকৃছে! আমি ত মহারাজ! একবারে ত্রাহি মধুসূদন!

শুক। মহারাজ! দূতকে কারাগারে নিয়ে গিয়েছে—মুণ্ডচ্ছেদেরও অনুমতি হয়েছে। এর পর আপনার অনুমতি হ'লেও ব্যর্থ হবে।

বস। কার মুণ্ডচ্ছেদ গো?

কার্ত্ত। যার আছে।

বস। বলি আছে ত আমারও।

শুক। বসন্তক মহাশয়! আপনি একটু ক্ষান্ত হ'ন। মহারাজ! অনুমতি দিন।

কার্ত্ত। আচ্ছা যাও। আপাততঃ আমার দ্বিতীয় আজ্ঞা প্রচার পর্য্যন্ত বন্দী কারা মধ্যেই রুদ্ধ থাকে। আমি বিবেচনা ক'রে যা হয় অনুমতি দেব।

শুক। যে আজ্ঞা মহারাজ!

[ প্রস্থান।

বস। মহারাজ! চেকাভেবা লেগে গেল যে। কি রকমটা হলো? মুণ্ডচ্ছেদের হুকুম হলো আবার তাও বাতিল হলো। কে? লোকটা কে?

কার্ত্ত। জাননা? সাকেত রাজা শ্বেতকেতুর বিধবা-পত্নী মহাশ্বেতা আজ দূত পাঠিয়েছেন। গত যুদ্ধে শ্বেতকেতুর মৃত্যুর পর আমরা জয়ী হ'য়ে ফিরে এলেম; কর দেবার কথা স্থির হ'ল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত এক কপর্দ্দকও পাওয়া যায় নাই। আজ কিনা তিনি দূত পাঠিয়েছেন দূতটা এসে আমার সমক্ষে আমায় যা ইচ্ছা তাই কতকটা কটূক্তি ক'রে গেল।

বস। অ্যাঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ! তার প'র? তার পর?

কার্ত্ত। মন্ত্রীর অসাবধানতায় সে পালিয়ে যায়। রাষ্ট্রিয় বসুমিত্র তাকে ধ'রে নিয়ে এসে কারারুদ্ধ করেছে। তারই মুণ্ডচ্ছেদের আজ্ঞা হয়েছিল।

বস। তার পর?

কার্ত্ত। তার পর মন্ত্রী বলেন আশ্রিতপালনই রাজধর্ম্ম, তাকে ছেড়ে দেওয়াই আমার কর্ত্তব্য।

বস। হাজার হ'ক মন্ত্রীটা বুড় মানুষ কি না—কথাটা বড় মন্দ বলেনি মহারাজ!

কার্ত্ত। সে বিবেচনা পরে হবে, আপাততঃ যে তোমাকে কালই রওনা হ'তে হচ্ছে।

বস। কালই কেন, আজই পারি, আমার যতক্ষণ বাইরে থাকা ততক্ষণই মঙ্গল। তা কোথায় যেতে হবে?

কার্ত্ত। সাকেতপুরে।

বস। ও বাবা! তারাওত এর প্রতিশোধ নেবে। আপনি তাদের দূতের কাঁচা মাথাটা নিলেন আর তারা বুঝি আমায় রাজচক্রবর্ত্তী করে দেবে?

কার্ত্ত। না না আমার সঙ্গে যাবে। কাল প্রাতেই সসৈন্যে যাত্রা করে সাকেতপুর অবরোধ কর্ব্বো।

বস। তবে ত আরও ভাল বল্লেন। যুদ্ধে! তা মহারাজ! এত বড় বিক্রান্ত লোকটা সঙ্গে নেবেন?

কার্ত্ত। আহা তোমার ভয় কি, তুমি আমারই সঙ্গে থাকবে। আর তোমায় ত যুদ্ধ কর্ত্তে হবে না।

বস। তা বটে তা বটে। আর যদি যুদ্ধ কর্ত্তে হয় তাতেই কোন পেছপাও!

কার্ত্ত। তাই। বাড়ীতে বলে কয়ে বিদায় হয়ে এসগে। আজ রাত্রেই যাত্রা করে থাকতে হবে।

বস। তা যাচ্ছি—ফিরে আসাটা কবে হবে?

কার্ত্ত। এই না তুমি বলছিলে বাড়ীর বাইরে যতদিন থাকি ততদিনই ভাল?

বস। সেটা মৌখিক! আন্তরিক কি তাই? দু' দু'টা ব্রাহ্মণী আমার শোকেতে একেবারে ভেঙ্গে উঠবে। যাক সে কথার দরকার নাই। আজ রাত্রে আহারাদি করে আসবো, না ও কার্য্যটা রাজ-বাটীতেই হবে? কি জানেন উদরদেবের জ্বালাটা বড় প্রখর। বাড়ীতে তিলকাঞ্চন গোছ হয় কি না তাতে বড় সুবিধা হয় না। রাজবাড়ীতে হলে বৃষোৎসর্গ নায় দানসাগর।

কার্ত্ত। আচ্ছা তাই হবে যাও কিন্তু শীঘ্র এস।

বস। সে কথা বলতে হবে না। বাড়ী ঢোকবার সময়ই যা' ভাবনা। যখন বেরিয়ে আসি তখন ত বুঝলেম আজকের দিনটা বাঁচলেম।

[প্রস্থান।

কার্ত্ত। (স্বগত) দূতের বিষয় কি করি? মন্ত্রী মিছে বলেনি ওর অপরাধ কি? একের অপরাধে অপরের দণ্ডবিধান কর্ত্তব্য নয়। তাকে কারামুক্ত করাই কর্ত্তব্য। তাকে হত্যা কল্লে কটূক্তির প্রতিশোধ হলো না। মহাশ্বেতা! কার্ত্ত-বীর্য্য কত বিক্রান্ত তাকি তোমার স্বামীর মৃত্যুতেও বোঝনি? কিসে তোমার এত দম্ভ? কিসে এত অহঙ্কার? তোমার দোষ কি? স্ত্রীলোক স্বভাবতই বুদ্ধিহীনা। অচিরে স্ত্রীবুদ্ধির পরিণাম দেখতে পাবে। দূতের কারামুক্তির আদেশ দিই। আর সাকেতপুর কালই অবরোধ করি। এই সদ্যুক্তি।

[প্রস্থান।

# তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

## তপোবন।

( হারীত ও গালবের প্রবেশ। )

হারী। ভায়া আর ত চলেনা; উনি আবার মুনি? এত খিট্‌খিটে স্বভাব হ'লে কি আর চলে? গোরু চরাণ থেকে ঠাকুরপূজা পর্য্যন্ত সব করা যাচ্চে, যা যখন বল্‌চেন তৎক্ষণাৎ তথাস্তু ব'লে তাই কর্‌চি, কিন্তু কৈ খিট্‌খিটিনি ত ক'মলো না! রেগেই আছেন—যেন অগ্নিশর্ম্মা!

গাল। কি জান ভায়া একটু বয়স বেশী হ'লে ও রকমটা হয়। আমরা শিষ্য আমাদের কি ও সব মনে কর্ত্তে আছে! ওতে যে পাপ হয়।

হারী। পুণ্যটা কিসে হয় বল্‌তে পার? খেলে পাপ, ঘুমুলে পাপ, গোরু চরাতে না গেলে পাপ, মনে একবার ভাবলেও পাপ; তা চুলোর পাপই যদি সব, তা পাপই হ'ক পুণ্যের দরকার নাই।

গাল। আহা কি বল! গুরুদেব প্রাচীন হয়েছেন তাঁর ও সব কথা কি মনে করতে আছে।

হারী। বলি জগৎ-সংসারে কি আর প্রাচীন নাই। এই মহর্ষি পুলস্তের শিষ্য মহর্ষি গৌতমের সঙ্গে সেদিন দেখা হয়েছিল, কৈ তাঁর ত মেজাজ ওরকম নয়! তাঁরও ত বয়স আমাদের ঠাকুরটীর চেয়ে দু' চার বৎসর অধিক বৈ কম ত নয়!

গাল। সকলের স্বভাব কি এক রকম হয়? গুরু চরিত্রের সমালোচনা করতে নাই? যাক্ কুশ সমিধ এনেছ?

হারী। যাচ্চি। ফলে আর যেতে মন লাগেনা। গেলেও যা না গেলেও তাই।

গাল। তুমি যাও; গুরুদেবের আশ্রমে ফিরে আস্‌বার সময় হয়েছে। আমিও পা ধোবার জল এনে রাখি। পাটলার এখনও খাবার দেওয়া হয়নি।

হারী। সর্ব্বনাশ করেচ। তবে আজ আর তোমার ঘাড়ের উপর মাথা থাকবে না। আজ এক চোখ রাঙানতেই তোমার মুণ্ড ঘুরিয়ে দেবে।

গাল। তা অপরাধ কল্লে শাস্তি দেবেন বৈ কি?

হারী। ভাল কথা! হাঁ ভাই, ঠাকুর মহাশয় পাটলাকে পেলেন কোথায়? বাবা!! এমন গোরু ত কোথায়ও দেখিনি, যা চাও তাই পাওয়া যায়। সে দিন দশ হাজার শিষ্য নিয়ে বশিষ্ঠ এলেন, আর তৎক্ষণাৎ চব্য চোষ্য আহার ক'রে চলে গেলেন।

গাল। উটি যে কামধেনু। আমাদের মহর্ষির তপস্যায় বোধ হয় সন্তুষ্ট হয়ে দেবতারা ওটি দিয়েছেন।

হারী। আর দেরি করে কাজ নাই, আমি সমিধ কুশ আন্‌তে যাই। পাটলাও বন থেকে আগত প্রায়, তুমি খাবার দাওগে যাও। আচ্ছা রাম কোথা গেল? তাকে নাকি অস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হচ্চে?

গাল। তা তুমি জাননা? গুরুপত্নী রেণুকা ক্ষত্রিয় কন্যা কি না! তাই গুরুদেবের ইচ্ছা হয়েছে রামকে অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা দেন।

হারী। তা হ'লে এইখানেই ইতি?

গাল। ইতি কি রকম!

হারী। বলি আশ্রম, তপোবন, তপস্যা, হোম, যজ্ঞ, গুরুদেব পর্য্যন্তই শেষ।

গাল। কেন কেন?

হারী। আর অস্ত্র শিক্ষা কর্‌লে কি চল্‌বে? দিন রাত্রি তীর ধনুক হাতে করে নিয়ে মার কাট করবে।

গাল। কেন তা কেন?

হারীত। দেখতে পাওনা ক্ষত্রিয় বেটাদের; বেটারা খুন জখম ভিন্ন কিছুই জানেনা; একটা না একটা ফেসাত নিয়ে আছেই।

গাল। বলি অস্ত্রবিদ্যা শিখলে কি আর তপস্যা কর্‌তে নাই?

হারী। ভায়া বোঝনা, তপস্যাটা হলো মোলায়েম। আর অস্ত্র শস্ত্র শিক্ষা হলো কাটগোঁয়ারের কাজ। একাধারে কি দু'টা হয়? সর্ব্বনাশ করলে! ঐ যে গুরুদেব মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় সমাগত। পালা—পালা—পালা!

প্রস্থান।

(জমদগ্নির প্রবেশ ও গালবের প্রণাম।)

জম। হারীত সমিৎ কুশ আন্‌তে গেছে?

গাল। আজ্ঞে এই গেল।

জম। তোমার কার্য্য হয়েছে?

গাল। সমস্তই হয়েছে, কেবল এখনও পাটলা বন হ'তে প্রত্যাগত হয়নি ব'লে, তার খাদ্যের আয়োজন করা হয়নি।

জম। আচ্ছা যাও।* শোন! আজ আমার পুত্র রাম উত্তঙ্গ

মুনির আশ্রম হ'তে অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করে প্রতিনিবৃত্ত হবে এ সংবাদ রেণুকাকে দিয়ে এস। আমি সায়াহ্ন স্নানে চল্লেম।

[ প্রস্থান।

গাল। আমিও যাই। মাকে সংবাদ দিইগে। এই যে মা এই দিকেই আসচেন।

( রেণুকার প্রবেশ। )

গাল। ( প্রণামান্তে ) মা! গুরুদেবের মুখে শুনলেম, জামদগ্ন্য আজই অস্ত্র শিক্ষা ক'রে প্রতিনিবৃত্ত হবেন।

রেণু। আহা! বাছা আজ আস্‌বে! বাছা অনেকদিনের পর বাটী আস্‌চে, আমি মাঙ্গলিক আয়োজন করিগে।

[ প্রস্থান।

গাল। আমিও নিজ কার্য্যে যাই।

[ প্রস্থান।

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

### সাকেতপুর।

সুমতি ও মহাশ্বেতা।

মহা। মন্ত্রিবর! কার্ত্তবীর্য্য যে চরিত্রের লোক তা'তে বোধ হয় দূত আর ফিরবে না। তাকে পাঠান ভাল হয়নি।

সুম। সে ভাবনা আপনি কেন করচেন মা? যতক্ষণ শুকনাস মন্ত্রী আছে ততক্ষণ সে অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। আর এও জানবেন যে শুকনাসের সুমন্ত্রণার জন্যই কার্ত্তবীর্য্য সর্ব্বত্রই জয়ী হচ্চে। যে দিন শুকনাসের মন্ত্রণা বিফল হবে, যে দিন

তাহার যুক্তি কার্ত্তবীর্য্যের হৃদয়ে স্থান না পাবে, সেই দিনই কার্ত্তবীর্য্যের পতন হবে। কার্ত্তবীর্য্য যে প্রকৃতির লোক তা'তে নিশ্চয়ই সে দূতের বাক্য শুনে ক্রোধে জ্বলে উঠবে, হয় ত শুক-নাসের মন্ত্রণা অগ্রাহ্য ক'রে তাকে বধ করতেও পারে। জগ-দীশ্বরের কৃপায় যদি তা'ই হয়, তা হ'লে জানবেন যুদ্ধে আমা-দের জয়লাভ অনিবার্য্য।

মহা। যুদ্ধে জয়লাভ পশ্চাৎ! বিশ্বস্ত পুত্র সদৃশ দূতটীর প্রাণ সংহারের হেতু ত আমিই হলেম।

সুম। সত্য! কিন্তু একজন লোকের প্রাণ দিয়ে যদি সমস্ত রাজ্য রক্ষা হয়; আর স্বর্গীয় ভুবন পাবন শ্বেতকেতু রাজার কীর্ত্তি সংস্থাপন করিতে পারা যায় তাতে ত লাভ ভিন্ন ক্ষতি দেখিনা। আর যুদ্ধ হ'লেই যে সকলে অক্ষত শরীরে থাকবে তারই বা স্থির কি?

মহা। না মন্ত্রী, তুমি যত তর্ক করনা কেন, যত যুক্তি দেখাওনা কেন আমি কিছুতেই বুঝতে পাচ্চিনা যে দূত পাঠান ন্যায় সঙ্গত হয়েচে। সেও ত একজনের পুত্র; আমি আমার গর্ভস্থ পুত্রের জীবন রক্ষার নিমিত্ত একটি মাতাকে আজ পুত্র-হীন করলাম, এ পাপে আমার কি ঘোরতর অনিষ্ট হবে বুঝতে পাচ্চি না।

সুম। আর যুদ্ধক্ষেত্রে যে শত শত বীর প্রাণত্যাগ করবে তা'তেও ত পাপ হ'তে পারে?

মহা। সে ত তারা মৃত্যু স্থির জেনেই যুদ্ধ যাত্রা করবে। কিন্তু এ যে নিশ্চয় ফিরে আসবে জেনে গেছে। কেও সুচক্র!

( সুচক্রের প্রবেশ )

সুচ। মহারাণি! অভিবাদন করি।

সুম। সুচক্র সংবাদ কি?

সুচ। মন্ত্রী মহাশয়! দূত হৈহয়রাজগৃহে বন্দী হয়েচে! প্রাণদণ্ডেরও আজ্ঞা হয়েছিল, কিন্তু কে জানে কেন রাজার মতি পরিবর্ত্তিত হয়েছে, তাকে কারামুক্ত করা হবে; কিন্তু একজনের প্রাণরক্ষা হলো সত্য, রাজ্য বোধ হয় আর থাকে না।

মহা। কেন! কি হয়েছে?

সুচ। মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য শীঘ্রই সসৈন্যে এসে সাকেত-নগর অবরোধ করবেন।

মহা। তাত পূর্ব্বে থেকেই জানা আছে, তাতে আর ভয় কি! সেনাপতি কোথায় ডাক, অথবা তাকে এখানে ডাকবার প্রয়োজন নাই। মন্ত্রী তুমি যাও তাকে সসৈন্যে প্রস্তুত হ'তে বলগে।

সুম। তা হলো। যুদ্ধ করাই স্থির হলো?

মহা। তা ভিন্ন ত অন্য উপায় নাই; আর একথা ত পূর্ব্ব হ'তেই স্থির করা আছে।

সুম। কার্ত্তবীর্য্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আমরা সমর্থ হ'ব?

সুচ। দেশটা উৎসন্ন গেল আর কি!

মহা। মন্ত্রি! সুচক্র! তোমরা কি বলছো? তোমাদের স্বর্গীয় রাজা যে মাতৃ-ভূমির জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছেন—চিরকালের জন্য পরিবারবর্গকে অনন্ত দুঃখসাগরে নিক্ষেপ করে গিয়েছেন—পুত্র সম প্রজাবর্গকে পিতৃহীন করে গেছেন—

সেই জন্মভূমি আজ শত্রুর কবলিত। সেই জন্মভূমি আজ শত্রু পদে দলিত করচে। তোমাদের জীবনে প্রয়োজন? পুত্র হয়ে জননীর দুঃখ কেমন করে দেখবে? যদি স্বাধীনভাবে একদিনও বিচরণ করতে না পারলে, তবে তোমাদের জীবনের প্রয়োজন? পরাধীন ও মৃত এ দু'জনের প্রভেদ কি? কোন্ সুখের কামনায় তোমরা জীবনধারণ করতে চাও? অন্য দেশের রাজা এসে তোমাদের যথেচ্ছ উৎপীড়ন করবে, প্রতি পদে পদ দলিত করবে, তোমাদের স্ত্রী পুত্রদের প্রতি অত্যাচার করবে, আর সামান্য তুচ্ছ নশ্বর জীবনের জন্য তোমরা তার প্রতিক্রিয়ায় বিমুখ। ধিক্ তোমাদের জীবনে! আমি স্ত্রীলোক—শত্রুর উৎপীড়ন মনে হলে, সে গর্ব্বিত যথেচ্ছ অত্যাচার মনে পড়লে, যেন হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হয়। আর তোমরা পুরুষ—তোমরা নিশ্চেষ্ট। যদি তোমাদের মৃত্যুর ভয় হয়ে থাকে, যদি তোমাদের জীবনের মায়া এতই প্রবল হয়ে থাকে, জিদ করি না, যাও ঘরে গিয়ে জননীর অঞ্চল ধরে বসে থাক। আমার অস্ত্র আছে, বিক্রম আছে, বল আছে, সাহস আছে; স্ত্রীলোক হলেও পৌরুষ আছে; যতক্ষণ দেহে বিন্দুমাত্রও শোণিত থাকবে—মাতৃ-ভূমির জন্য, পরলোক গত স্বামীর কীর্ত্তি সংস্থাপনের জন্য, বংশ-গৌরব রক্ষা করবার জন্য, আর তোমাদের মত কুলাঙ্গারদের কলঙ্ক ঢাকবার জন্য অনায়াসে হাস্যমুখে রণ-ভূমিতে প্রাণত্যাগ করবো। মরণ কবার হবে? আর যুদ্ধ না করলেই কোন্ মৃত্যুকে ফাঁকি দিতে পারবে? আজ না হয় দু'দিন পরে; যুদ্ধে না হয় রোগে এ দেহের অবসান ত হবেই। তবে দু'দিন অগ্র পশ্চাতের

জন্য কেন অক্ষয় কীর্ত্তি লোপ কর? যুদ্ধে ম'লে পরলোকে অক্ষয় স্বর্গবাস হয় তাওত শুনেছ। যাও, আমি তোমাদের অনুমতি দিই না, অনুরোধও করি না। ইচ্ছা হয় যুদ্ধ ভূমিতে আমার সহিত সাক্ষাৎ করো। প্রবৃত্তি হয় আমার সাহায্য করো, নতুবা আবশ্যক নাই। যাও, নশ্বর দেহ রক্ষার জন্য তৎপর হও। আমি সেই ক্ষত্রিয় কুলশ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় রাজা শ্বেতকেতুর অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হয়ে, কেমন করে তোমাদের ন্যায় হীন-জীবনের মায়ায়, ক্ষত্রিয়ের চিরকাল সঞ্চিত অবিনাশী যশোরাশি বিলুপ্ত করবো।

সুচ। মা! ক্ষমা করুন, পুত্রের অপরাধ নেবেন না, আমি বুঝতে পারিনি; আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কাহারও শরীরে একবিন্দু শোণিত থাকতে কার্ত্ত-বীর্য্য সাকেতপুর অধিকার করতে পারবে না। এখনি আমি সমস্ত আয়োজন করচি। স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির জন্য প্রাণ পরিত্যাগে কেহই কুণ্ঠিত হবে না। আপনাকে যুদ্ধ যাত্রা করতে হবে না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। যুদ্ধে আমরা নিশ্চয়ই জয়লাভ করবো। আমি যাই এখনি প্রস্তুত হইগে।

সুম। মন্ত্রী মহাশয়! আমিও যাই চলুন। যাতে কার্ত্ত-বীর্য্য সাকেতপুর অবরোধ কর্ত্তে না পারে তার উপায় উদ্ভাবন করে আমায় শীঘ্র বলুন, আমি প্রান্তপালদিগকে সংবাদ দিয়ে আসি। (উভয়ের প্রণাম)

মহা। যাও বৎস! ক্ষত্রকুল গৌরব রক্ষা কর, আর আমার শেষ কথা শুন! যুদ্ধ-ভূমিতে পশ্চাৎপদ হওয়া ক্ষত্রি-য়ের ধর্ম্ম নয়। বীরগণের অভিধানে ভয় শব্দের উল্লেখ নাই,

ভয় কাপুরুষের সম্বল। ক্ষত্রিয় জন্মভূমির সুযোগ্য পুত্র কথন কাপুরুষ হয় না। আশীর্ব্বাদ করি প্রতিপদে জয়লাভ কর। আর আমার শেষ আশীর্ব্বাদ, শত্রুকে পৃষ্ঠদেশ দেখাইবার পূর্ব্বেই যেন তোমাদের মৃত্যু হয়। আমার এই গর্ভে পুত্র হ'লে তার যুদ্ধ যাত্রা পর্য্যন্ত যদি আমি জীবিত না থাকি, সেই ক্ষোভ মিটাবার জন্য আজ আমি তোমাদের এই আশীর্ব্বাদ করলেম। কে কার্ত্তবীর্য্য! কে সে! সামান্য মনুষ্য বৈত নয়! যদি তোমাদের হৃদয়ে বল থাকে, মনে সাহস থাকে, অন্তরে মাতৃভক্তি থাকে, যদি কখনও স্বর্গগত শ্বেতকেতুরাজার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাবার ইচ্ছাও মনোমধ্যে এসে থাকে, আমি আশীর্ব্বাদ কচ্চি, নিশ্চয়ই জয়লাভ করবে। আজ ত আনন্দের দিন, হৃষ্টচিত্তে প্রফুল্লবদনে সজ্জিত হয়ে এস।

সুম। বালক, যুবা, বৃদ্ধ, স্ত্রী, রাজপুরীতে কে কোথায় আছ! সাকেত নগরীতে কে আছ সজ্জিত হও। প্রবল শত্রু সম্মুখে, জন্মভূমি রক্ষা কর।

[ সুচন্দ্র ও মন্ত্রীর বেগে প্রস্থান।

মহা। ইষ্টদেব! শ্বেতকেতু, প্রাণেশ্বর! যে দিন তোমার আত্মা স্বর্গে গেছে, সেইদিনই দাসী অনুগমন করতো, কিন্তু তোমার প্রতিমূর্ত্তি, তোমার কুলের ভাবী রক্ষাকর্ত্তা আমার গর্ভে রয়েছে, কি করে তাকে সিংহাসনে বসা'ব, তোমার বংশ গৌরব রক্ষা করবো, সেই জন্য এখনও জীবিত আছি। আমি অন্য দেবতা জানিনা, তুমি আমার দেবতা; তুমি আমার মনোরথ সফল কর, পদে পদে বিপদে রক্ষা কর।

[ প্রস্থান।

# দ্বিতীয় অঙ্ক।

---

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

আশ্রম।

গালব ও হারীত।

হারী। ভায়া আজ ব্যাপার কি? মনের ভেতরটা এমন ছাঁচড় পাঁচড় করচে কেন বল দেখি?

গাল। তোমার মন আবার কবে স্বচ্ছন্দ? একটা না একটা নিয়ে আছই ত।

হারী। উঁহুঃ, আজ কিছু বেয়াড়া গোছের! আজ যেন একটা বিভ্রাট ঘটবে, তার একটু অঙ্কুশও পেয়ে এলেম।

গাল। কিসের অঙ্কুশ পেলে?

হারী। আর তোমার আমার মুখ দিয়ে সে সব কথা বেরিয়ে কাজ নাই। কি জান কি বলতে কি হয়ে পড়বে ও চেপে যাওয়াই ভাল।

গাল। আহা আমায় বলতে আর দোষ কি। কি হয়েছে বলেই ফেলনা।

হারী। আর বলতে হবে না, ঐ দেখ ঠাকুর আসচেন। ও বাবা।

(উদ্ধতভাবে জমদগ্নির প্রবেশ।

জম। হারীত! রাম কোথা ডেকে নিয়ে এস।

হারী। যে আজ্ঞে।

। প্রস্থান।

গাল। গুরুদেব! আপনার স্বভাব সৌম্যমূর্ত্তি কেন আজ মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় দুর্দ্দর্শ হয়েছে? কি হয়েছে?

জম। চুপ কর। তোমার এ সকল কথা শোনবার প্রয়োজন নাই। তুমি তোমার কার্য্যে যাও।

গাল। যে আজ্ঞে। [প্রস্থান।

জম। কি আশ্চর্য্য! আমার পত্নীর চরিত্রে দোষ! আমার সহধর্ম্মিণী ব্যভিচারিণী! এতকাল তপশ্চর্য্যার কি এই ফল! এই কি ধর্ম্মের প্রভাব! আমরাই আবার জনসমাজে ধর্ম্মোপদেষ্টা বলে বিখ্যাত! কেন না বুঝে, দারপরিগ্রহ করেছিলেম! যদিও ক'রলেম ত ক্ষত্রিয় কন্যাকে কেন বিবাহ ক'রলেম! সে কথা পশ্চাৎ; আপাততঃ পাপীর সমুচিত দণ্ড বিধান আবশ্যক।

( রামের প্রবেশ।)

রাম। পিতা কেন আমায় অসময় ডেকেছেন? এ কি! আপনার এ রকম মূর্ত্তি কেন? কি হয়েছে? কিসে আপনার অপমান হয়েছে?

জম। রাম তোমার বয়স হয়েছে, তুমি আর বালক নও। আমার কাছে যৎকিঞ্চিৎ শাস্ত্রও শিক্ষা করেছ। পুত্রের কর্ত্তব্য কি?

রাম। কেন পিতা এ রকম অনুমতি ক'রছেন? কি হয়েছে বলুন?

জম। পরে ব'লবো, আগে যা জিজ্ঞাসা ক'রলেম তার উত্তর দাও। পুত্রের কর্ত্তব্য কি শীঘ্র বল?

রাম। পিতার আজ্ঞা পালন ভিন্ন পুত্রের ত অন্য ধর্ম্ম—অন্য কর্ত্তব্য এ জগতে কিছুই নাই।

জম। ভাল! তুমি ত স্বীকার করছো পিতার আজ্ঞাপালন পুত্রের ধর্ম্ম।

রাম। কেন পিতা সত্যবদ্ধ করে আমায় যন্ত্রণা দিচ্চেন? আমি কি কখন কোন আজ্ঞা পালনে বিমুখ হয়েছি? কখন কি অবাধ্য হয়েছি?

জম। না। সেই জন্যই তোমাকে আদেশ কচ্চি। কেমন পিতার আজ্ঞা পালন ধর্ম্ম ত?

রাম। পিতা আপনার পুত্র কি কখন মিথ্যা কথা ব'লতে পারে! আপনার আদেশ পেলে অনায়াসে হাসতে হাসতে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করতে পারি, আপনার তৃপ্তি সাধনের জন্য, গো-হত্যা, ব্রহ্ম-হত্যা, ভ্রূণ-হত্যা, স্ত্রী-হত্যা, অধিক কি মাতৃ হত্যাতেও বিমুখ হই না।

জম। ভাল! আমার আজ্ঞা তোমার প্রসূতির শিরশ্ছেদ।

রাম। (কর্ণে হস্ত দিয়া) একি! সূর্য্যদেব! তুমি এখনও অস্ত যাওনি! নিশানাথ! তুমি এখনও রাহু কবলিত হওনি! পবন দেব! তোমার গতিরোধ হ'ক! অগ্নি! শীতল হও! দেবগণ! রসাতলে যাও। পিতা! আমাকে এ অনুমতি ক'রতে তুমি একটুও কুণ্ঠিত হ'লে না। আমাকে এ আজ্ঞা দিতে তোমার, দুঃখ, ভয়, ক্ষোভ, ঘৃণা, বিস্ময় কিছুমাত্র হলো না! অনায়াসে অকথ্য, অশ্রাব্য, ঘৃণিত প্রস্তাব কর্ত্তে তোমার মন একটু মাত্রও বিচলিত হলো না।

জম। থাক এখন বাক্ চাপল্যের সময় নয়। তুমি আজ্ঞা পালনে সম্মত কি না?

রাম। কিসের আজ্ঞা! পিতা তোমারও ত পিতা ছিলেন!

তিনি এ রকম আজ্ঞা ক'রলে তুমি কি ক'রতে ? ভাল, জিজ্ঞাসা করি, মার অপরাধ ?

জম। অপরাধ জান্‌বার তোমার অধিকার ? তোমার অধিকার আজ্ঞা পালন মাত্র।

রাম। যখন জননী আসন্নকালে শুষ্ক মুখে তাঁহার গর্ভজাত কৃতান্তকে অপরাধের কথা জিজ্ঞাসা করবেন, তখন তাঁরে কি উত্তর দেব! আর আমার এই অতুল কীর্ত্তি যখন ত্রিভুবনে প্রচার হবে, আমার এই যশের সৌরভ যখন দিক্‌দিগন্ত আমোদিত করবে, দেহাবসানে যখন সেই সূক্ষ্মদর্শী ধর্ম্মরাজ সন্নিধানে আমার জন্য অনন্তকাল সহস্র সহস্র ক্রিমিকুলসঙ্কুল নরকের ব্যবস্থা হবে, সেইখানেই বা কি বলবো! পিতা, ক্ষমা কর, মনের আবেগে কি ব'লতে কি বলে ফেলেছি। জ্ঞানকৃত ত তোমার চরণে কোন অপরাধ করিনি, তবে কেন আমার মাথায় অনন্তকালের জন্য কলঙ্কের পসরা চাপিয়ে দিচ্চ! যদি কোন অপরাধ হয়ে থাকে, আমায় বলে দাও, আর তেমন অপরাধ কখন করবো না। আমা ভিন্ন এমন পাষণ্ড কি জগতে আর কেউ নাই, যে আপনার এ আজ্ঞা পালন করে। ভাল নিজেও ত এ কার্য্য সম্পন্ন কর্ত্তে পার্ত্তে। তবে আমার নরকের ব্যবস্থা করে দিচ্চ কেন ?

জম। বুঝলেম তুমি আমার আজ্ঞা পালনে, আপনার প্রতিজ্ঞা পালনে অসমর্থ, কেমন এই ত ?

রাম। ( স্বগত ) কোন্‌টা গুরুতর! আজ্ঞা পালন না মাতৃ-হত্যা! কে গুরুতর! পিতা না মাতা! জগদীশ! আমার অদৃষ্টে এই লিখেছিলে! পিতৃ-আজ্ঞা পালনে স্বর্গ

হয়, কাজ নাই আমার স্বর্গে! আমার নরকই ভাল! এ কাজ আমি পারবো না।

জম। চুপ করে রইলে যে, বল শীঘ্র বল?

রাম। মা— ( মূর্চ্ছা )

জম। এখন মূর্চ্ছার সময় নয়, আমার আজ্ঞা পালন করে মূর্চ্ছা যেতে হয় যেও, প্রাণ পরিত্যাগ করতে হয় ক'রো।

রাম। ( উঠিয়া ) পিতা এ কাজ কি আর কারুর দ্বারা হয় না? নিজে পার না?

জম। ভাল, বুঝলেম তুমি পারবে না।

রাম। পিতা আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

জম। বৎস, তুমি আজ আমায় যে সন্তুষ্ট কল্লে আর কি আশীর্ব্বাদ করবো, পিতার বর গ্রহণ কর, তুমি অমর হও। মাতৃ-হত্যা পাপে নরক আছে সত্য, কিন্তু আমার আশীর্ব্বাদে তোমার নরক হবে না। আমি আজীবন যে তপস্যা করে এসেছি, যদি সে তপস্যায় কিছুমাত্র পুণ্য সঞ্চয় হ'য়ে থাকে, তবে সে পুণ্যবলে মৃত্যু যেন তোমার কাছে আসতে না পারে। যাও বৎস শীঘ্র আজ্ঞা পালন কর।

[ প্রস্থান।

রাম। হৃদয় স্থির হও! সুখ দুঃখ জন্মের মত আমার কাছ থেকে বিদায় লও, আজ রামের চক্ষে পৃথিবী শূন্য। পিতা আবার আশীর্ব্বাদ করে গেলেন অমর হও! হতভাগ্যের অদৃষ্টে মৃত্যুও নাই! হবে কেন! বিধাতা যারে বিমুখ সে সর্ব্বসন্তাপহারী মৃত্যুর আশ্রয় কেমন করে পাবে! মা! সার্থক পুত্র গর্ভে ধরেছিলে! না মা আমার এ পাপজিহ্বায়

মাতৃ নাম উচ্চারণের অধিকার নাই। বিধাতা! তুমি কেন নারী জাতি সৃষ্টি করেছিলে? ওহো! বিলম্ব হয়ে যাচ্চে, আর না! শীঘ্র কার্য্য সম্পাদন করে ধরাতলে অতুল কীর্ত্তি সংস্থাপন করি।

(গালবের প্রবেশ।)

গাল। রাম, কি হয়েছে ভাই? তোমার চখে জল কেন? কি হয়েছে?

রাম। ভাই, ব'লতে পার স্ত্রীলোকের গর্ভ হয় কেন? সন্তান গর্ভেতেই মরে না কেন? বিধাতা স্ত্রীজাতি সৃষ্টি করেছেন কেন?

গাল। ওকি ও! কি বকছো, তোমার কি হয়েছে?

রাম। কি আর হবে! আজ আমি অসাধারণ লোক। জগতে কেউ যা কখন করেনি, জগতে কেউ যা কখন কল্পনা করতে পারেনি, জগতে কেউ যা করতে পারবে তারও আশা নাই, আমার কঠোর তপশ্চর্য্যাব ফলে আমার অদৃষ্টে আজ তাই ঘটেছে। আজ আমি মাতৃ-হত্যা করবো!

গাল। তুমি কি সত্য সত্যই উন্মত্ত হলে নাকি?

রাম। হা হা, উন্মত্ত! সেও ত সৌভাগ্যের কথা! ভগবান আমায় কেন উন্মত্ত করেন নাই। উন্মত্ত হলে ত পিতার এই কঠোর আজ্ঞা শুনতে হতো না, উন্মত্ত প্রতিজ্ঞা পালনে বাধ্য নয়। উন্মত্ত ত পিতার আজ্ঞা পালন ধর্ম্ম বলে জানে না। আমি উন্মত্ত হলে আমার এ যশের বিপুল ধ্বজা ত উড়তো না। আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্ত কে কোথায় আছ সকলে দেখে যাও, যা' কেউ কখন দেখতে পাবে না, আজ তা'ই

দেখবে এস! ওহো তোমার সঙ্গে কথা কইতে বেলা হ'য়ে গেল। যাই স্বকার্য্যে যাই। জীবনের সার কার্য্য সম্পাদন করে আসি। গালব! এমন ভাগ্যবান্ পুরুষ আর কোথায়ও দেখেছ কি?

[ দ্রুত প্রস্থান

গাল। দাঁড়াও দাঁড়াও, কোথায় যাও, একি হ'লো!

[ রামের অনুসরণ।

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

### উদ্যান।

সুনন্দা ও পত্রলেখা।

সখিগণ।— ( গীত )

চলন্ত বসন্ত বায়, ফুটন্ত ফুলের কায়,
আয় সখি মিশি তায় জুড়াই জীবন।
বিষাদে বিদাও হও প্রমোদে মগন॥
পুরুষ নিঠুর অতি, কিবা দিবা কিবা রাতি,
জ্বালায় নারীরে দিয়ে বিষম বেদন:
ছল ছল আঁখি-জল বিফল রোদন॥
কেঁদে কিবা ফল আর, মুছলো ও আঁখি ধার,
অচিরে দেখিবে ধীরে আসিবে সেজন;
মলিন যে জন বিনে ও চাঁদবদন॥

সুন। না পত্রলেখা, সে ভাবনা আমার নাই। রাজা যুদ্ধে পরাস্ত হবেন এ আমি কখনও মনে ভাবিনি। বর্ত্তমান কালে লোকমুখে শুনছি, পুরাণেও শুনেছি এমন বিক্রমশালী রাজা কেউ কখন জন্মগ্রহণ করেনি। রাজার শরীরে সব গুণ, দোষের মধ্যে একটু রাগ বেশী।

পত্র। দেবি! এত যার ঐশ্বর্য্য, এত যার বাহু বিক্রম, তার একটু গরমি হয় বৈকি। আর পুরুষের রাগই লক্ষণ।

সুন। সত্যি! কিন্তু রাগে না বুঝতে পেরে সময় সময় অনেক মন্দ কাজ করে ফেলেন। লঘু গুরু জ্ঞান থাকে না, সেইটা দোষের কি না!

পত্র। তার আর দোষ কি! আমাদের মহারাজার দোষ কি আর দোষ!

সুন। এমনও কথা! অকারণ লোকের মনঃপীড়া দিলে রাজাই হ'ক্, প্রজাই হ'ক্, দেবতাই হ'ক্ তার ফল ভুগতেই হবে। যে মনে ব্যথা পায় তার দীর্ঘনিঃশ্বাস নিশ্চয়ই ফলে।

পত্র। তা ঠিক, সেদিন আমাদের চেটী সরমাকে রেগে একটা কথা বলেছিলেম, তারপরেই পুকুরে নানের ঘাটে পড়ে গিয়েছিলেম, পায়ে তিনদিন ব্যথা ছিল।

সুন। আমি তাই ভাবছি; অকারণ সময়ে সময়ে রাগ ক'রে লোকের মনঃপীড়া দেন, আমি তাই সময় সময় ভাবি। কিসে কি হবে তা' ব'লতে পারিনি।

পত্র। ও সকল অলক্ষণের কথা ব'লনা। তোমার আবার কে কি ক'র্‌বে।

সুন। সত্য সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর একমাত্র অধীশ্বর

আমার পতি। প্রতিপদের চন্দ্রের ন্যায় আমার পুত্র। সমস্ত প্রজাবর্গ গর্ভধারিণীর মত আমাকে সম্মান করে। আমার সখিগণ আমার সুখ-দুঃখের ভাগী। জগতে স্ত্রীলোকে যা কামনা করে, আমার তার কিছুরই অভাব নাই; আমি স্ত্রীলোকের কামনার আদর্শ! সকলেই বোধ হয় কামনা করে যেন সুনন্দার মত হই, কিন্তু এর জন্য আমার মনে সদাই ভয়, সদাই উদ্বেগ, বুঝি বা এক কথায় এক মুহূর্ত্তে সব ফুরিয়ে যায়। প্রাণেশ্বর কখন কার নিঃশ্বাসে পড়বেন আর একেবারে সব কর্পূরের মত উপে যাবে।

পত্র। যাট্ যাট্ ও কথা কি মুখে আনতে আছে।

সুন। মুখে আনতে নাই সত্য, কিন্তু মনে যে নিরন্তর আসছে।

পত্র। তা' বুঝিয়ে মহারাজকে বলতে পারনা।

সুন। আমি তাঁকে বুঝাব সে শক্তি আমার আছে কি! তবে অভিমান করে যদি কথার ছলে, দু' এক কথা বলি তখন ত তাতে বেশ অনুমোদন করেন। ক্ষণেক পরে রাগ হলেই সব ভুলে যান। বিধাতা একাধারে সব গুণ দেন না, যা' লোকে বলে তা' সত্য। আবার যখন রাগে অন্ধ হন তখনই সব ভুলে যান। এই দেখ সেদিন যে জন্য তোমাকে গোপনে পাঠিয়েছিলেম, সেই সাকেতপুরের দূতকে কারারুদ্ধও করলেন, প্রাণদণ্ডেরও আজ্ঞা দিলেন, আবার তখনই আমি বলতেই তার কারামুক্তির আদেশ দিলেন। কিন্তু কে জানে কিসে আবার রাগ হলো সাকেতপুরের মহিষীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রায় প্রস্তুত হলেন। কত অনুনয় কত বিনয় ক'রলেম কিছুতেই ফিরাতে পারলেম না।

পত্র। আহা তা'দের এত দিনে সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে।

সুন। তাই ত ভাবছি। আহা! সে দিন বিধবা হয়েছে! সসত্ত্বা অবস্থা, অনাথিনী এ অবস্থায় কি কর্‌ছে, অকূল সমুদ্রে পড়ে যখন সকাতরে অনাথবন্ধু দীননাথকে ডাক্‌বে, আর ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবে, সে দীর্ঘনিঃশ্বাসের ফলে যে আমার কি সর্ব্বনাশ হবে তা মনে করলে আমার গা কেঁপে উঠছে। তাই আজ তোমাকে এত কথা বল্লেম।

পত্র। না তাতে আর কি হবে, শত্রু জয়ই রাজার ধর্ম্ম।

সুন। সব সত্য! কিন্তু ভেবে কূল কিনারা পাই না।

( পুণ্ডরীকের প্রবেশ। )

পুণ্ড। মা! আজ আচার্য্য বড় সুন্দর উপদেশ দিয়েছেন।

সুন। কি উপদেশ বাবা?

পুণ্ড। পিতা মাতাই জগতে প্রত্যক্ষ দেবতা। তাঁদের সামান্য উপকারের জন্য পুত্রের প্রাণ পর্য্যন্ত বলি দেওয়া কর্ত্তব্য।

সুন। ( স্বগত ) কেন বুক কেঁপে উঠলো!

পুণ্ড। কেমন না মা?

সুন। বাবা বেলা হয়েছে।

[ সকলের প্রস্থান।

---

# তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

## রণস্থল।

রাজা ও বিদূষক।

বিদূ। দোহাই মহারাজ, আর না ঢের হয়েছে আমায় ছেড়ে দিন, আমি এদিক ওদিক করে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।

বামুনের ছেলে চিরটাকাল লেখা পড়াই করে এসেছি, যুদ্ধ ফুদ্ধ ত ততটা এসেনা, আর এ সব দেখে শুনে প্রাণটা যেন ধড় ফড়িয়ে ওঠে।

রাজা। আহা তোমার ভয় কি, তুমি আমার পিছনে আছ—আমি জীবিত থাকতে ত তোমার গায়ে আঁচটী পর্য্যন্ত লাগবে না।

বিদূ। আহা সে ভয়ের কথা হচ্চে না। প্রাণের ভয় আমি ততটা রাখিনা, না হলে যুদ্ধ যাত্রায় মৃত্যু নিশ্চয় জেনেও কেন আপনার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে আসব বলুন। তবে কিনা—

রাজা। তবে আবার ভয় কি?

বিদূ। আজ্ঞে না ভয় না—ভয় আবার কি! (স্বগত) বেটা ফেসাতে ফেল্লে দেখছি। কোনখান থেকে এসে একটা তীরের খোঁচা ফোঁচা লেগে প্রাণটা না যাক, চোখটা কান্‌টা যাবে আর কি দেখছি। কি উপায়ে সরে পড়ি।

রাজা। কি ভাবছ?

বিদূ। ভাববো আর কি, তবে কি জানেন ব্রাহ্মণী যাত্রাকালে বলে দিয়েছিলেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে কদাচ থেকনা। কি জানি কি কর্ত্তে কি হ'য়ে পড়বে তখন আমাদের দশায় কি হবে।

রাজা। কেন মিছে ভাবছ, আমি বেঁচে থাক্‌তে ত তোমার প্রাণের আশঙ্কা নাই।

বিদূ। তাত নাই, কিন্তু ব্রাহ্মণী বলে দিয়েছেন যে জীবহিংসা কখন স্বচক্ষে দেখনা।

রাজা। বুঝিছি, তুমি নিতান্ত ভীরু।

বিদূ। আজ্ঞে সে কথাটা একেবারেই ঠিক। তবে

অনুমতি হয়, এখন আসি। (স্বগত) বাবা ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। এখন পালাতে পার্‌লে বাঁচি। ক্ষত্রিয় বেটাদের যদি কিছুমাত্র বুদ্ধি থাকে, প্রাণটীকে ট্যাঁক থেকে বার ক'রে আঙ্গুলের ডগায় রেখে, তবে যুদ্ধে আসতে হয়। যদি বাঁচলেন ত সে পূর্ব্বপুরুষের বিস্তর পুণ্যের জোর! এখানে বুদ্ধিমানে আসে! পালা পালা!

[ প্রস্থান।

রাজা। স্ত্রীলোকের এত সাহস, এত বিক্রম, এত সৈন্য! আজ পাঁচ দিন পুরী অবরোধ করে আছি, শত শত সৈন্য প্রত্যহ মর্‌ছে, তবু ত কিছুমাত্র নিস্তেজ হতে দেখ্‌ছি না, শ্বেতকেতু রাজার সঙ্গে যখন যুদ্ধ হয় তখন ত এতটা হয়নি! আমারও দিন দিন বিস্তর সৈন্য ক্ষয় হচ্চে, এখন ত আর ফেরবার উপায় নাই। সন্ধির প্রস্তাবও করে পাঠাতে পারিনা। দেখি আরও দু' এক দিন তার পর অগত্যা সন্ধির প্রস্তাবই করে পাঠাতে হবে। কিন্তু সামান্য সাকেতপুরে আর কত সৈন্য থাকতে পারে! প্রায় সমস্তই ত নিঃশেষ হয়েছে। দেখি কি হয়। বিস্তর যুদ্ধ করেছি—বিস্তর দেশ জয় করেছি—এমন ত কখন হয়নি! দেখি সৈন্যেরা কি কর্‌ছে।

[ প্রস্থান।

( সুমতি ও যোদ্ধ্‌বেশে মহাশ্বেতার প্রবেশ। )

সুম। মা এখনও ফের; ধনরত্ন যা কিছু আছে সংগ্রহ করে নিয়ে স্থানান্তরে পলায়ন করে কোনরূপে জীবন ধারণ করি।

মহা। তোমার প্রাণের ভয় থাকে তুমি যেতে পার।

সুম। মা আপনাকে অসহায় অবস্থায় ফেলে আমি কোথায় যাব।

মহা। আমি অসহায়! স্বর্গগত স্বামীই আমার সহায়, ধর্ম্মই আমার সহায়, আমার জীবনের জন্য ভেবনা! আমার মৃত্যুর বিস্তর বিলম্ব আছে।

সুম। মা মৃত্যুর কথা ভাবছি না, সে ত প্রার্থনীয়। মৃত্যু হ'লে ত ভাল! সকল দুঃখের সকল কষ্টের অবসান হয়। আমার ভয় পাছে দুরাত্মা কার্ত্তবীর্য্য আপনার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করে।

মহা। মন্ত্রি! তুমি ক্ষত্রিয় কন্যার বিক্রম জাননা! যাহার পতিপদে মন অবিচ্ছিন্ন ভাবে বিলীন থাকে, সে কি কখন সামান্য পশুর ভয়ে কাতর হয়। কার্ত্তবীর্য্যের কি সাধ্য যে আমার ছায়া স্পর্শ করে। সূর্য্যকান্তমণি স্বভাবত অতি শীতল, অতি মনোরম, কিন্তু অন্য তেজঃ পদার্থ দেখলে আত্মতেজ উদ্গীরণ কর্ত্তে থাকে। আর কার্ত্তবীর্য্যও ক্ষত্রিয় কন্যার গর্ভজাত। সহস্র দোষ তার শরীরে থাক্‌তে পারে, ক্ষত্রিয় কামিনীর প্রতি অত্যাচার কর্ত্তে সে কখনই সাহসী হবে না। সে জন্য তুমি নিশ্চিন্ত থাক; তবে এক ভয় কি ক'রে গর্ভস্থ সন্তান—স্বামীর শেষ স্মৃতি চিহ্ন—স্বামীর বংশধরকে রক্ষা কর্‌বো।

সুম। মা তাই বল্‌ছি পলায়ন করে কোনরূপে জীবন রক্ষা করতে পার্‌লে সব রক্ষা হয়।

মহা। মন্ত্রি! যুদ্ধ যাত্রাকালে পুত্রাধিক সৈন্যদিগকে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করেছি যে কদাচ পলায়ন করোনা। তারা আমার সেই কথায় দৃঢ় ভক্তি করে অনায়াসে যুদ্ধমুখে প্রাণ

বিসর্জ্জন দিয়েছে ; পলায়ন করলে ত অনায়াসে জীবন রক্ষা কর্ত্তে পার্ত্ত। আমার কথাতেই তারা পলায়ন করেনি, হৃষ্টচিত্তে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছে। আমার কথায় আমার শত শত পুত্র প্রাণ ত্যাগ করলে, আর আমি একটী পুত্রের প্রাণ রক্ষার জন্য সেই কথার অন্যথা করবো। ধর্ম্ম আমার সহায়, স্বর্গগত স্বামী আমার সহায়।

সুম। মা তবে কি সত্যই যুদ্ধ ভূমিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দেবেন ?

মহা। কেন ? প্রাণ বিসর্জ্জন দেব কেন ? কার সাধ্য আমাকে হত্যা করে ? আমার অদৃষ্টে ত মৃত্যু নাই। এখন ত অনেক দুঃখ ভোগ বাকী আছে, অনেক সুখভোগও বাকী আছে ; এখনও ধনরত্ন আছে সে গুলি অপহৃত হওয়া বাকী, এখনও লোকে দেখলে সম্মান করে, শ্রদ্ধা ভক্তি করে, সেটুকু যাওয়া বাকী, এখনও অন্ন বস্ত্রের অভাব হয় নাই, তা' হওয়া বাকী, আর যে দুরাত্মা আমার এই সর্ব্বনাশ করলে, যে রাজ-রাণীকে পথের ভিখারিণী করলে, তার অধঃপাত, তার বংশনাশ, তার সর্ব্বনাশ, দেখা বাকী আছে ; এ সকল সুখ দুঃখ ভোগ না ক'রে ত আমি মরতে পারবো না। মৃত্যুর সাধ্য কি আমায় অধি-কার করে ! তুমি এখন কোনরূপে পলায়ন করে আত্ম রক্ষা কর।

সুম। মা আপনি এইরূপ অবস্থায় থাকবেন, আর আমি তুচ্ছ দেহ প্রাণের জন্য আপনাকে পরিত্যাগ করে পলায়ন করবো, এ কিরূপ অনুমতি কচ্চেন মা ?

মহা। যুদ্ধক্ষেত্রে তুমি থাকলে তোমার মৃত্যু নিশ্চয়, কিন্তু তুমি বেঁচে থাকলে আমার লাভ আছে, আমার সাধের সাকেত-

পুরের একটা প্রাণীও বেঁচে আছে, একথা মনে উদয় হ'লেও আমার প্রাণে কতক শান্তি হবে, তুমি পলায়ন কর।

সুম। মা আমায় ক্ষমা করুন আমি যাব না।

মহা। বুঝেছি, আমার আজ্ঞা পালনে আর তোমার প্রবৃত্তি নাই; কিন্তু জান এখনও আমি তোমার প্রভু। যাও এখন অবাধ্য হ'য়োনা; এই আমার শেষ আজ্ঞা, আর কখনও কোন আজ্ঞা তোমায় করবো না, কর্ত্তে হবেও না।

সুম। যে আজ্ঞে। বৃদ্ধের অদৃষ্টে এত ছিল, জানিনা আরও কি আছে। হা জগদীশ্বর!

[ প্রস্থান।

মহা। আর কোন কার্য্যই অবশিষ্ট নাই, সব হয়েছে, এখন যদি সে দুরাত্মা কার্ত্তবীর্য্যের মুণ্ডচ্ছেদ করতে পারি।

( কার্ত্তবীর্য্যের প্রবেশ। )

কার্ত্ত। (স্বগত) একি! এ যে ভীষণ মূর্ত্তি! এই কি শ্বেতকেতুর বিধবা-পত্নী! (প্রকাশ্যে) কে তুমি?

মহা। তুমি যার রাজ্য ঐশ্বর্য্য সমস্ত উৎসন্ন দিয়েছ, অকাতরে যার সর্ব্বস্ব অপহরণ করে, যা'কে প্রাণে বধ করেও তোমার পৈশাচিক বৃত্তি পরিতৃপ্ত হয় নাই, আমি সেই দেবসম স্বর্গগত ক্ষত্রিয়কুলশিরোমণি মহারাজা শ্বেতকেতুর বিধবা-পত্নী।

কার্ত্ত। ওহো আমি তা' চিন্তে পারিনি, আমার অধীনস্থ সামন্ত রাজা শ্বেতকেতুর পত্নী।

মহা। তোমার অধীনস্থ সামন্ত রাজা! মহারাজ এমন বংশে জন্মগ্রহণ করেন নি, যে কারুর অধীনতা স্বীকার করেন।

অধীনতা স্বীকার করলে ত তোমার মত পিশাচের কর-কবলিত হ'তেন না।

কার্ত্ত। কেন আপনার মৃত্যু আপনি ডেকে আন্‌চো। অসহায় স্ত্রীলোক যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ দেখে, আমার একটু দয়া হয়েছিল, হয় ত তোমার তাতে মঙ্গলই হ'ত, হয় ত বা তোমার জীবন দান, তোমার নষ্টরাজ্য পুনঃ প্রদান কর্ত্তেও পার্ত্তেম। এখনও সাবধান হও, কেন অসময়ে প্রাণ হারাবে, সব নষ্ট ক'রবে।

মহা। ক্ষত্রিয় রমণী কাহারও নিকট জীবন ভিক্ষা করেনা। বিধবার আবার বাঁচবার সাধ কি! আর নষ্ট রাজ্যের পুনঃ প্রাপ্তি। কোথায় রাজ্য? কিসের রাজ্য! আমার প্রজাবর্গ সৈন্য সামন্ত সকলেই বীরমাতার বীরপুত্র, সম্মুখযুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ ক'রে হাসতে হাসতে স্বর্গে গেছে। এরাজ্যে কেবল একা আমি আছি। সাকেতপুরে একবিন্দু ক্ষত্রিয় শোণিত থাক্‌তে তোমার কিছুতেই জয়ের সম্ভাবনা নাই। ধর অস্ত্র ধর। অনেক হত্যা করেছ, অনেক যুদ্ধ করেছ, কিন্তু এমন যুদ্ধ কখনও কর নাই; অনেক কীর্ত্তি বিস্তার করেছ, আমাকে হত্যা করে জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন কর। কোন রাজা স্ত্রী হত্যা করেনি, তুমি আজ তাই কর।

কার্ত্ত। তোমার রাজ্যে যদি কেউ জীবিত না থাকে, তবে কেন যুদ্ধে এসেছ! আমি অভয়দান কচ্চি স্বয়ং সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ ভূমির বাহিরে রেখে আসছি, তুমি নিশ্চিন্তভাবে যথেচ্ছ স্থানে যেতে পার।

মহা। আবার ঐ কথা! তোমার ন্যায় ক্ষত্রিয়কুল-

কলঙ্কের নিকট ক্ষত্রিয়াণী কি কখন জীবন ভিক্ষা করে। ধর—অস্ত্র ধর।

কার্ত্ত। আমি এতদিন সমস্ত পৃথিবী জয় করে যে যশ সঞ্চয় করলেম, ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতি দিকপালগণ যে আমার ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিত, সেই আমি আজ তোমার ন্যায় অনাথা বিধবা রমণীর সঙ্গে যুদ্ধ করে কি সেই যশ কলুষিত করবো। ক্ষত্রিয় সমাজ আমায় কি বলবে? নীতিশাস্ত্রে কি বলে? আমি স্ত্রীলোকবিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবো না; তুমি স্বচ্ছন্দে যাও।

মহা। সাকেতপুরের দূতকে বন্দী ক'রে, তার প্রাণনাশের আজ্ঞা দিয়ে তুমি ত যশের সৌরভ খুব বিস্তৃত করেছ। নীতিশাস্ত্রের মর্য্যাদা ত যথেষ্ট রক্ষা করেছ। তুমি ঘৃণিত পশু, তোমার ধর্ম্মজ্ঞান নীতিজ্ঞান কোথায়?

কার্ত্ত। চুপ কর্ পিশাচী—রাক্ষসি, এখনও সাবধান হ'।

মহা। চুপ কর্ নরপিশাচ—রাক্ষস, সাবধান হও, অস্ত্র ধর, যুদ্ধ কর।

কার্ত্ত! মৃত্যু যার সম্মুখে, শনি যার রন্ধ্রগত, কে তাকে রক্ষা ক'রবে! তোকে অস্ত্রাঘাত ক'রে বা তোর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে আমার অস্ত্র কলুষিত কর্ব্বোনা। তোকে হত্যা ক'রে স্ত্রীহত্যা পাপ কেন সঞ্চয় কর্ব্বো। (পদাঘাত) দূর হ'।

[ প্রস্থান।

মহা। (পতন)

সুমতির প্রবেশ।)

সুম। যা' ভেবেছি তা'ই হয়েছে। এখনও যদি এঁকে

নিয়ে পালাতে পারি। ( বিশেষ পরীক্ষা করিয়া ) এখনও দেখছি প্রাণবায়ু বহির্গত হয় নি।

মহা। কেও মন্ত্রিবর! আমায় ধর, কোনরূপে যদি পার রণভূমির বাহিরে নিয়ে যাও, আমার বড় কষ্ট হচ্চে।

সুম। মা! আমার কাঁধে হাত দিয়ে ভাল করে ধর।

[ তথাকরণ ও প্রস্থান।

( বিদূষকের প্রবেশ। )

বিদূ। ও বাবা এসব কি ব্যাপার! এ যে মেয়েমানুষ দেখছি? কোথায় যায়।

# চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

## কুটীরের সম্মুখ।

রেণুকা ও তরলিকা।

রেণু। সখি! আজ সমস্ত দিন মেঘেতে আকাশ ঢেকে রেখেছে। সূর্য্যদেবের দর্শন ত একবারও হলো না। অসময়ে এরূপ দুর্দ্দিন শুভ লক্ষণ নয়।

তর। নাও কোথাকার কথা কোথায় এল। হলো আকাশে মেঘ, তা থেকে তোমার আবার অশুভ লক্ষণ কোথা থেকে এল?

রেণু। তুমি জাননা, স্বভাবের কার্য্যসকল সময়ে সময়ে মানুষের হৃদয়ের অনুকরণ করে। যে দিন দেখবে, আকাশ নির্ম্মল, সূর্য্যদেব প্রভাতে রক্তবর্ণ ধারণ করে উঠেছেন, সেই

দিন দেখো মানুষও প্রফুল্লচিত্তে আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত আছে। আর যেদিন দেখবে, পর্ব্বতশ্রেণীর ন্যায় মেঘশ্রেণী এসে আকাশমণ্ডলকে আবৃত করেছে, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতা-লোক ও মেঘগর্জ্জনে পশুপক্ষীর মনে ভয়ের সঞ্চার করে দিচ্চে, সেদিন নিশ্চয়ই জেন, কোথায় না কোথায় অস্বাভাবিক অমানুষিক অদৃষ্টচর অশ্রুতপূর্ব্ব একটা ঘটনা ঘটবে। ঠিক মানুষের মনও স্বভাবের গতির বৈচিত্রে ভাব পরিবর্ত্তন করে। আপন মনে আপনি বুঝে দেখ এখন যেমন তোমার মন অপ্রসন্ন, যে রকম স্ফূর্ত্তিহীন রয়েছে, যদি একটু পরে মেঘগুলি সরে যায়, সূর্য্যদেব সহস্র কিরণ বিস্তার করেন, যদি অন্ধ-কার বিনাশ করেন, তখনই দেখবে তোমার সেই অপ্রসন্ন মুখ, ঐ যথেচ্ছবিহারিণী হরিণীর ন্যায় প্রফুল্ল ও হৃষ্ট হবে; আমার বোধ হয় আজ একটা কোথায় না কোথায়ও ভীষণ ব্যাপার সংঘটিত হবে।

তর। তোমার এক কথা! আজ মেঘ বৃষ্টি, কাল প্রখর রৌদ্রে তাপ, আজ গ্রীষ্ম, কাল শীত, জগতের এই রীতি। তবে ভীষণ ব্যাপার কি?

রেণু। তুমি ত আমারই কথা বলছো। এই তপোবন, কাল শান্তিময় ছিল সকলের মুখ প্রফুল্ল, সকলেই আত্মকার্য্যে তৎপর, আবার আজ হয় ত এমন একটা ঘটনা ঘটবে যে সকলেই নিশ্চেষ্ট হয়ে বিষণ্ণ মুখে বসে থাকবে। রথের চক্র কখন স্থিরভাবে থাকে না, চিরকাল বসন্তকাল কখন থাকে না।

তর। তা' হ'ক্, চল জল নিয়ে আসি এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে?

রেণু। (দীর্ঘনিঃশ্বাস) চল।

তর। ওকি! অমন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্লে যে?

রেণু। না বিশেষ কিছুনা—চল।

[ উভয়ের প্রস্থান।

(রামের প্রবেশ)

রাম। বিধাতঃ! নিরন্তর বেদপাঠে তোমার চিত্ত বিশুদ্ধ বুদ্ধি বিবেক সংমার্জ্জিত হয়েছে, তবে তুমি কেমন করে আমার অদৃষ্টে এই জঘন্য লিপি সম্বদ্ধ করলে? দিনদেব! চন্দ্রমা! পবনদেব! হুতাশন! তোমরাই বা কেমন করে এই জঘন্য ব্যাপার দর্শন করবে? পৃথিবি! তুমি মাতৃঘাতীকে কেমন করে বহন করবে? আর বৃথা ভেবেই বা কি হবে! আজ্ঞা প্রতিপালন করে—প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে, নদীজলে দেহ বিসর্জ্জন করি। না না—পিতা যে অমর বর দিয়েছেন, বিধাতঃ! আমার অদৃষ্টে সকল সুখ লিখেছ আর মৃত্যুটা লিখতে পারনি। এই যে স্নেহময়ী জননী এইদিকেই আসছেন। দয়া! তুমি দূর হও। স্নেহ! পৃথিবীতে তোমার স্থান নাই। মাতৃভক্তি! আজ হ'তে তুমি উৎসন্ন যাও, লোকে যেন তোমার নাম পর্য্যন্ত গ্রহণ করে না। মহাতপা জমদগ্নি পুত্র রাম আজ জগতে কীর্ত্তি-স্তম্ভ স্থাপন করবে। যা কেহ কখন মনেও কল্পনা করেনি, পিশাচের হৃদয়েও যে কথা কখন উঠেনি, হিংস্র পশুও যা কখন কর্ত্তে সাহসী হয়নি, তপস্বিকুলশিরোমণি জমদগ্নিপুত্র আজ সেই কাজ কর্ব্বে। ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ যম কুবের হুতাশন পৃথিবীস্থ সমস্ত জীব জন্তুগণ কে কোথায় আছ, সকলে দেখবে এস, এমন কাজ কেহ কখন দেখনি, ভবিষ্যতেও কেহ কখন

দেখতে পাবে না। আমার মত ক্ষণজন্মা পুরুষ জগতে কেহ জন্মায়নি, জন্মাবে না; আর না, আর বিলম্ব না, কোমলতা দূর হও, হৃদয় পাষাণ হও, কর্ণ বধির হও, চক্ষু অন্ধ হও।

( রেণুকার প্রবেশ )

রেণু। কেন বাবা! তোমার মুখ এত ম্লান কেন? চোখ দিয়ে জল পড়ছে কেন? কি হয়েছে! ঠাকুর কি কিছু বলেছেন?

রাম। মা! না না আর মাতৃ শব্দ কেন; দেবি! আমি তোমার পুত্র নই।

রেণু। সে কি কথা বাবা?

রাম। মা! না না দেবি! তোমার সম্মুখে তোমার যম দাঁড়িয়ে, আর কেন পুত্র ব'লে সম্বোধন কর?

রেণু। আহা বাছা আমার উন্মাদ হয়েছে?

রাম। না মা! না দেবি! উন্মাদ নয়, সেও ত সৌভাগ্যের কথা, উন্মাদে ত মাতৃহত্যা করে না, উন্মাদের ত বুদ্ধি থাকে না, আমি উন্মাদ নই। আমি আজ্ঞাবহ দাস।

রেণু। কি হয়েছে বাবা? স্পষ্ট করে বল।

রাম। কি বলবো, কি শুনবে, যা জগতে কেউ কখন শুনেনি, ত্রিভুবনে যে ঘটনা কখন ঘটেনি, অন্তকালে সেই কথা শুন; পিতার আদেশে তোমার সুপুত্র আজ তোমার মস্তকচ্ছেদ করতে এসেছে। মা! শুভক্ষণে আমায় প্রসব করেছিলে।

রেণু। অঁ্যা অঁ্যা, সে কি কথা!

রাম। এই কথা, প্রস্তুত হও। মরণকালে একবার

পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর। যদি তোমার আবার জন্ম প্রতিগ্রহ করতে হয়, যদি তোমার নারী জন্মগ্রহণ করতে হয়, তাহ'লে তুমি যেন বন্ধ্যা হও।

রেণু। বাবা!

রাম। না মা! আর অমন স্নেহ সম্বোধন করোনা, আর মিষ্টি কথা বলোনা। দেখ মা! আমি তোমার পায়ের দিকে চাইতে পাচ্চি না। কেন আমায় স্নেহময় কথা শোনাচ্চ, যদি আমি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে না পারি, যদি আমি আজ্ঞাপালন করতে না পারি—থাক।

রেণু। আচ্ছা আমার অপরাধ?

রাম। দেবি! অপরাধের কথা ত আমি জানিনা। আমি আজ্ঞা পালন করতে এসেছি।

রেণু। বাবা! আমি ক্ষত্রিয় কন্যা, মরণে ভয় করিনা। কিন্তু আমার বড় দুঃখ যে পুণ্যের আধার আমার স্বামী অকারণ স্ত্রীহত্যা পাপে লিপ্ত হলেন। ভাল তোমার কার্য্য তুমি সম্পন্ন কর; মৃত্যুকালে তোমায় আর কি আশীর্ব্বাদ করবো তুমি দিগ্বিজয়ী হও। একবার ঐদিকে চল, একটু সময় দাও, আমি একবার ভগবান একলিঙ্গকে প্রণাম করে আসি।

রাম। চল। [ উভয়ের প্রস্থান।

( তরলিকার প্রবেশ )

তর। এরা কোথায় গেল! এই কথা কচ্চিল এর মধ্যে কোথায় গেল! চলা ফেরা দেখে ভাল ব'লে ত বোধ হলো না ( নেপথ্যে দেখিয়া ) ওকি! কি হলো! কি সর্ব্বনাশ হলো!

[ প্রস্থান।

( রামের রক্তাক্ত হস্তে পুনঃ প্রবেশ। )

রাম। জীবনের প্রধান কার্য্য হলো! পিতৃ আজ্ঞা পালন হলো! প্রতিজ্ঞা রক্ষা হলো। আর বাকি কি! জগৎ! দেখ, ধর্ম্ম তুমি সাক্ষী, প্রতিজ্ঞাপালন করেছি। জগতে স্ত্রীলোক কে কোথায় আছ শোন! আর পুত্রের নাম রাম রাখবে কি! ওহো চারিদিকে আগুন। ( মূর্চ্ছা )

# তৃতীয় অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক

বন।

বিদূষক।

বিদূ। কি বিভ্রাট, দেখ একবার গেরোটা—ঘরে আমার দু' দুটো গৃহিণী, এতবড় রাজাটা আমার বন্ধু, আর আজ কিনা আমি অন্নাভাবে মারা যাই! সমস্ত দিনটা ঘুরে ঘুরেই কেটে গেল! কোথাকার হতভাগা বনে ঢুকলেম যে কেবল শাল গাছ, সেগুণ গাছ, অশ্বথ গাছ! দেদার পাতা দেদার কাঠ খাও! একটা হর্ত্তুকী বয়ড়াও দেখতে পাইনে! বামুনের কপাল—আবার তার উপর এই মুষলধারে বৃষ্টি! বাবা—এই ত শুনতে পাই জল অভাবে সব ধান শুকিয়ে গেল, এবার আর দেশের লোক খেতে পাচ্চেনা, সকলেই ত আমাদের রাজাকে গালাগাল দিচ্চে। কিন্তু বাবা আজ কি আমায় ভোগাবার জন্যে এই

রকম মেঘ জলের আড়ম্বর। পথে যে কাদা হয়েছে চলবার যো নাই। আ ম'লো! যা'—এটাও যা'—( পদস্খলন হইয়া পতন ) বাবা গো—মা গো—( রোদন )।

( কাঠুরিয়ার প্রবেশ )

কাঠু। কে তুমি?

বিদূ। আঁ্যা আমি—আমি—আমি।

কাঠু। তা'ত বুঝেছি তুমি—কোথায় থাক? তোমার নাম কি? এ বনের ভেতর কেন এয়েছ? কেন বসে বসে কাঁদছ?

বিদূ। বাবা অত কথার জবাব দেবার আমার শক্তি নাই। একটা করে বল জবাব দিচ্চি।

কাঠু। আচ্ছা—তুমি কোথায় থাক?

বিদূ। কেন বৃথা জিজ্ঞেস কচ্চো? ওটা আমার চেয়ে তুমি ভাল জান।

কাঠু। আমি কেমন ক'রে জান্‌ব।

বিদূ। এ বনটার কি নাম বাবা?

কাঠু। এটা কলিঞ্জর বন।

বিদূ। কি বল্লে বাবা কালের জ্বর! ঠিক বলেছ কালের জ্বরই বটে।

কাঠু। যাহ'ক, তোমার থাকা হয় কোথা?

বিদূ। আপাততঃ কালের জ্বরে।

কাঠু। আরে না না তা' নয় তোমার বাড়ী কোথা?

বিদূ। বাড়ী আমাদের দেশে—

কাঠু। এটা পাগল নাকি!

বিদূ। না বাবা ওটা ও রকম আগে ছিল না। শ্রীচরণ

দু'খানি বেশ চেপ্টাই ছিল তবে আজ এই হেঁটে হেঁটে ক্ষয়ে গিয়ে একটু গোল গোল গোছ হয়েছে। তা' দু'দিন ঘরে বসে নাইতে খেতেই সেরে যাবে, ওর জন্যে ভেবনা।

কাঠু। আচ্ছা ভাবুবো না, এখন তোমার নামটা কি বল দেখি শুনি ?

বিদূ। তুমি ত অতি বেল্লিক লোক দেখছি, খালি জিজ্ঞাসাই ত করচো একটা আমায় জিজ্ঞাসা করতে দাও।

কাঠু। ভাল তুমিই জিজ্ঞাসা কর।

বিদূ। হাঁ এস বাবা পথে এস। তোমার নামটি কি ?

কাঠু। আমার নাম বেঙ্কটনাথ।

বিদূ। আহা হা একেবারে মধু ঢেলে দিয়েছ, কি বল্লে বাবা, আর একবার বল ত, আহা এমন মোলায়েম নাম ত আর শুনতে পাবনা।

কাঠু। বেঙ্কটনাথ।

বিদূ। হাঁ বাবা, তোমার গর্ভধারিণী এ গালভরা নামটী কোথায় পেয়েছেন ? বাবা তোমার গর্ভধারিণীর কি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়াছিল, না হ'লে এমন মিষ্টি ব্যাকরণশুদ্ধ নাম কোথা পেলেন ?

কাঠু। দূর হ'—বেটা পাগলা দেখছি।

[ প্রস্থান।

বিদূ। আহা শোন হে—শোন, বাবা রাগ করতে কি আছে ? তোমায় বাবা বলছি, তোমার মা, আমার ঠানদিদি হ'লেন, তা একটু মস্করা করলামই বা। দূর বেটা বদ রসিক—যাক এখন করি কি ? আর একটু পরেই ত দেখছি বাঘ ভালুক

দেখা দেবে—যাই কোথা—এই যে আবার এক মূরদ দেখা দিয়েছে, এ যে দেখছি রাজবাটীর শান্ত্রী।

( দৌবারিকের প্রবেশ )

দৌবা। আপনি এখানে ?

বিদূ। আজ্ঞে হ্যাঁ! মহাশয় কোথা থেকে ?

দৌবা। মহারাজের আদেশে, আপনাকে খুঁজতে খুঁজতে এই বনের ভিতর ঢুকেছিলাম।

বিদূ। তবে যা ভেবেছিলাম তা নয়। মহারাজের আমার প্রতি বড়ই কৃপা। মহারাজ কোথা ?

দৌবা। এই বনের অপর পার্শ্বেই আছেন। আপনাকে খুঁজে না পেয়ে বড়ই ব্যাকুল হ'য়েছেন। আপনি শীঘ্র আসুন।

বিদূ। তারপর কথাগুলো কইলে ত ঝড় ব'য়ে গেল। আমি ত আর ঝড়ের মত ছুটতে পারিনি। যাক্, তুমি একা এয়েছ নাকি ?

দৌবা। আজ্ঞা অনেক লোক অনেক স্থানে পাঠিয়েছেন, আমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন তাই আমি আপনার দর্শন পেলেম।

বিদূ। হ্যাঁ তোমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। কিন্তু সম্প্রতি আমার যে বড়ই অপ্রসন্ন। না খেয়ে ত আমি এক পা'ও চলতে পারবো না।

দৌবা। আজ্ঞে খাবার দাবার ত সঙ্গে করে কিছু আনি নি।

বিদূ। আমিও ত না খেয়ে চলতে পারিনি। তোমরা কেমন তর লোক। অতব্যঃ। একটা ব্রাহ্মণের ছেলে সমস্ত দিন

অনাহারে রয়েছে হুঁস হয় না? ব্রহ্মহত্যার পাপ হ'বে সে'টা কি একবার ভেবেছিলে?

দোবা। আজ্ঞা তখন ত অতটা ভাবিনি—

বিদূ। রাজবাটীতে চাকরী কর এ বুদ্ধিটা হয় না? র'স। যেমন হয়েছেন রাজা তেমনি তাঁর মন্ত্রী। এই সকল নির্ব্বোধ লোক কি রাজসরকারে চাকরী করে? আমার অবকাশ মত একবার রাজার সঙ্গে দেখা ক'রে সব বেটাকে জবাব দেওয়াচ্ছি।

দোবা। আজ্ঞে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'য়ে সেটা ত প্রত্যাশা করিনি।

বিদূ। কি বল্লি আমি তবে মরিচি? আমার ছু'ছুটো ব্রাহ্মণী বিধবা হবে জানিস? পাজি বেটা! ছুঁচো বেটা! বেল্লিক বেটা! যা না তা বেটা! আর কত কি বেটা! এখনি রাজার কাছে ব'লে দিচ্চি বেটা! বেটা! বেটা! বেটা! বেটাক বেটা তিনশ একুশ।

দোবা। আমার অপরাধ হয়েছে মাপ করুন। এখন আসুন আপনাকে আমি কাঁধে করে নে যাচ্ছি। আপনার হাঁটতে হবে না।

বিদূ। হাঁ বাবা! এই কথাটা বুদ্ধিমানের মত বলেছ। তোমার চাকরী বাহাল। তাই নাও কাঁধে করে নাও। জয় জয়কার হ'ক। কিন্তু রও। (স্বগত) বেটার মতলব বুঝতে পাচ্ছিনা, আপাতক কাঁধে তুলে খানিকদূর নিয়ে গিয়ে, ফেলে দিয়ে বেটা হাড়গোড় ভাঙ্গা তালব্য শ করে দেবে না ত? (প্রকাশ্যে) নাহে বাপু না হ'ল না। তোমায় আর অনর্থক

কষ্টটা দেব না। তোমার ভক্তিতেই তুষ্ট হয়েছি। চল আস্তে আস্তে হেঁটে যাচ্ছি। আর কতটুকুই বা পথ? সকাল থেকে বিশ ত্রিশ ক্রোশ ত হয়েছে আর বড় জোর নয় ১০।১২ ক্রোশ হ'বে।

দোবা। আজ্ঞে নানা এত নয়। খুব নিকট, পোয়াটাক্ বৈ নয়।

বিদূ। আর বাবা পোয়াটাক্ই হ'ক আর সের তিনেক্ই হ'ক চল। আজ অদৃষ্টে একটা ফেসাত আছে দেখছি।

[ উভয়ের প্রস্থান।

---

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

### বন-প্রান্তে কুটীর।

( সুমতির প্রবেশ। )

সুম। কি অদৃষ্ট করেই আমি এয়েছিলাম। নিজের সব গেছে; অন্নদাতা প্রভুর সর্ব্বস্বান্ত হ'য়েছে। এখন এক পাগল নিয়ে ত বিব্রত হয়ে পড়েছি। ফেলে রেখেও ত যেতে পারিনি। আর যাই বা কোথায়? যেখানে যাব সেইখানেই ত কার্ত্ত-বীর্য্যের চর আছে। আহা! যাকে এত যত্ন করে যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে আনলুম, কার্ত্তবীর্য্যের পদাঘাতে তখনি গর্ভস্রাব হ'ল, তা'রপর যে যত্ন যে সেবা ক'রে তাঁকে বাঁচালাম, রাতদিন গ্রাহ্য করিনি, আহার নিদ্রা মনে করিনি, আজ কেমন করে সেই মহাশ্বেতাকে এই উন্মাদ অবস্থায় একলা বনের মধ্যে ফেলে রেখে চলে যাব? এখন মরতেও ইচ্ছা যায় না। ওঃ

বেলা প্রায় অবসান। যাই দেখি যদি কিছু ফল পাড়তে পারি, যদি কোন রকম ক'রে কিছু খাওয়াতে পারি! আজ তিন দিন ত পেটে একটু জলও যায়নি।

[ প্রস্থান।

( গীত গাইতে গাইতে মহাশ্বেতার প্রবেশ। )

মহা।— ( গীত )

কাল মাগীর কাল চুল ভূঁয়ে পড়েছে।
স্বামীর বুকে পা দুখানি তুলে দিয়েছে॥
গলা থেকে মুণ্ড মালা ঝুলে পড়েছে।
খাঁড়া তুলে আমায় বুঝি কাটতে এসেছে॥
চারদিকে তার শেয়াল শকুন ঘিরে রয়েছে।
ন্যাংটা হ'য়ে শ্মশানেতে ছুটে চলেছে॥

বেটীর চেহারা দেখ। যেমন আকৃতি তেমনি প্রকৃতি। বুড়ো মাগী একটু লজ্জা নাই। আবার ডানদিকের ওপর হাতখানা উঁচু করে রয়েছে। যা' সরে যা'। বেটীর ত মুরদ বড়। আবার আশীর্ব্বাদ করতে এয়েছে। ও কে? ও হাতে কার মুণ্ড? কার্ত্তবীর্য্যের না? ( বিকট হাস্য ) কেমন হয়েছে। প্রতিশোধ হয়েছে ত। প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা!

( পতন ও মূর্চ্ছা। )

সুম। ( প্রবেশ করিয়া ) যা' ভেবেছি তাই। যাই ধরে নিয়ে আবার কুটীরে যাই।

মহা। ( হঠাৎ উঠিয়া ) কেও; কার্ত্তবীর্য্য? এততেও তোমার সাধ মিটেনি? আমার স্বামীকে খুন করেছ; আমার

ছেলের মত প্রজাগণকে হত্যা করেছ; সৈন্যের রক্তে সাকেতপুরে নদী বইয়ে দিয়েছ; আমাকে ভিখিরী করেছ; তাতেও তোমার সাধ মিটেনি; তাই আমার শ্বশুরের বংশধর আমার এই ননীর পুতুলটীকে কেড়ে নিতে এয়েছ? একেও কি খুন করবে নাকি? আমি দেব না দেব না। তুই দূর হ', দূর হ'। (পতন ও মূর্চ্ছা।)

সুম। মা কোথায় কার্ত্তবীর্য্য? সে ত এখানে নাই। এ যে আমি। আমি তোমার ছেলে সুমতি।

মহা। (উঠিয়া) এখন কি আর অন্য মতি গতি আছে? এখন মতি গতি কেবল প্রতিহিংসা। ঐ দেখ আমার ছেলে কেড়ে নিতে এয়েছে। দাঁড়া আমি রাজার কাছে পালিয়ে যাই, তাঁর কোলে ছেড়ে দিইগে। তা হ'লে তুই ত কেড়ে নিতে পারবিনি। বেশ হয়েছে, এবার ধর্ দিকিনি?

(দ্রুত পলায়ন।)

সুম। দেখি আবার কোথায় যায়। জলে ফলে ঝাঁপ দেবে! হা ভগবান্! আমার অদৃষ্টে এতও লিখেছিলে।

[প্রস্থান।

# তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

## আশ্রম পার্শ্ব।

কার্ত্তবীর্য্য।

কার্ত্ত। কেন আজ এরকমটা হচ্ছে? যে দিক্ দেখি সেই দিকেই বিঘ্ন। অনুযাত্রিকদের ত অনেক কষ্টে পেলেম, সৈন্য

সামন্ত যে কে কোথায়! তার ত কিছু সন্ধান পেলেম না। বসন্তককে পেলেও কিঞ্চিৎ তৃপ্ত হতেম, তার সঙ্গে সরল আলাপ করলেও মনটা কিছু ঠাণ্ডা হ'ত। তা সে ব্রাহ্মণ যে কোথা গেল তার ত কোন সন্ধান পেলেম না, এদিকেও ত বেলা যায়। চার্‌দিকে লোক পাঠালাম, কেউ ত কোন খবর আন্‌তে পাল্লেনা, বাঘ ভালুকে খেলে বা? আহা! বেচারা ভাল মানুষ। তাকে সঙ্গে না নিয়েই বা বাটী যাই কেমন ক'রে। ঐ সরোবর তীরে গিয়ে একটু বসি।

[ প্রস্থান।

( রাম ও গালবের প্রবেশ।)

গাল। ভাই রাম জগতের গতিই এই। নিয়তিচক্র কে অতি-ক্রম কর্ত্তে পারে? বিধাতার চক্র পরিবর্ত্তনে ভগবানকেও এক দিন বরাহরূপ ধারণ কর্ত্তে হয়েছিল, তুমি আমি কোন ছার। অদৃষ্টে যা ছিল ঘটে গেছে। ভেবে কি করবে বল! আর তুমি ত আত্ম ইচ্ছায় এ কার্য্য করনি। কেন বৃথা নিরন্তর শোক করে আপনার শরীর নাশ কর? যতই ভাববে ততই মন ব্যাকুল হবে। শরীর অস্বচ্ছন্দ হবে!

রাম। দেখ ভাই! বুঝি সব। কিন্তু যখন আমার মার সেই মুখখানি মনে পড়ে, ক্রোধে ক্ষোভে লজ্জায় অভিমানে দুঃখে শুষ্ক মার সেই মুখখানি যখন ভাবি, তখন যে প্রাণের ভিতর কি হয়, তা যদি পিতা একবার মনেও ভাবতেন, তা'হলে বোধ হয় আমার এ যন্ত্রণা হ'তো না।

গাল। তার আর কি করবে বল? উপায়ত নাই। ধৈর্য্য অবলম্বন কর।

রাম। ধৈর্য্য? ধৈর্য্যের বাকি কি? আবার ধৈর্য্য কা'রে বলে? সেই জগদ্বিখ্যাত অদৃষ্টচর অশ্রুতপূর্ব্ব কার্য্য কতদিন হ'ল হয়ে গেছে, রেণুকার নাম জগৎ সংসার থেকে লুপ্ত হয়েছে; কিন্তু আমার ত কিছুই হয়নি। আমি যে রাম সেই রামই আছি। আমার চোখেও জল নাই মুখেও হা হুতাশ নাই। আবার আহার কচ্ছি, আবার নিদ্রাও যাচ্ছি, পিতার অনুমতি মতে আবার তপস্যাতেও নিযুক্ত হচ্ছি, তবে আবার ধৈর্য্য কা'র নাম?

গাল। চল চল স্নান করবে চল। অভিষেকের সময় হয়েছে।

রাম। যা'র মাতৃরক্তে অভিষেক হয়েছে, তীর্থজলে অভিষেকে তার কি হবে?

গাল। আহা স্নান ক'রে কতকটা শরীর ঠাণ্ডা হ'বে এখন।

রাম। স্নান কল্লে বাহিরে ঠাণ্ডা হয়, কিন্তু ভেতরের কি ঠাউরেছ? ভেতর যে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কোথায় স্নান কল্লে সে আগুণ নিবেব?

গাল। চল চল স্নান করিগে?

রাম। চল।

[ উভয়ের প্রস্থান।

( বিদূষক ও দৌবারিকের প্রবেশ।)

বিদূ। বাপু! পোয়াটাক্ বলে ত সাড়ে সাতাশপোয়া নিয়ে এয়েছ। কি মতলবটা বল দেখি? তোমাদের দেশের পোয়ার মাপটা আমায় দেখাতে পার? আর ক' পোয়া আছে তোমার?

দৌবা। আজ্ঞে এই এসে পড়েছি আর কি?

বিদূ। সে ত অনেকক্ষণই পড়ছো গো—

দৌবা। আর একটুখানি যেতে হবে।

বিদূ। আর একটুখানি গেলেই ত যমের বাড়ী পৌছন যায়। তা বাপু তোমার সক থাকে তুমিই যাও; আমার যম রাজের সঙ্গে তাদৃশ আলাপ পরিচয় নাই। তোমার গুষ্টিবর্গ সঙ্গে নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করগে। আমি ত আর বাপু একপাও নড়চি না। তোমার একপোয়াই হ'ক আর তিন ছটাক সাত কাঁচ্চাই হ'ক, শর্ম্মা আর নড়চেন না, ইচ্ছা হয় তোমাদের রাজাকে এখানে ডেকে নিয়ে এস! কেন এই বা কি কথা? আমি বামুনের ছেলে এতটা পথ তা'র জন্য হেঁটে আস্‌তে পারলেম, আর তিনি এইটুকু হেঁটে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারেন না? ওঃ রাজচক্রবর্ত্তী আর কি?

দৌবা। আজ্ঞে তিনি চক্রবর্ত্তী না ত চক্রবর্ত্তী কে?

বিদূ। রাখ্ তোর চক্রবর্ত্তী। চক্রবর্ত্তী কখন বামুনকে খুন করে? ব্রহ্মহত্যা কর্‌তে বসেছেন আবার চক্রবর্ত্তী। চণ্ডাল! চণ্ডাল!!

(রাজার প্রবেশ।)

কার্ত্ত। কে হে? চণ্ডাল কে হে?

বিদূ। ও বাবা! (জিভ কাটিয়া) সামনেই যে। আজ্ঞে মহারাজ? এই আমাদের ঘরাও আপোষে দুটো কথা হচ্ছিল।

কার্ত্ত। সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে বড় কষ্ট হয়েছে, আছ কেমন?

বিদূ। পরিপাটী। সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর; তবে কেবল পায়ের

আঙ্গুল কটি গেছে আর পেটের ভিতরকার নাড়ী ভুঁড়িগুলো নাই।

কার্ত্ত। আঙ্গুল কটি গেছে কি রকম?

বিদূ। হেঁটে হেঁটে। আমার আঙ্গুল কি এই রকম দেখেছিলেন? ভাগ্যবানের আঙ্গুল কি এই রকম? এই এত বড় ছিল? (হস্তদ্বারা দর্শান) প্রায় বার আনা রকম সাবাড় হয়েছে।

কার্ত্ত। কেন আঙ্গুলগুলি ত ঠিক আছে।

বিদূ। রাজবুদ্ধিতে ঐ রকম দেখায় বটে। বলি আমার আঙ্গুল আমি জানিনা আর আপনি জানেন; আমার নিজ হাতে মাপা। একটি একটি আঙ্গুল সওয়া হাত ক'রেছিল!

কার্ত্ত। তা বেশ পেটের নাড়ী ভুঁড়ি কি হ'ল?

বিদূ। জঠরানল গ্রাস করেছে।

কার্ত্ত। নাও এখন চল।

বিদূ। কোন্ চুলোয় যাব! আর কি নড়বার চড়বার শক্তি আছে?

কার্ত্ত। চল আহারাদির আয়োজন ত কর্ত্তে হবে।

বিদূ। হ্যাঃ। তাতে আমার আপত্তি নাই। উঠুন না, চলুন। ও আবার কে দু'জন আসে? রসুন দাঁড়ান মহারাজ! দুটো ঋষি গোছ দেখছি যে।

(রাম ও গালবের প্রবেশ।)

(রাজার প্রণাম।)

রাম। মনোভীষ্ট সিদ্ধিরস্তু।

গাল। কে আপনারা? কি প্রয়োজনে এ নির্জ্জন বনে এসেছেন?

বিদূ। আমার নাম শ্রীমান্ বসন্তক শর্ম্মা, একজন মহা-ব্রাহ্মণ, আর ইনি আমারই সহচর হৈহয় বংশসম্ভূত রাজ চক্রবর্ত্তী শ্রী কার্ত্তবীর্য্য। ক্ষত্রিয় আর কি বুঝতে পাচ্ছেন না?

রাম। আজ তপোবন পবিত্র হলো, আজ আশ্রমবাসীরা কৃতার্থ হলো।

বিদূ। তা আমার পায়ের ধূলায় তা হ'তে পারে।

রাম। অনুগ্রহ ক'রে তপোবনে প্রবেশ করে অতিথি সৎকার গ্রহণ করুন।

কার্ত্ত। কোন্ ঋষিপুঙ্গব এই আশ্রম পবিত্র ক'রে আছেন!

রাম। মহাপ্রভাবশালী তপোধন জমদগ্নির নাম শ্রবণ করেছেন কি? তিনিই এই আশ্রমের অধিপতি।

কার্ত্ত। চল বসন্তক! মহর্ষির পদ বন্দনা করে জীবন সার্থক ও দেহ পবিত্র করে আসি।

বিদূ। সৎকারের কথা কি বল্‌ছিলেন?

রাম: অতিথি সৎকার তপস্বীর প্রধান ধর্ম্ম। আপনাদের সৎকার না করে ত ছেড়ে দেব না।

বিদূ। (জনান্তিকে) ও মহারাজ! সৎকার কি বলে? পোড়াবে না কি?

কার্ত্ত। (জনান্তিকে) সেবা শুশ্রূষা করবে; সমস্ত দিন ক্লান্ত হয়েছ আহারাদি করিয়ে শ্রান্তি দূর করাবে।

বিদূ। বটে বটে তবে আর বিলম্ব কচ্ছেন কেন? কি জান ঠাকুর আমি একটু কানে খাঁকতি আছি। চলুন চলুন।

রাম। আজ আমাদের ধর্ম্মচর্য্যা সফল হ'ল। এইদিকে আসুন।

[ সকলের প্রস্থান।

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

### কক্ষ।

পত্রলেখা ও সুনন্দা।

পত্র। দেবি! তুমি কেন এত কাতর হয়েছ? দিনের পর আবার রাত্রি আসে আবার কুমুদিনীর সঙ্গে চন্দ্রের মিলন হয়। যেথানে বিরহ সেইথানেই মিলন? কেন এত কাতর হও? শীঘ্রই মহারাজ ফিরে আসবেন। অত ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে অত চখের জল ফেলে কেন অমঙ্গল কর?

সুন। তা নয় পত্রলেখা তা নয়। সতীর স্বামী বিরহে অবশ্য কষ্ট হয় বইকি, কিন্তু সেজন্য আমি এত কাতর হইনি। আজ এক ঘটনা দেখে আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে।

পত্র। কি কি! আজ আবার কি হয়েছে।

সুন। রাজ্য মধ্যে দুর্ভিক্ষ হয়েছে তাত শুনেছ। মহারাজ দেশান্তরে উল্লাসে যুদ্ধ জয় কচ্ছেন, আর এদিকে প্রজাবর্গ অনাহারে প্রাণত্যাগ কচ্ছে। আজ প্রজাবর্গ আমার সামনে এসে যে রকম বিলাপ কর্ত্তে লাগলো, তা'দের যে রকম শরীরের অবস্থা দেখলাম, তাতে আমার বুক ফেটে গেছে। তারাও মানুষ আমিও মানুষ। অন্নাভাবে কেহবা পুত্র কন্যা বিক্রয় কচ্ছে, কেহবা গাছের পাতা খাচ্ছে। কেহবা অনাহারে

মারা পড়ছে। আর তাদের রাজরাণী আমি অনায়াসে চব্য চোষ্য আহার কচ্ছি। তাদেরি অর্থে আমার এই আহারের পরিপাটী হচ্ছে! আর অর্থাভাবে অনাহারে তারা মারা যাচ্ছে। জগতের কি বিচিত্র নিয়ম। মহারাজ বাটী নাই, পুণ্ডরীক আমার বালক, কাকে এ কথা বলবো, কাকে এ দুঃখ জানাব! শোকে, দুঃখে, মনস্তাপে, লজ্জায়, আমার মনে যে কি ভাবের উদয় হচ্চে তা আমি তোমায় কি বোঝাব।

পত্র। তা এ দুর্ভিক্ষের কথা এতদিন শুননি?

সুন। কে আমায় ব'লবে? শুনলাম প্রজারা যখন এয়েছে, তখনি মহারাজ দেশান্তরে বলে অমাত্যেরা বিদায় করে দিয়েছে। আজ তারা মানের ভয় প্রাণের ভয় পরিত্যাগ করে আমার কাছ পর্য্যন্ত এয়েছিল, তাই সংবাদ পেলেম।

পত্র। অন্নপূর্ণা দেখে তাদের অন্নের সংস্থান হলো?

সুন। আমি যদি অন্নপূর্ণা হ'ব তা হ'লে আমার সন্তানেরা অন্নাভাবে কষ্ট পায়? আর তারা এতদিন কষ্ট পাচ্ছে, এ খবর আমি পেলেম না?

(পুণ্ডরীকের প্রবেশ।)

পুণ্ড। মা! পিতার কিছু সংবাদ এসেছে? তিনি কবে আসবেন?

সুন। না বাবা। এখনও কোন সংবাদ পাইনি। কেন এ কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছো?

পুণ্ড। মা! একটা সংবাদ তুমি পেয়েছ কি!

সুন। কি সংবাদ?

পুণ্ড। শুন্‌লাম দেশে দুর্ভিক্ষ হয়েছে আমাদের প্রজারা অন্নাভাবে মারা যাচ্ছে। দুর্ভিক্ষ কি মা?

পত্র। রাজকুমার! দুর্ভিক্ষ কি জাননা! আহা তা আর তোমার জেনে কাজ নাই।

পুণ্ড। মা! দুর্ভিক্ষ মানে না খেতে পাওয়া ত! কৈ আমরা ত বেশ খেতে পাচ্ছি, তবে আমাদের প্রজারা খেতে পায়না কেন?

সুন। বাবা! স্থির হও। মহারাজ দেশে ফিরে এলেই সব শান্তি হবে।

পুণ্ড। ততদিন প্রজারা না খেয়ে কেমন করে বাঁচবে?

সুন। না বাবা আমি এতদিন সংবাদ পাই নাই, আজ সংবাদ পেলেম আজই তা'র প্রতিবিধান করেছি।

পুণ্ড। কি করেছ?

সুন। রাজভাণ্ডার খুলে দিয়েছি। যা'র যা প্রয়োজন সেই মত আহারীয় দ্রব্য দিতে অনুমতি দিয়েছি।

পুণ্ড। ভাল মা! আমাদের রাজ্যে এমন দুর্ভিক্ষ হলো কেন? আচার্য্যের মুখে শুনেছিলাম, রাজার দোষ হ'লে রাজ্যে দুর্ভিক্ষ হয়? হ্যাঁ মা! পিতার দোষে কি এইটা হয়েছে? পিতার কি দোষ হয়েছে?

সুন। বাবা এ দেবচরিত্র, এ কে বুঝতে পারবে!

পুণ্ড। হ্যাঁ! বুঝেছি। আচ্ছা পিতা আগে রাজ্যে ফিরে আসুন, তারপর সে কথা হবে।

[ প্রস্থান।

সুন। পত্রলেখা! বাছা আমার রাগ করে গেল, দেখ কোথায় যায়।

[ পত্রলেখার প্রস্থান।

সুন। জগদীশ্বর! স্ত্রীলোক বুদ্ধিহীন, সুতরাং পদে পদে তোমার পদে অপরাধী। কিসে কি হয় জানিনা, বুঝিনা, বুঝতেও চাইনা। মহারাজের ত কোন দোষ নাই, তবে তাঁর রাজ্যে এ উৎপীড়ন কেন? অনাথ বন্ধু! দীননাথ! আমার প্রজাবর্গকে সুখে রাখ, দুর্ভিক্ষ দমন করে দাও। আমার মনে শান্তি দাও।

[ প্রস্থান।

## পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

### আশ্রম।

কার্ত্তবীর্য্য ও বিদূষক।

বিদূ। (উদ্গার করিয়া) মহারাজ! রাগ করবেন না; সত্যি কথা বলতে কি, এমন ধারা আহারটা রাজবাড়ীতেও কখন ঘটেনি। বাপ! তর বেতর, যে যত চায়? রাজবাটীতেও ত দেখা গেছে ভাল জিনিষ হ'লে ঠাকুরের প্রসাদের মত পাতে একটু ছুঁইয়ে দিয়েই পালায়। এ পরিবেশনী বেটারা পাতের কাছ থেকে নড়েনা। একেবারে ছেঁকা বেকা করে ধরে।

কার্ত্ত। তুমি কি বক্‌চো। তুমি ভিতরের ভাব ত বুঝতে পাচ্ছনা?

বিদূ। আজ্ঞে ভেতরের দরকার কি? উপরে ত বেশ বুঝতে পাচ্ছি। হাত পাঁচ ছয় ঠেলে বেরিয়েছে। স্ত্রীলোকের সতর মাস গর্ভতেও এমনটা হয় না। আচ্ছা মহারাজ মুনিরা কি ব্রহ্মহত্যার ভয় পায়না?

কার্ত্ত। ও সব থাক এখন কাজের কথা ভাব।

বিদূ। ভাবতে হয় আপনি ভাবুন। আমার পেটে ভাববারও জায়গা নাই। লোকে বলে আকণ্ঠা, আমার আঠোঁট হয়েছে।

(জমদগ্নির প্রবেশ।)

জম। মহারাজের দর্শন লাভ অল্প পুণ্যে হয় না। আপনি যে কৃপা করে আমার অতিথি সৎকার গ্রহণ কল্লেন, তাতেই আমি কৃতার্থ হয়েছি। আপনার অনুযাত্রিকেরা সকলেই ক্লান্ত। যদি অন্য কার্য্যের অতিপাত না হয়, তা হ'লে আমার মতে এখানে আর একদিন বিশ্রাম করে গেলে ভাল হয়।

বিদূ। কোন কার্য্যের অতিপাত নাই। একদিন কেন, দু'এক বছর এখানে থাকলে কোন কাজের ক্ষতি হবে না। (উদ্গার)

কার্ত্ত। তপোধন! আপনার সৎকারে পরম পরিতৃপ্ত হয়েছি। আপনার মত ঋষি যখন আমার রাজ্যে বাস করেন, তখন আমার কিসের অভাব? রাজকুলে আমিই ধন্য, এ যে কতকাল কঠোর তপস্যার ফল, তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য, মনুষ্য-বুদ্ধির অতীত।

জম। না,মহারাজ! এ তপস্যার ফল নয়।

কার্ত্ত। অ্যাঁ কি বল্লেন, তপস্যার ফল নয়? একি আপনার সঞ্চিত ধন? এত ধন সামগ্রী কোথায় পেলেন?

জম। না মহারাজ তপস্যার ফলও নয়, সঞ্চিত ধনও নয়; পাটলা নামে আমার এক কামধেনু আছে তাহার প্রভাবে আমি আপনাদের সৎকার করতে সমর্থ হয়েছি।

বিদূ। কথাটা কি হলো কামধেনু! অ্যাঃ ছ্যাঃ গোরু গোরু আমাদের খাওয়ালে!

কার্ত্ত। চুপ কর। কামধেনুর প্রভাব কিরূপ?

জম। এই কামধেনুর প্রভাবে, যখন যা' চাই, তখন তা' পাই। যে স্থানে এই কামধেনুর বাস, সেখানে দুর্ভিক্ষ অকাল-মৃত্যু, রোগ, কিছুই থাকে না।

কার্ত্ত। তপোধন! রাজমুকুট তোমার পদে দিলাম। রাজচিহ্ন খড়্গ তোমার চরণপাশ্বে সমর্পণ করিলাম। কৃপা করে আমার ধেনুটী দিন।

জম। সে কি কথা! মহারাজ কি আজ্ঞা করছেন! আমি কিরীটের বিনিময়ে ধেনু বিক্রয় কর্ব্বো?

কার্ত্ত। ভাল! বিক্রয় না করেন দান করুন।

জম। আপনি ত দানের পাত্র নন।

কার্ত্ত। বটে, আমার ভুল হয়েছে। এই বসন্তক ত ব্রাহ্মণ, দানের সুযোগ্য পাত্র, ইহাকেই দান করুন।

জম। মহারাজ পাটলা আমার জননীস্বরূপা। আমি একটা হস্তচ্ছেদ করে দিতে পারি তবু পাটলাকে দিতে পার্ব্বোনা। আপনার ধনরত্নের কি প্রয়োজন বলুন। আমি এই পাটলার প্রভাবে আপনাকে সমস্তই দিতে পারবো। কিন্তু বিনয় করি ক্ষমা করুন। ও কথা আর বলবেন না। আমার প্রাণে বড় ব্যথা লাগে। আমি পাটলাকে দিতে পারিনা।

কার্ত্ত। দেখুন আমরা ক্ষত্রিয় সন্তান। সহজেই আমাদের ক্রোধোদয় হয়। আমার ক্রোধোদয়ে আপনার লাভ নাই। পাটলার পরিবর্ত্তে আপনাকে একলক্ষ ধেনুদানে প্রস্তুত আছি। অধিক কি অর্দ্ধ রাজ্য দিতেও প্রস্তুত আছি। আমায় ধেনুটী দিন।

জম। মহারাজ। কেন আমার মর্ম্মান্তিক কচ্ছেন? আমি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত আছি। পাটলাকে দিতে পার্ব্বোনা।

কার্ত্ত। শোন ব্রাহ্মণ! আমি এখনও তোমার মঙ্গল বলছি। ধেনুটী আমার চাই, সহজে না দাও, বলপূর্ব্বক গ্রহণ করবো।

জম। মহারাজ! দুর্ব্বল রক্ষাই রাজধর্ম্ম। আপনি রক্ষক। আপনি রক্ষা কর্ব্বেন, না আপনি অপহরণে উদ্যত? ক্ষমা করুন। পাটলার আশা পরিত্যাগ করুন। লোভ সম্বরণ করুন। ব্রাহ্মণকে পীড়া দেওয়া, দুর্ব্বলের ধন অপহরণ করা, আপনার ন্যায় রাজার কি কর্ত্তব্য?

কার্ত্ত। শোন শেষ কথা! আমায় পাটলা দান ক'রে আমার সহিত সখ্য স্থাপন কর, সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর একেশ্বর, হৈহয়বংশসম্ভূত, মহারাজাধিরাজ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন আপনার ন্যায় দরিদ্র পর্ণকুটীর বাসী ব্রাহ্মণের সখ্য কামনা কচ্ছে। এর চেয়ে আপনার শ্লাঘ্য আর কি আছে! ব্রাহ্মণ স্বভাবতঃ অল্পবুদ্ধি। একমুহূর্ত্ত সময় দিচ্ছি, আপনি ভাল করে বিবেচনা করে দেখুন আপনার কি কর্ত্তব্য। আর এটাও জানবেন, যে কোন উপায়ে হ'ক আমায় ধেনু লাভ কর্ত্তেই

হবে। পাটলা আপনার ন্যায় দরিদ্র ব্রাহ্মণের জন্য সৃষ্ট হয় নাই। আমার প্রাসাদই পাটলার উপযুক্ত স্থান।

জম। মহারাজ! আমার এক মুহূর্ত্ত সময়েরও প্রয়োজন নাই, আমার পূর্ব্ব হ'তেই বিবেচনা করা আছে, আমার প্রাণ পর্য্যন্ত পণ আমি পাটলাকে পরিত্যাগ করতে পার্ব্বোনা।

কার্ত্ত। আমারও প্রতিজ্ঞা শোন। পাটলার নিমিত্ত ব্রহ্ম হত্যাতেও পশ্চাৎপদ হ'ব না।

জম। কি! এত বড় স্পর্দ্ধা! পাষণ্ড! রাজকুলকলঙ্ক! ব্রহ্মহত্যা? রাজা হয়ে আমায় ভয় দেখাতে এয়েছ? আমি কি তপস্যা করিনি? আমার তপস্যার কি প্রভাব নাই? আবশ্যক হ'লে তোর মত রাজাকে সবংশে ধ্বংস করতে পারি এখনও বুদ্ধি স্থির কর্।

কার্ত্ত। ভণ্ড তপস্বি! পাষণ্ড! এই বুদ্ধি স্থির কর্লাম

( অস্ত্রাঘাত )

জম। ( পতন )

কার্ত্ত। এস বসন্তক! চল পাটলা লয়ে প্রস্থান করি।

[ উভয়ের প্রস্থান।

জম। প্রাণ যায়! প্রাণ যায়! কোথা, এ সময় রাম কোথা!

( রামের প্রবেশ। )

রাম। এ কি! পিতা এ কি?

জম। বৎস রাম! তোমার মত পুত্র বহু পুণ্যে পাওয়া যায়। আমার আজ্ঞায় তুমি মাতৃ-হত্যা করেছ। আমার শেষ কথাটী রেখ। পত্নী-হত্যা করেছিলাম তাই অপঘাতে মৃত্যু

হলো। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন আমার এই দশা কল্লে। তুমি সুপুত্র, পিতার শেষ আজ্ঞা পালন ক'রো, ক্ষত্রিয় নাম যেন পৃথিবী থেকে লোপ হয়। সর্ব্বাগ্রে সবংশে কার্ত্তবীর্য্যকে হত্যা ক'রো। প্রতিহিংসা তোমার মূলমন্ত্র। (মৃত্যু)

(মহাশ্বেতার প্রবেশ।)

মহা। প্রতিহিংসা মূলমন্ত্র। প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা!! প্রতিহিংসা!!! কার্ত্তবীর্য্য! ব্রহ্মহত্যা করেছ, আর এক সিঁড়ি উঠেছ। আর দেরি নাই। আহা সে দিন কবে হবে? কবে সবংশে কার্ত্তবীর্য্য মরবে? কবে হৈহয়কুল নির্ম্মূল হবে? সুনন্দা আমার মতন পথে পথে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে? (বিকট হাস্য) প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা!! প্রতিহিংসা!!!

রাম। সব ফুরাল, সব শেষ হলো, যাঁর আজ্ঞা পালনের জন্য ত্রিলোকবিগর্হিত মহাপাপ সঞ্চয় কর্ত্তে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইনি, অম্লান বদনে, অক্ষুব্ধচিত্তে গর্ভধারিণীর শিরশ্ছেদ করেছি, সেই পিতার আজ তস্কর হস্তে অপঘাত মৃত্যু! এই বুঝি ধর্ম্মের ফল—কঠোর তপস্যার পরিণাম! এখন শাস্ত্রকারেরা কোথায়? এস একবার দেখে যাও, তোমাদের বচন প্রতি পংক্তিতে অক্ষরে অক্ষরে ফলছে! ধর্ম্মানুষ্ঠানে পুণ্য সঞ্চয় হয় তার জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখ! থাক্ থাক্ আর ধর্ম্ম কর্ম্ম কেন? ধর্ম্ম তুমি দূর হও—তপস্যা তুমি রসাতলে যাও,—আমার এই পর্য্যন্ত! ধর্ম্ম, তপস্যা, ব্রত, যজ্ঞ, হোম, সন্ধ্যা, আহ্নিক এই পর্য্যন্ত! পিতা! স্বর্গ থেকে শোন, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, যম, কুবের, হুতাশন, শিব, ব্রহ্মা, বাসুকি, স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, রসাতলে, গোলোকে,

ভূলোকে, ভুবর্লোকে কে কোথায় আছ সকলে শোন—জমদগ্নিপুত্র "রামের" প্রতিজ্ঞা শোন! যে দুরাত্মা আমার জগতের প্রত্যক্ষ দেবতাকে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন কোরে হত্যা কল্লে, তাকে স্বহস্তে সবংশে হত্যা কর্ব্বো—পৃথিবী হোতে ক্ষত্রিয় নাম লোপ কর্ব্বো—সেই দুরাত্মা ক্ষত্রিয়রাজের রক্তে পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে গিয়ে পিতৃলোকের তর্পণ কর্ব্বো! না পারি মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন, বিশ্বাসঘাতক, গুরুপত্নীগামীরা যে নরকে যায়, আমার যেন সেই নরকে অনন্ত অসংখ্য অগণ্য কাল বাস হয়;—

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ ॥

এই শ্লোক এখন আমার মূলমন্ত্র, প্রতিশোধ, প্রতিহিংসা, প্রতিজিঘাংসা একমাত্র অবলম্বন। মা! তুমি রত্নগর্ভা, সার্থক পুত্ররত্ন গর্ভে ধারণ করেছিলে।

# চতুর্থ অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজা ও মন্ত্রী।

রাজা। মন্ত্রিবর। কেন বল দেখি সেই দিন থেকে শান্তি আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে। বসন্তক ব্রাহ্মণও আর তেমন সর্ব্বদা আমার কাছে আসে না। তার সঙ্গে দু'টা কথা কইলেও কতক তৃপ্তি লাভ কর্ত্তে পার্ত্তেম। রাজকার্য্য ক্রমেই নীরস বোধ হয়ে উঠছে।

মন্ত্রী। মহারাজ! শাস্তি ত আপনার মনে—মনে কল্লেই শাস্তি আনতে পারেন। আরও একটা কথা আছে, আপনার স্বভাব স্বতই অতি পবিত্র; সামান্য একটা দুষ্কর্ম্ম করলে ঘোরতর পাপীর হৃদয়েও কালক্রমে অনুতাপ আসে। আর আপনি অত বিশুদ্ধ স্বভাব হয়ে যখন এতবড় একটা মহাপাপ করেছেন, তখন একটু আর অনুতাপ হবে না।

রাজা। সেটা বিশেষ দুষ্কর্ম্ম বলে এখনও আমার বোধ হচ্চে না। তোমরা সর্ব্বদাই ঐ কথা বলে থাক বটে, কিন্তু ভেবে দেখ দেখি, যদি দুষ্কর্ম্মই হবে, তবে দেশে যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, সেই জমদগ্নিকে হত্যা করার পরেই একেবারে শান্তি পেলে কেন? মহাপাপ হ'লে প্রজাদের দিন দিন আরও কষ্টের বৃদ্ধি হ'ত।

মন্ত্রী। আজ্ঞে সেটা বোধ হয় কামধেনুর প্রভাবে।

রাজা। তবে ত আরও ভাল কথা বল্লে—দেখ দেখি যে কামধেনু পুরপ্রবেশমাত্র দুর্ভিক্ষ শান্তি হয় সে কামধেনু রাজার অধিকারে থাকবেনা ত কি সামান্য ফলমূলভোজী আত্ম-পরিজনপরিত্যাগী সংসারনির্লিপ্ত যোগীর আশ্রমে থাকবে? সেখানে তার অবস্থানে জগতের কি হিতসাধন হ'তে পারে? যাক্ ও সব, তুমি বিশ্রাম করগে, আর একবার বসন্তক ব্রাহ্মণকে ডাকিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে মহারাজ! (স্বগত) দিন দিন ক্রমেই মন্দ অবস্থা। পাপ করে যে অনুতাপ করে, তার ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেল। আর যে পাপ করেও পাপ ব'লে স্বীকার করে না, তার পরিণাম অতি শোচনীয়।

রাজা। তোমার কি আর কিছু বল্‌বার আছে?

মন্ত্রী। আজ্ঞে না এই চল্লেম।

[ প্রস্থান।

রাজা। চিন্তা—চিন্তা—চিন্তা—মিথ্যা কথা, চিন্তা নামে কি কোন পদার্থ জগতে আছে? আর কিসেরই বা চিন্তা? উৎকৃষ্ট পদার্থ যদি রাজার অধিকারে না এল—তবে সে রাজার রাজা হ'বার প্রয়োজন? আমি সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর একেশ্বর—রাজচক্রবর্ত্তী, আর পাটলা ও কামধেনু, পাটলার তুল্য সাধারণ ধেনু কোন্ কথা অন্য কামধেনুও ত্রিজগতে নাই। সেই পাটলাই যদি আমি অধিকার কর্ত্তে না পাল্লেম, তবে আমার রাজত্বের প্রয়োজন? উৎকৃষ্ট রত্ন আমার মত রাজচক্রবর্ত্তীরই অধিকারে থাকা ন্যায়সঙ্গত, তাতে অপহরণ কি? কৈ? দিগ্বিজয় কর্‌তে গিয়ে যখন ক্রমে ক্রমে সমস্ত রাজ্য ধন রত্নাদি অধিকারভুক্ত করেছিলাম তখন ত অপহরণের কথা তুলে কেহই এতটা আস্ফালন করেনি। আর এক কথা ব্রহ্মহত্যা—হত্যা ত সবই সমান, তার আর ব্রাহ্মণ শূদ্র কি? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, এ সমস্তই ত মনুষ্যের কল্পনা, সমদর্শী বিধাতা কেন মনুষ্যকে এ প্রকার পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিভক্ত করবেন? তবে গুণাধিক্য বশতঃ ব্রাহ্মণাদি আখ্যা গ্রহণ করেছে। ও ব্রহ্ম-হত্যা কথাই নয়; ব্রহ্মহত্যাও যা, চণ্ডাল হত্যাও তাই। আর যদি সেই ব্রাহ্মণকে হত্যা করে পাটলাকে আমি গ্রহণ না কর্ত্তেম তা হ'লে ত সম্পূর্ণ কাপুরুষের পরিচয় দেওয়া হ'ত। কাল আর একজন ঐরূপ আমার অবাধ্য হ'ত, এইরূপে ত ক্রমে ক্রমে রাজ্য মধ্যে একটা ঘোর বিপ্লব ঘট্‌ত, আমায় কেহই গ্রাহ্য কর্ত্তো না।

ও বেশ করেছি! হৃদয়ের শান্তি পাই—ভাল, না পাই তাতেই বা কি! দেখি একটু শয়ন করে, যদি এ কটু নিদ্রা হয়।

(পুণ্ডরীকের প্রবেশ।)

কেন পুণ্ডরীক! তুমি এখন কেন এসেছ? ও কি? তোমার চক্ষে জল কেন? কি হয়েছে? বল, কে তোমায় মনঃকষ্ট দিয়েছে? কেউ কি তোমায় কোন রূঢ় কথা বলেছে?

পুণ্ড। না পিতা, কেহই আমায় কোন রূঢ়কথা বলেনি।

রাজা। তবে কাঁদছ কেন? বল শীঘ্র বল?

পুণ্ড। আজ আচার্য্য মহাশয় পড়াচ্ছিলেন ব্রহ্মহত্যাপাপে নাকি অনন্তকাল নরকে বাস কর্ত্তে হয়, অপহরণ না কি মহাপাপ, হ্যাঁ পিতা একথা কি সত্য? তা হ'লে আপনার কি হবে?

রাজা। তুমি বালক ও সকল কথা তোমার শুনে কাজ নাই? ও সকল সামান্য লোকের পক্ষে, যাহারা রাজাধিরাজ সমস্ত পৃথিবীর শাসনভার যাহাদের হস্তে, তাহাদের ও সকল শাস্ত্রের শাসন মানতে গেলে রাজ্য রক্ষা করা হয় না। যাক্ তুমি এখন তোমার প্রসূতির কাছে যাও।

পুণ্ড। আচ্ছা পিতা, আমাদের ত অনেক গাভী আছে তা ঐ পাটলাটা যা'দের, তা'দের কেন ফিরিয়ে দিন না। তা হ'লে ত অপহরণ পাপটা থাকেনা। কারুর কোন কথা কইবারও অধিকার থাকে না।

রাজা। রাজার আবার অপহরণ কি? বলপূর্ব্বক গ্রহণই রাজধর্ম্ম। যাও তুমি যাও, এ সকল তুমি ভেবনা, তুমি এখন

ও সকল কিছু বুঝতে পাচ্ছনা। বয়স হ'লে ও সকল সদুপদেশ, সৎপরামর্শ আমিই তোমায় দেব।

[ পুণ্ডরীকের ক্ষুন্নমনে প্রস্থান।

রাজা। পুণ্ডরীকও ঐ কথা বলে! সকলের মুখেই ঐ এক কথা, সকলেই শাস্ত্রের কথা কয়, যুক্তি ত কেহই দেখে না! সকলেই আমারই অন্যায় দেখে। আর সেই ব্রাহ্মণ, যে আমার অবাধ্য হলো—আমার বিরুদ্ধাচরণ কল্লে—বিদ্রোহী হলো—তা কেহই দেখে না! রাজবিদ্রোহীর দণ্ড যে প্রাণবধ, তাহা ত কেহই বোঝেনা! কি আশ্চর্য্য! এই সামান্য কথাটা আমি কাকেও বুঝিয়ে উঠতে পাচ্ছিনে! সময়ে সময়ে আপনার মনকেই বুঝিয়ে উঠতে পারি না, তা অপর লোক ত পরের কথা! কুসংস্কার একবার বদ্ধমূল হ'লে সহজে তাবে উৎপাটিত করা দুঃসাধ্য। যাক্, বুঝি আজ একটু নিদ্রা হবে—দেখি। ( শয়ন )

---

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

### গৃহ।

( বিদূষক, উগ্রচণ্ডা ও দীর্ঘনাসার প্রবেশ। )

উগ্র। বলি পোড়ারমুখো! ঘরে বসে বসে ভাববে ত গিলবে কি? আজ এক মাসের ভিতর একবার রাজবাটীর দিক মাড়ালি নি। কি তোর মতলবটা বল দেখি? বলি তালুক মুলুক আছে যে পায়ের উপর পা দিয়ে বসে বসে থাবি—এই ত মুরদ এর ওপর আবার দু'টো বিয়ে করেছেন, মরণ আর কি!

বিদূ। দুটো বিয়ে কি আর সাধে করেছিলাম—ছেলে হলো না—বংশ রক্ষা হয় না—পিতৃলোকের পিণ্ড লোপ হয়—তাই করেছিলাম।

উগ্র। ওরে আমার বংশরক্ষে! তোমার মতন লোক নির্ব্বংশ হলেই ত দেশের মঙ্গল—পৃথিবীর মঙ্গল—ওঁর আবার বংশ রক্ষে, যে করে খেতে পারেনা তার আবার বংশ!

দীর্ঘ। তা কৈ—দুটোতেও ত হলো না, আর একটার চেষ্টা দেখ্‌ব নাকি! আমার ত ওতে আর দুঃখ নাই, একটা সতিন হয়েছে, না হয় আরও একটা হয়ে যাক।

উগ্র। করুক না একবার দেখি, ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেবনা!

দীর্ঘ। যাক্ ঝগড়া কল্লে ত আর পেট ভরবে না! রাজবাড়ী যাওয়া আসায় ত লোকসান ছিলনা, যাহ'ক্ এক রকম ক'রে ত শাক ভাতও জুটছিল—যাওয়া আসা বন্ধ কল্লে, এ দিকেও যে হাঁড়ী সিকেয় উঠলো; আমরা মরুক্‌গে মেয়ে মানুষ না খেয়েও দু'দিন চলে।

উগ্র। তোমার চলে চলুক—আমার ত চলে না—আর চল্লেই বা চালাব কেন? ভাল খাব ভাল পরবো বলেই ত আমার বাপ দোজবরের সঙ্গে—এই মুখপোড়া ঘাটের মড়ার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন।

দীর্ঘ। সে যাহ'ক্, আমাদের উপোষ করে দুদি'ন চলে, কিন্তু তোমার শরীরটে যে না খেয়ে না খেয়ে যেতে বসেছে—সহজেই তুমি খাউন্তে মানুষ।

বিদূ। মিছে না, চেহারাটা বিগ্‌ড়ে গেছে বটে, কিন্তু

বিগড়ুক আর যাই হ'ক্, ঠাট্‌টা ত বজায় আছে, খাবার চেষ্টা কল্লে ত্ আর তাও থাক্‌বে না—

উগ্র। তোমার কি মরণ আছে? তুমি যে যমের অরুচি।

বিদু। না গো না সে সাহসটা এখন বড় নেই, এখন সদাই ভয়।

উগ্র। মর মুখপোড়া, ভয়! যেন পেঁচোয় পেয়েছে। তোর আবার কিসের ভয়?

বিদু। দেখ প্রেয়সি! সেই দিন থেকে প্রাণের ভেতর কেমন একটা আশঙ্কা হয়েছে।

দীর্ঘ। কোন্ দিন থেকে? কোন্ দিন থেকে গা?

বিদু। সেই—সেই দিন—যে দিন মহারাজ জমদগ্নিকে হত্যা করে কামধেনুটী নিয়ে এসেছেন। সেই দিন থেকে রাজার কাছে যেতে আর বড় একটা সাহস হয় না। আমিও ত বামুণের ছেলে, কি জানি কোন্ দিন একটা কাণ্ড করে বস্‌বে।

(গীত গাইতে গাইতে ভিখারিণীর প্রবেশ।)

শ্যামা নাম আর নেব না।
যমে না হয় দেবে যাতনা॥
নামের গুণে রাজার রাণী, সব হারিয়ে কাঙ্গালিনী,
ঘুরে বেড়ায় দোরে দোরে, ডাকলে সেত সাড়া দেয়না।
রূপ দেখলে লাগে ভয়, অমা নিশা করে জয়,
খাঁড়া হাতে শ্মশানে ধায়, তবুত মন বোঝেনা॥

ভিখা। মা দু'টী ভিক্ষে দেও গো!

উগ্র। না না এ বাড়ী ভিক্ষে পাবে না ফিরে দেখ।

ভিখা। আচ্ছা মা।

দীর্ঘ। না না দাঁড়াগো দাঁড়া দিচ্চি।

ভিখা। আচ্ছা মা।

[ দীর্ঘনাসার প্রস্থান।

বিদূ। এ ভিখারী মাগী কে? যেন কোথাও দেখিছি। তোমার বাড়ী কোথা গা?

ভিখা। ভিখারীর আবার বাড়ী কোথা বাছা?

উগ্র। তা তুই মাগী ভিক্ষে করে বেড়াস্ কেন? মহারাজের অতিথিশালায় যানা সেখানে আদর করে খেতে দেবে এখন।

ভিখা। এটা কোন্ রাজার দেশ মা?

উগ্র। ওমা! বেটী তাও জানিস্‌নে? আ মরণ আর কি?

বিদূ। এটা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের রাজধানী।

ভিখা। অ্যাঁ! কি বল্লে কার্ত্তবীর্য্য?

[ দ্রুত প্রস্থান।

বিদূ। ও যে চলে গেল।

( দীর্ঘনাসার প্রবেশ। )

দীর্ঘ। ওরে বাছা! ভিক্ষে নিয়ে যা' ভিক্ষে নিয়ে যা'।

বিদূ। উহুঁ কথাটা বেয়াড়া দাঁড়াচ্চে। মাগীকে যেন কোথাও দেখেছি দেখেছি বলে বোধ হচ্চে। সেই কি! না—হ্যাঁ—সেই ত—না—হাঁ।

উগ্র। সে কে? সে আবার কে এল?

বিদূ। স্ত্রীলোকের কাছে সকল কথা ভাংতে নেই।

উগ্র। 'তা কাজ নেই তোমার ভেঙ্গে, এখন পেট চলবে কিসে?

দীর্ঘ। রাজবাড়ী যদি না যাও তবে না হয় আর কোন রাজারাজড়ার দেশে গিয়ে চাকরী বাকরির চেষ্টা দেখ। তিন তিনটে পেট চলবে কেমন করে?

বিদূ। ব্রাহ্মণি! তা আমি পারবো না। আমি যে এ রাজত্ব ছেড়ে আর কোথাও যাব, তা আমা হতে হবে না।

উগ্র। তা নয়—এ নয়—তবে ঘরে বসে বসে উপোষ করে মর।

(নেপথ্যে) বসন্তক মহাশয় ঘরে আছেন?

বিদূ। কে হে তুমি?

উগ্র। ঐ বুঝি রাজবাড়ী থেকে ডাক্তে এসেছে।

(নেপথ্যে) আজ্ঞে আমি রৈবতক।

বিদূ। রৈবতক! এস এস, যাও গো তোমরা বাড়ীর ভেতর যাও।

উগ্র। বুঝি ডাকতে এসেছে, দেখ যেন ভিটকিলিমি করে যাব না বলে বসে থেক না?

বিদূ। বলি আমি পুরুষমানুষ, আমার বুদ্ধিটে তোমাদের চেয়ে একটু খরতর, তা কি বুঝতে পার না।

উগ্র। আহা! কি খরতর, যেন ক্ষুরের ধার।

[ উভয়ের প্রস্থান।

( রৈবতকের প্রবেশ। )

রৈব। প্রণাম।

বিদূ। এস বাপু এস! কি খবর বাপু?

রৈব। আজ্ঞে মহারাজ আপনাকে স্মরণ করেছেন।

বিদূ। কেন হা বাপু বলতে পার?

রৈব। আজ্ঞে তা আমি কেমন করে জানবো ?

বিদূ। হ্যাঁ তা বটে, তা কখন যেতে হবে ?

রৈব। আজ্ঞে মন্ত্রী মহাশয় আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে বলে দিয়েছেন।

বিদূ। (স্বগত) ও বাবা! কথাটা বেয়াড়া দাঁড়াল, আজ একটা বিভ্রাট ঘটবে দেখছি, যে রকম যমদূত ধরণের চেহারা, এ বেটা ত না সঙ্গে নিয়ে ছাড়বে না।

রৈব। কি ভাবছেন ?

বিদূ। না হে বাপু! কিছু ভাবিনি। রাজবাড়ী যেতে আর ভাববো কি ? তবে বেরবার সময় একবার ঠাকুর দেবতার নামটা করে নেবনা ? চল তবে।

[ উভয়ের প্রস্থান।

---

# তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

## তপোবন।

পরশুরাম।

রাম। পশুপতি! জগতের লোক তোমায় কোন্ গুণে আশুতোষ বলে ? কত দিন তোমায় ডাকছি আমার তপস্যার সাক্ষী বৃক্ষ গুলি ফলবান্ হতে চল্লো, আর আমার কামনার ফলের কথা দূরে থাক্, এখনও অঙ্কুরও হলো না ; যাই হ'ক্, তোমার অনুগ্রহলাভ যতই দুঃসাধ্য হউক না কেন, তোমার দর্শনলাভের আশা আমি কখনই পরিত্যাগ করবো না, বরং এই স্থানে শরৎ কালের মেঘের ন্যায় ক্রমে ক্রমে অকর্ম্মণ্য হয়ে বিলীন হয়ে যাব তথাপি তোমার অনুগ্রহের আশা পরিত্যাগ করবো না।

( নেপথ্যে ) আশ্রমে কে আছ ?

রাম। আস্‌তে আজ্ঞা হ'ক্, আসুন আসুন !

( অতিথির প্রবেশ। )

দেব ! অভিবাদন করি।

অতি। নারায়ণ ! নারায়ণ !

রাম। আপনি এই আসনে বসুন আমি পাদ্য অর্ঘ্য লয়ে আসি।

অতি। আমি অতিশয় পথশ্রান্ত, একটু বিশ্রাম করি। তার পর পাদ্য অর্ঘ্য গ্রহণ কর্‌বো।

রাম। তপোধন ! এখন কোথা থেকে আসা হচ্চে ?

অতি। আমি পরিব্রাজক, নানা তীর্থ পর্য্যটন ক'রে সম্প্রতি হরিদ্বার হ'তে আসছি ; যা হ'ক্ তপস্যার মঙ্গল ত ?

রাম। আজ্ঞে আপনার ন্যায় মহানুভবের চরণ প্রসাদে আমার তপস্যার সমস্তই মঙ্গল, এ পর্য্যন্ত কোন বিঘ্ন ঘটে নাই।

অতি। অবশ্য জীব নশ্বর জীবন নিয়ে সংসারক্ষেত্রে এসেছে, মৃত্যু কখন হবে কে বল্‌তে পারে ? এ অবস্থায় যত শীঘ্র ঈশ্বর চিন্তায় মন নিবিষ্ট করা যায় ততই ভাল, তাতে আমার বিস্মিত হ'বার কোন কারণ নাই। কিন্তু আর একটা বিশেষ বিস্ময়ের কারণ রয়েছে !

রাম। আজ্ঞা করুন।

অতি। তপস্বীরা ত মোক্ষকামনা করে তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়, মোক্ষে ত তীর ধনুকের প্রয়োজন নাই, তোমার ও তীর ধনুক সঙ্গে কেন ?

রাম। আজ্ঞে আমার তপস্যার কামনা মোক্ষ নয়।

অতি। তবে কি হিংসা?

রাম। শোন তপোধন! আমি মোক্ষ চাইনা—ব্রহ্মা হতে চাইনা—ইন্দ্রত্ব চাইনা—অধিক কি স্বর্গবাস পর্য্যন্ত আমার কামনা নয়। যে নিরপরাধে আমার পিতৃহত্যা কোরেছে, সেই দুরাত্মাকে সবংশে নিধন করাই আমার ব্রতের একমাত্র কামনা।

অতি। ছি! ছি! অহিংসা পরম ধর্ম্ম;—তুমি যোগী হয়ে সেই ধর্ম্ম লঙ্ঘন কর্ত্তে প্রবৃত্ত হচ্ছো? ধিক্ তোমাকে! ধিক্ তোমার তপস্যায়।

রাম। থাক, আমি মহাশয়ের কাছে ধার্ম্মিক বলে প্রতিপন্ন হ'তে পাচ্চিনা; ধার্ম্মিক কি কখন গর্ভধারিণীর শিরশ্ছেদ করে? আর আপনার ধর্ম্মোপার্জ্জনেই বা লাভ কি? দেখুন, ধার্ম্মিক চূড়ামণি আমার পিতা নিরন্তর ধর্ম্মোপার্জ্জনে রত ছিলেন, শরীরকে তৃণ জ্ঞান করেছিলেন, শেষটা তার ফল এই হলো, যে দুরাত্মা ক্ষত্রিয়ের হস্তে অপঘাত মৃত্যু, এইত আপনার ধর্ম্মের ফল। আর দেখুন—আমি অধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক বলে নিজের গর্ভধারিণীর শিরশ্ছেদ করেছি, অধার্ম্মিক বলেই স্বচক্ষে পিতার অপঘাত মৃত্যু দেখেও অপরাধির কিছু কর্ত্তে পারিনি, সেই আমি—সেই অধার্ম্মিক আমি, আজ আবার পরের মৃত্যু কামনা করে তপস্যা কচ্ছি, দেখি অধার্ম্মিকতার ফল কি হয়? ভগবান্ শূলপাণি সন্তুষ্ট হয়ে অনুগ্রহ করে বর দেন ভালই, না দেন তাতেই বা ক্ষতি কি? সৎ হউক অসৎ হউক যে কোন উপায়ে হ'ক্ আমি পিতৃ হত্যার পূর্ণ প্রতিশোধ নেব! পূর্ণ প্রতিশোধ নেব!

অতি। প্রতিশোধ লওয়া ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নয়।

রাম। কিসের কর্ত্তব্য! এ জগতে কে কর্ত্তব্য পালন করে থাকে? রাজার প্রজার আদর্শস্থল সেই দুরাত্মা কার্ত্তবীর্য্য; ব্রহ্মহত্যা কি তার কর্ত্তব্য কার্য্য? যাক মহাশয় আপনার উপদেশ অপাত্রে দান হচ্ছে, সুতরাং বিফল হলো, ক্ষমা করবেন। আমার শেষ কথা শুনুন, যে ব্যক্তি আমাকে আমার এই জীবনের মূলমন্ত্র হতে প্রতিনিবৃত্ত হতে অনুরোধ কর্ব্বে বা উপদেশ দেবে, আমি তাকে কার্ত্তবীর্য্যের পক্ষপাতী মনে কর্ব্বো।

অতি। ক্ষমাই ব্রাহ্মণের সার রত্ন—তুমি কি সে শিক্ষা পাওনি?

রাম। শিক্ষা দূর হউক—ক্ষমা উৎসন্ন যাক্, দয়া রসাতলে যাক্, ধর্ম্ম সমুদ্র গর্ভে যাক্, হৃদয় পাষাণ হ'ক্; যান মহাশয় আর কাজ নাই, আপনি আপনার কার্য্যে যান, আমি আমার কার্য্য করি।

অতি। (সহসা বেশ পরিবর্ত্তন ও শিবমূর্ত্তি প্রকাশ।)

রাম। জয় ভবভাবন, সুরধুনিধারণ, যজ্ঞবিনাশন শঙ্কর হে।
জয় বৃষবাহন, শশাঙ্ক ধারণ, শ্মশানচারণ ঈশ্বর হে॥
জয় বিধিবন্দিত, তাণ্ডবপণ্ডিত, কপর্দ্দমণ্ডিত স্মরহর হে।
জয় হরিপূজিত, বিভূতিভূষিত, গণপরিসেবিত ভবহর হে॥

শিব। বৎস! আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি, বর গ্রহণ কর।

রাম। আমি পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া কর্ত্তে পারি এই বর দিন।

শিব। তথাস্তু—এই কুঠার গ্রহণ কর, ইহা দ্বারা তুমি একবিংশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করবে। (অন্তর্ধান)

রাম। দুরাত্মা কার্ত্তবীর্য্য ব্রহ্মহত্যা কর্ব্বে! ধেনুহরণ কর্ব্বে! দেখ তার পরিণাম। হর হর শঙ্কর!

[ প্রস্থান।

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

### কক্ষ।

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন।

রাজা। এ সংসারে সব আছে, কিন্তু কৈ এ পর্য্যন্ত কাহারও অভাব ঘুচলো না; কাহারও পুত্রের অভাব, কাহারও পত্নীর অভাব, কাহারও বা ধনের অভাব, কাহারও বা এ সব থাক্‌তেও সে বুঝতে পারে না যে তার কিসের অভাব, অথচ তারি জন্য তার দিবারাত্রি আহার নিদ্রা ত্যাগ; আমারও ঠিক্ তাই হয়েছে—রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, হস্তী, অশ্ব, ধনরত্ন, বিভব, পরিজন, পত্নী, পুত্র জগতে এমন কারো নাই, এ সকল বিষয়ে আমি সকলের ঈর্ষা স্থল, এমন কোন বস্তু জগতে নাই—যা' আমার নাই, তবে কেন যে আমার মনে যেন একটা কিসের অভাব নিরন্তর বিরাজ কচ্ছে কিছুই বুঝে উঠতে পারি না; আমার মন ত এমন ছিল না, পাটলার জন্যই বা এ রকম হয়! আচ্ছা, জমদগ্নির ছেলেকে ডেকে তাকে ধেনু ফিরিয়ে দিলে কি মনের শান্তি হয়? একবার চেষ্টা করে দেখলে হয়। না না তা'হলে লোকে যে ভীরু বলবে, কি বলে ক্ষত্রিয় সমাজে বীর বলে দর্প কর্ব্বো? ওঃ তা হতেই পারে না,—কিসের অভাব—কিসের অশান্তি—কিসের চিন্তা? সসাগরা

সদ্বীপা পৃথিবীর সমস্ত রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত কল্লেম, আর নিজের মনটাকে শাসন কর্ত্তে পাচ্চিনা? ধিক্ আমাকে! ভাব্বো না মনে ভাবি—তবু এসব কি?—

( বিদূষকের প্রবেশ। )

কেন বসন্তক, কেন অনেক দিন তোমায় দেখিনি, কোন অসুখ হয়নি ত?

বিদূ। আজ্ঞে অসুখ কিছুই হয়নি—গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে, আমাদের আবার অসুখ কি হবে?

রাজা। তবে আসনি কেন?

বিদূ। আজ্ঞে হ্যাঁ আসিনি বটে; কেন আসিনি সেটা ঠিক্ বুঝে উঠতে পাচ্ছিনা। দু'বেলা দুই ব্রাহ্মণীতে অর্দ্ধচন্দ্র কেন পূর্ণচন্দ্র পর্য্যন্ত দিচ্চেন, তবু কে জানে কেন আসিনি। হ্যাঁ ভাল মনে পড়েছে! মহারাজ! আজ একটা বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখে এলেম।

রাজা। তুমি ত সব আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখে থাক, আজ আবার কি দেখলে বল শুনি। এই জন্যই তোমাকে ডাকাতে পাঠিয়েছিলেম। কয়েকদিন থেকে আমার মনটা ভাল নাই, তাই ভাবলেম তোমার সঙ্গে কথা বার্ত্তা কয়ে একটু তৃপ্তি লাভ করি।

বিদূ। আজ্ঞে এটা বড় তৃপ্তির কথা নয়।

রাজা। কি? কি বল দেখি?

বিদূ। এই যখন রাজবাড়ীতে আসি, তারই একটু পূর্ব্বে এক মাগী ভিক্ষে কর্ত্তে এসেছিল।

রাজা। ভিখারী ভিক্ষা কর্ত্তে এসেছিল তার আবার আশ্চর্য্যটা কি ?

বিদূ। শুনুন আগে, চিরপ্রচলিত প্রথামত কনিষ্ঠ ব্রাহ্মণী ত তাকে ছেলে হয়েছে বলে বিদেয় করে দেবার চেষ্টায় ছিলেন। বড় ব্রাহ্মণী আমার সহধর্ম্মিণী কি না, তাই শরীরে একটু দয়া আছে, এক মুটো চাল আস্তে গেলেন।

রাজা। আশ্চর্য্য তো কিছু দেখলেম না।

বিদূ। আহা আগে শুনুন, মাঝখানে রস ভঙ্গ করেন কেন।

রাজা। হ্যাঁ বল বল।

বিদূ। তার পর মহারাজ মাগীটের দিকে চেয়ে দেখি, যেন মাগীটে আমার চেন চেন গোছ, আমার প্রাণটা অমনি গুড় গুড় দুড় দুড় কি রকম একটা ক'রে উঠলো।

রাজা। তার পর ?

বিদূ। তার পর আর কি।

রাজা। আচ্ছা তুমি পিছু পিছু গিয়ে তাকে ধরলে না কেন ?

বিদূ। তাওত বটে, ওটা ভুলে গিয়েছিলেম। আর নানা কাজে ব্যস্ত, সব সময় কি সকল কথা জুগিয়ে ওঠে।

রাজা। না তা নয়, অতটা সাহস হলো না কেমন—না ?

বিদূ। আজ্ঞে এই জন্য লোক রাজবুদ্ধি বলে ; ঐ যে ভয়ের কথা বল্লেন, ঐটাই ঠিক্, তাই মনে এসেও আস্‌তে দিলেম না।

রাজা। আচ্ছা তুমি এখন যাও। আবার কাল দেখা ক'র।

বিদূ। তার আর সন্দেহ আছে ! চল্লেম তবে—জয়স্তু।

[ প্রস্থান।

রাজা। কত ভাব্‌বো ? আর ভাবতে পারি না ! যা হ'বার হবে একটু শয়ন করি। (শয়ন)

(সুনন্দার প্রবেশ।)

সুন। এ কি ! মহারাজ এইখানেই শুয়েছেন ! হৈহয়-কুলদেবি ! এ কি কল্লে, সব দিয়ে একের জন্য যে সব যায়। মহারাজের সব থাকৃতে এক হৃদয়ের শান্তি জন্য যে সব যায়। তোমার চরণে কি অপরাধ করেছি মা। কি দোষে এ শাস্তি দিচ্ছ। কিসে আবার সেই শান্তি আসে ? কুলদেবি ! কুল রক্ষা কর মা ! রাজার হৃদয়ে আবার সেই শান্তি এনে দাও মা।

[ প্রস্থান।

রাজা। (হঠাৎ উঠিয়া) অঁ্যা এ কি ! আমি কি এখনও নিদ্রিত ! না, এই ত সব স্পষ্ট দেখছি, স্পষ্ট বুঝছি, তবে কি এ ! জেগেও কি স্বপ্ন দেখে ! ও কিছু না ! তাই বা কেমন করে বলি। ঐ না সেই তপোধনের মূর্ত্তি রক্তাক্ত কলেবরে ভ্রূকুটি করে আমায় তর্জ্জন গর্জ্জন কচ্চে ? (গদ্‌গদ ভাবে) ব্রাহ্মণ আমায় ক্ষমা কর, তোমার ধেনু হরণ করে তোমাকে হত্যা করে ভাল করিনি, আমার বুদ্ধির দোষ হয়েছিল। ব্রাহ্মণের হৃদয় দয়ার আধার, ক্ষমাই তার ভূষণ। কৈ নিবৃত্ত হলো না ত ! আরও তর্জ্জন গর্জ্জন করে অগ্রসর হচ্ছে যে। দেখ মনের ভ্রম দেখ, সমস্ত জগৎ পরাজিত করে কি না ফলমূলাশী বৃক্ষতলবাসী, তপস্থায় ক্ষীণ শরীর, একটা ব্রাহ্মণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কচ্চি ! কেন আমার মন এরূপ নীচ হলো ? আবার সেই মূর্ত্তি—দূর হ' দূর হ' !

আমি সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর একমাত্র অধীশ্বর। হৈহয় বংশসম্ভূত কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, আমায় দেখেও কি তোর ভয় হচ্চেনা! ও আমায় চিন্তে পারেনি, না হলে পরিচয় দেওয়া মাত্র ভয়ে পালিয়ে যাবে কেন! ও কে! ও আবার কে! ওর ছেলে না! সেই রাম না! ওর হাতে কি ও! ও কি কুঠার! কুঠার কেন! কে আছ! কে আছ! রক্ষা কর, রক্ষা কর! ব্রাহ্মণ! তোমার পিতাকে হত্যা করেছি, তাই তার প্রতিশোধ নিতে এসেছ? সরে যাও! তুমি ত জান, আমি ব্রহ্ম হত্যায় ভয় পাই না! আমার অবাধ্য হলে তোমাকেও তোমার পিতার অনুগামী কর্ব্বো। যাক্, ঐ পালিয়েছে! নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুই; কৈ ঘুম ত আসে না। এ আবার কি মূর্ত্তি! এ যে স্ত্রীলোক! কোথায় দেখেছি বলে বোধ হচ্চে না! মূর্ত্তি যেন চেনা চেনা! না তার এমন অবস্থা হবে কেন! সেই না! সেই ত—এ ত সেই শ্বেতকেতুর বিধবা পত্নী! এও ত আমার দিকে তর্জ্জন গর্জ্জন করে আস্‌ছে! আমি কি এত লোকের সর্ব্বনাশ করেছি। তোমার এ দশা কে কোল্লে?

(ধীরে ধীরে ভিখারিণীবেশে মহাশ্বেতার প্রবেশ।)

মহা। তুমি—তুমি, জাননা? আজও যে বেশি দিন হয়নি। আমার স্বামীকে হত্যা করেছ, রাজ্য ছারেখারে দিয়েছ অবশেষে আমার গর্ভস্থ পুত্রকে পদাঘাতে হত্যা করেছ; তুমি ভুলতে পার কিন্তু আমি কেমন করে ভুলবো! ক্ষত্রিয় রমণী হয়ে কেমন করে সে অপমান ভুলে যাব! আগে তোমার হত্যা দেখি, আমার মত তোমার পত্নীর অবস্থা দেখি, আমার

মত তোমার পত্নী পুত্র শোকে কেঁদে কেঁদে বেড়াক দেখি। তার পর—তার পর যদি ভুলতে পারি। প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা!! প্রতিহিংসা!!! হাঃ হাঃ হাঃ! কি মধুর কি মধুর।

[ প্রস্থান।

রাজা। এও কি স্বপ্ন! কে ও! কে আছ?

( দোবারিকের প্রবেশ।)

দৌবা। আজ্ঞা করুন।

রাজা। রৈবতক! একটা স্ত্রীলোক ঘর থেকে বেরিয়ে গেল দেখেছ?

দৌবা। কৈ মহারাজ!

রাজা। দেখ, দেখ। ( দৌবারিক প্রস্থানোদ্যত ) শুন, কোন ব্রাহ্মণকে আস্‌তে দেখেছ?

দৌবা। আজ্ঞে কৈ না মহারাজ!

রাজা। দেখদেখি।

[ দোবারিকের প্রস্থান।

রাজা। কি এ সব, আর ত চোখ বুজতে সাহস হয় না! কি এ সব! না আর ভাব্‌বো না, ( শয়ন ) ঐ যে ও আবার কে? রক্তমাখা সদ্যোজাত শিশু কোলে করে—সেই মহাশ্বেতা! রৈবতক! রৈবতক!

( দৌবারিকের প্রবেশ।)

দৌবা। মহারাজ!

রাজা। কৈ কিছুই ত নাই! আচ্ছা যাও তুমি।

[ দৌবারিকের প্রস্থান।

রাজা। এ আবার কি—সেই ব্রাহ্মণ না! সেই রাম! সেই

কুঠার হস্তে! কাকে হত্যা কচ্চে! পুণ্ডরীক না! আঁ্যা আঁ্যা! ভয় নাই! ভয় নাই! বৎস পুণ্ডরীক ভয় নাই! পুণ্ডরীক! পুণ্ডরীক!

( সুনন্দার প্রবেশ। )

সুন। কেন মহারাজ পুণ্ডরীককে ডাকচেন?

রাজা। প্রিয়ে আমার মনের গতি কি হয়েছে জানিনা। আজ এত দুঃস্বপ্ন দেখছি কেন? স্বপ্নই বা বলবো কেমন ক'রে! আমি ত ঘুমুইনি।

সুন। কি দুঃস্বপ্ন মহারাজ?

রাজা। না- না তা বলতে পারবো না! তা মনে কল্লেও শরীর শিউরে উঠে, হৃদয় আতঙ্কে অধীর হয়।

( দ্রুতবেগে পত্রলেখার প্রবেশ। )

পত্র। মহারাজ, সর্ব্বনাশ হয়েছে!

রাজা। কি—কি?

পত্র। কে একজন ব্রাহ্মণ কুঠার হাতে ক'রে একাই আমাদের সৈন্য সামন্ত যেখানে যাকে পেয়েছে হত্যা করেছে। দ্বাররক্ষকদিগকে হত্যা ক'রে বলপূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ কর্ত্তে আসছে।

রাজা। আঁ্যা এত বড় স্পর্দ্ধা!

( অসি হস্তে দ্রুত প্রস্থান। )

সুন। পত্রলেখা! ব্রাহ্মণে হত্যা কল্লে? একা ব্রাহ্মণ— আর আমাদের এত সৈন্য সামন্ত, দ্বাররক্ষক, কেউ নিবারণ কর্ত্তে পাল্লে না?

পত্র। দেবি সে মূর্ত্তি মনে কল্লেও ভয় হয়, যেন সাক্ষাৎ কালান্তক যম।

স্থন। আমার প্রাণের ভিতর কেমন কচ্চে, শরীর ক্রমশঃ অবশ হ'য়ে আস্‌ছে, প্রাণ বড় ব্যাকুল হচ্চে। কৈ মহারাজ যুদ্ধ যাত্রা কল্লে ত কখনও এমন হ'ত না। চল, সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরে গিয়ে মহারাজের মঙ্গল কামনা করি।

পত্র। চল দেবি! কিন্তু আজকের ব্যাপার ভাল বোধ হচ্চেনা।

[ উভয়ের প্রস্থান।

---

## পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

### রাস্তা।

( গাহিতে গাহিতে মহাশ্বেতার প্রবেশ। )

( গীত )

তারা তুই আছিস বটে।
এ বুদ্ধি ছিলনা ঘটে॥
মা বলে ডাকলে পরে, থাকিস্ না ত চুপ করে।
বেড়াস্ তুই ঘুরে ঘুরে কথাটা সত্যি বটে॥
এবার বেটি দেখ্‌বো কেমন, কত তুই জানিস যতন,
দেখা মা খেলা আপন, নইলে কি তোর নাম রটে॥

মহা। হয়েছে হয়েছে, আর দেরি নাই। মরুক আর না মরুক, বেঁচে মরে আছে। কেমন রাজ্য জয় করো! ক্ষত্রিয়াণীকে বিধবা কর! ভ্রূণহত্যা কর! কেমন হচ্চে! হাঃ হাঃ হাঃ! কবে তোর মহিষীকে আমারি অবস্থায় আস্‌তে দেখবো!

কবে সে আমার মত দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়াবে! ধর্ম্ম আছে।

( বিদূষকের প্রবেশ। )

বিদূ। (স্বগত) এত সেই ভিখিরী বেটী! রস বাবা, একটা প্রাণের ধোঁকা ভেঙ্গে নিই। (প্রকাশ্যে) হ্যাঁগা তুমি কেগা?

মহা। তোমার সে কথায় দরকার কি গা?

বিদূ। একটু আছে বৈকি, না থাক্‌লে আর জিজ্ঞাসা করি।

মহা। তোমার কি বোধ হয়?

বিদূ। চেহারা দেখে ত বোধ হয় তুমি ভিখিরীর মেয়ে।

মহা। আমি ভিখিরীর মেয়ে নই, ভিখিরী বটে।

বিদূ। রাজরাজেশ্বরের মেয়ে কি কখন কেউ ভিক্ষে করে?

মহা। ঠাট্টা নয়, আমি রাজরাজেশ্বরেরই মেয়ে।

বিদূ। ঠিক্ বলেছ! আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, ভিক্ষে ক'রে খাবে, তবে অত লম্বা পরিচয় না দিলে কি আর ভিক্ষে জোটেনা।

মহা। ভিখিরী মিথ্যে কথা কয়না।

বিদূ। না, এই কথাটি ঠিক্ বলেছ, যাক্ আমার একটা খট্‌কা আছে তাই জিজ্ঞাসা কচ্চি, তুমি আমায় চেন?

মহা। চিনি বৈ কি!

বিদূ। কিসে চেন? আমি কে বল দেখি?

মহা। তুমি একটা মানুষ।

বিদূ। এইটী নূতন কথা, জ্ঞান হ'য়ে পর্য্যন্ত এ কথা

আমায় কেউ বলেনি। ঘরে বাইরে বিধাতার সৃষ্ট সমস্ত পশুর নাম দিয়ে আমায় ডাকে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত মানুষ বলে কেউ ডাকেনি। তোমায় কি আশীর্ব্বাদ করবো বল।

মহা। আমায় আর কি আশীর্ব্বাদ কর্ব্বে, বল আর কিছু দিন বেঁচে থাকি।

বিদূ। ও বাবা! ভিখিরী ভিক্ষে করে খান, তবু বাঁচবার কামনা আছে! আচ্ছা বল দেখি কেন বাচবার কামনা কল্লে?

মহা। শোন আমি সেই শ্বেতকেতু রাজার বিধবা-পত্নী। তুমি আমায় চেননা, কিন্তু আমি এখন তোমায় চিন্তে পারছি। যখন দুরাত্মা কার্ত্তবীর্য্য আমার পেটে পদাঘাত ক'রে আমার গর্ভস্থ পুত্রকে হত্যা ক'রেছে, তার পর তোমাকে দেখেছিলেম। আমার স্বামীর বংশ লোপ ক'রেছে, রাজ্য উৎসন্ন গেছে, আমি এখন পথের ভিখারী। আর কিছু দিন বাচতে চাই কেন জান, একবার প্রতিশোধটা নিতে চাই, আমি দেখতে চাই, কবে কার্ত্তবীর্য্যের পত্নী আমার মত পতিপুত্রশোকে পাগল হ'য়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে ক'রে বেড়াবে—বুঝেছ?

[ প্রস্থান।

বিদূ। ও বাবা! এ কি কথা! এই মাগীই সে দিন আমার বাটীতে ভিক্ষে কর্ত্তে গিয়ে মহারাজের নাম শুনে ছুটে পালিয়েছিল। উহুঃ প্রাণের ভেতর খট্‌কা লাগ্‌ল বাবা! না বাড়ী যাওয়া হলো না, রাজার বাড়ী গিয়ে খবর দিতে হলো; (দূরে কোলাহল) কিসের গোলমাল! ঐ যে একপাল লোক আস্‌ছে, ছুটে আস্‌ছে কেন! কি হে বাপু! তোমাদের কি হ'য়েছে?

( একদল লোকের প্রবেশ। )

১ম লো। কেও বসন্তক ঠাকুর!

বিদূ। কি হয়েছে?

১ম লো। সর্ব্বনাশ হ'লো? তুমি কিছু জাননা?

বিদূ। না, কি ব্যাপারটা কি?

১ম লো। বেশ! একটা কে বামুণ এক কুঠার হাতে ক'রে নগরে প্রবেশ ক'রে সব খুন কচ্ছে। রাজার সঙ্গে লড়াই বেধেছে। পালাও ঠাকুর পালাও।

২য় লো। ও ছোট খুড়ো! সে ডাবাটা?

১ম লো। আর ডাবাটা! এখন প্রাণটা পেলে বাচি। পালা পালা, দেশ ছেড়ে পালা।

( সকলের প্রস্থান।

বিদূ। এ আবার কি! তবে ত আর বাড়ী যাওয়া হয় না। রাজবাটীর দিকেই যাই।

( প্রস্থান

---

## ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

### অন্তঃপুর প্রাঙ্গণ।

পরশুরাম।

রাম। কোথায় দুরাত্মা! তুই না ক্ষত্রিয়চূড়ামণি? তুই না একা সমস্ত পৃথিবী জয় করেছিলি, তাই আজ বন-বাসী তাপসের ভয়ে অন্তঃপুর মধ্যে স্ত্রীলোকের অঞ্চল ধরে বসে আছিস! কোথায় পালিয়ে তোর হীন প্রাণ রক্ষা করবি? আজ তোর কিছুতেই নিস্তার নাই। সমস্ত দেব-দেবী একত্র হ'য়ে রক্ষা কোর্ত্তে পার্ব্বে না। পাষণ্ড ক্ষত্রিয়-

কুলকলঙ্ক! ব্রহ্মহত্যার ফল দেখ। ইহলোকের সুকৃত দুষ্কৃতের ফল ইহলোকেই ভোগ কর।

( কার্ত্তবীর্য্যের প্রবেশ। )

কার্ত্ত। কে তুই ভণ্ড তপস্বি?

রাম। আমায় চেননা? তুমি যাকে হত্যা করে জগতে যশের ধ্বজা উড়িয়েছ, আমি সেই তপোধন জমদগ্নির পুত্র রাম, আর তোমার যম। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে এসেছি। আমি তোমার ন্যায় নিরস্ত্রকে হত্যা করি না।

কার্ত্ত। ( ঈষৎ হাসিয়া ) বালক! আমার সঙ্গে যুদ্ধ কামনা! আমায় চেননা?

রাম। খুব চিনি, তুমি ক্ষত্রিয়কুলকলঙ্ক দস্যু! ব্রহ্মহত্যায় ভয় পাওনা, চৌর্য্যবৃত্তি তোমার ব্যবসায়।

কার্ত্ত। সাবধান! আমার ক্রোধ হলে তোমার রক্ষা থাক্‌বে না।

রাম। তোমার ক্রোধে ভয় থাক্‌লে এতদূর আস্‌তেম না। আমি বৃদ্ধ তপস্বী নই।

কার্ত্ত। ব্রাহ্মণ! বাতুল! মূঢ়! যে সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর একেশ্বর, তার সঙ্গে যুদ্ধকামনা? পিপীলিকার সিংহপরাজয়ের বাসনা?

রাম। পিপীলিকাই হই, আর সিংহই হই, বাক্‌যুদ্ধের প্রয়োজন কি, অস্ত্র ধর।

কার্ত্ত। আমি তোমার মত হীনবল বা একক নই, আমি কেন যুদ্ধ করবো, আমার সৈন্য সামন্ত আছে, তাদের সঙ্গে আগে যুদ্ধ কর।

রাম। তুমি না রাজা বলে পরিচয় দিচ্ছিলে? সে সংবাদ টুকু পর্য্যন্ত পাওনি? শোন, যারা পথরোধ করেছিল, তাদের হত্যা করেছি, অনেকে রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করেছে, কেউবা লজ্জা ভয়ে, ধর্ম্মভয়ে ব্রাহ্মণ শরীরে অস্ত্রক্ষেপ কর্ত্তে সাহস করেনি।

কার্ত্ত। আমারও ত লজ্জা ভয় আছে, ধর্ম্ম আছে।

রাম। হাঃ হাঃ হাঃ! লজ্জা থাকলে ভিক্ষা কর্ত্তে যাও! ধর্ম্মভয় থাকলে ব্রহ্মহত্যা কর!

কার্ত্ত। যে রাজার অবাধ্য, যে রাজার বিদ্রোহী, সেই ত বধ্য তার আবার ব্রাহ্মণ শূদ্র কি? যে স্ত্রীহত্যা কর্ত্তে কুণ্ঠিত হয়না, সে ত চণ্ডাল, সে কিসের ব্রাহ্মণ!

রাম। থাক্ থাক্, আমি অত কথার ঘটা জানিনা, জানি পিতৃ আজ্ঞা পালন—জানি প্রতিশোধই পাষণ্ড, অস্ত্র লও।

কার্ত্ত। আর উপরোধ চলে না।

[ উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

( মহাশ্বেতার প্রবেশ। )

মহা। কৈ কৈ—হয়েছে! মহারাজ শ্বেতকেতুর বংশ নির্ম্মূল কর! আমাকে ভিখারিণী কর! দেখি আরও কত বাকি।

[ প্রস্থান।

( রামের প্রবেশ। )

রাম! পিতা! স্বর্গ থেকে দেখ, তোমার প্রথম আজ্ঞা পালন হলো।

[ প্রস্থান।

# পঞ্চম অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মন্ত্রণা-গৃহ।

শুকনাস ও বসন্তক।

বিদূ। এখন উপায় ?

শুক। যদি রাজার জীবনরক্ষা হয় তা'হলেই ত মঙ্গল, নতুবা কি করি! ব্রাহ্মণের যেরূপ ক্রোধ, তাতে বোধ হয় রাজকুমারেরও জীবন রক্ষা কঠিন।

বিদূ। সৈন্য সামন্ত নাই ?

শুক। কেউ হত হয়েছে, কেউ পলায়ন ক'রেছে, কেউ বা ব্রাহ্মণ বলে অস্ত্রাঘাত কর্ত্তে চায়নি।

বিদূ। উঃ আমি যে যুদ্ধ কর্ত্তে শিখিনি! এখন কি করবে ?

শুক। দেখি যথাসাধ্য সৈন্য সংগ্রহ করি। রাজকুমারের শরীর রক্ষার চেষ্টা করি।

বিদূ। তবে আর বিলম্ব কেন ?

শুক। হাঁ আমিও চল্লেম। কিন্তু তুমি এখন কি করবে ?

বিদূ। আমি আর কি করবো! আমি গা'হক একটা ঠাওরাচ্ছি, তুমি আর বিলম্ব করোনা—যাও।

[ প্রস্থান।

বিদূ। হা মহারাজ! বুড়ো বয়সে এ দুষ্কর্ম্মটা কেন করেছিলে! তোমার ত মতি গতি এমন ছিল না! সাধ করে আগুনে হাত দিলে! ইচ্ছা করে কালো সাপের ঘাড়ে পা দিলে!

( রামের প্রবেশ। )

রাম। কে তুমি ?

বিদূ। তুমি কে ? তুমি বাইরের লোক আগে আপনার পরিচয় দাও।

রাম। শোন ! আমি জমদগ্নির পুত্র, কার্ত্তবীর্য্যহন্তা। পিতৃ-হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছি, এখনও কিছু বাকী আছে। আমার প্রতিজ্ঞা ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করা। তুমি যদি ক্ষত্রিয় হও অস্ত্র-গ্রহণ কর, আর যদি ব্রাহ্মণ হও স্বচ্ছন্দে নির্ব্বিঘ্নে প্রস্থান কর।

বিদূ। ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করবে কেন ?

রাম। পিতার আজ্ঞা। আর যে আমার পিতাকে হত্যা করেছে, তার বংশে কাউকে না রাখাই আমার ব্রতের এক মাত্র সংকল্প। পরলোকে যাতে এক গণ্ডূষ জল না পায়, আমি তাই করবো। এখন তোমার পরিচয় দাও, নাম ধাম প্রয়ো-জন নাই, ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয় বল ?

বিদূ। আমি ক্ষত্রিয়।

রাম। অস্ত্র গ্রহণ কর। ঠিক বলছো ?

বিদূ। তা নইলে বাবা সক কোরে কে কাঁচা মাথাটা দেয়।

রাম। না আমার বিশ্বাস হলো না, তুমি নিশ্চয় ব্রাহ্মণ।

বিদূ। এ বিশ্বাসটা কিসে হলো ?

রাম। ক্ষত্রিয়ের কখন এত মনের তেজ হয় না। জীবন অনিত্য জেনেও তারা ভোগলিপ্সা থেকে বিরত হতে পারে না। কে তুমি, আত্মপরিচয় দাও ?

বিদূ। একটা প্রতিজ্ঞা কর।

রাম। কি প্রতিজ্ঞা বল, মনুষ্যসাধ্য হলে অবশ্য করবো।

বিদূ। আমি যেখানে বলবো সেইখানে রেখে এস।

রাম। যদি মনুষ্য সে স্থানে যেতে পারে, প্রতিজ্ঞা কচ্ছি, তোমায় সেই স্থানে রেখে আসবো। এখন পরিচয় দাও।

বিদূ। শোন, আমার নাম বসন্তক শর্ম্মা। আমি মহা-রাজাধিরাজ কার্ত্তবীর্য্যের সহচর, মহারাজের বিরহ আমি সহ্য কর্ত্তে পারবো না, তুমি আমাকে তাঁর কাছে রেখে এস।

রাম। ওঃ তুমি দুরাত্মা কার্ত্তবীর্য্যের সহচর! কি বলবো তুমি ব্রাহ্মণ। যাও যেখানে খুসি চলে যাও।

বিদূ। প্রতিজ্ঞা রক্ষা কল্লেনা! তুমি না বড় সত্য-প্রতিজ্ঞ?

রাম। কার্ত্তবীর্য্য যে স্থানে আছে সে মনুষ্যের গম্য নয়।

বিদূ। বাবা! তাহা মিছে কথাটা কইলে, মনুষ্যের গম্য নয় ত কার্ত্তবীর্য্য গেল কেমন ক'রে? কার্ত্তবীর্য্য কি মানুষ ছিল না?

রাম। মানুষ হলে ব্রহ্মহত্যা করে।

বিদূ। বামুণের ছেলে কি মাতৃহত্যা করে! না প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে!

রাম। যাও যাও।

[ প্রস্থান।

বিদূ। ফেলে কোথায় পালাও বাবা। সব প্রতিজ্ঞা পালন কর্ত্তে পাল্লে, আর এই টুকু পাল্লেনা! চল বাবা! তুমি কোথায় যাবে, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

[ প্রস্থান।

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

### শয্যাগৃহ।

পত্রলেখা, সুনন্দা ও পুণ্ডরীক নিদ্রিত।

সুন। এখনও কিছু খবর পেলেম না কেন! কৈ আর ত সৈন্য কোলাহল শুন্তে পাচ্ছিনে, কৈ মহারাজের জয় শব্দ আর ত শুন্তে পাচ্ছিনে, তবে কি আমার অদৃষ্টে যা ভেবে ছিলাম তাই!

পত্র। ষাট্ ষাট্ ও কথা কি মুখে আস্তে আছে, না মনেও কর্ত্তে আছে। রাজার কি কখন যুদ্ধ বিক্রমের কথা শোননি? কত শত প্রবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় রাজাকে পরাস্ত করেছেন, আর এ ত এক জন সামান্য তপস্বী বৈত নয়! কামারের কুমর বৃত্তি, আর তপস্বীর যুদ্ধ দুই সমান।

সুন। না পত্রলেখা তা নয়, শুনেছি তপস্বীর মা ক্ষত্রিয়-কন্যা।

পত্র। হলোই বা ক্ষত্রিয়কন্যা, ক্ষত্রিয়ের মেয়ের ছেলে হলো ত পীর হলো নাকি? যে দিন রাত কেবল কুশ কেটেছে আর শালগ্রাম পূজো করেছে, উপোষ করে করে যার শরীরের অস্থি চর্ম্ম সার হয়েছে, সে কি আমাদের মহারাজের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে পারে, তবে হ্যাঁ সেপাইটা শান্ত্রিটা সে আলাদা কথা। শ্বেতকেতু রাজার বিক্রমের কথা ত শুনেছ? তত বড় রাবণ রাজার নাম ত শুনেছ, কলিঙ্গদেশের বীর-সেনের নাম ত শুনেছ, এরা এক একজন এক একটা দিক্‌পাল-

বিশেষ, আর দিক্‌পালবিশেষ কি! একা রাবণই ত সব দিক্‌পাল পরাজয় করেছিল, সেই রাবণ, শ্বেতকেতু, বীরসেন এদের দশাও ত সব শুনেছ ?

সুন। না পত্রলেখা তা নয়, তুমি বুঝচো না, রাবণও জানি, শ্বেতকেতুও জানি, বীরসেনও জানি, আর মহারাজকেও জানি, তপোবনবাসী যে ঋষি ফল মূল খেয়ে জীবন ধারণ করে তাকেও জানি। তবে যখন মন আমার এমন কচ্ছে, তখন অবশ্য এর ভেতর কি একটা আছে।

পত্র। মন আবার কেমন কিগো? রাজা যুদ্ধে গেছেন তাই মনটা কেমন কেমন কচ্ছে, আবার ফিরে এলেই মনটা সেরে যাবে।

সুন। দেখ পত্রলেখা এতদিন কিছু বলিনি, স্বামী নিন্দা গুরু নিন্দা মহাপাপ তাই বলিনি। যে দিন থেকে এ রাজ্যে পাপ ঢুকেছে, সেই দিন থেকেই সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হয়েছে, এক ব্রহ্মহত্যা থেকে মহারাজের আহার গেছে, নিদ্রা গেছে, শান্তি গেছে, হৃদয়ের সুখ গেছে, বল গেছে, বিক্রম গেছে, সবই গেছে, মহারাজ ত নাম মাত্র মহারাজ। আর কি বাকি আছে! আছে কেবল প্রাণটুকু।

( মহাশ্বেতার প্রবেশ। )

মহা। তা নয়, বাকি আছে বংশ।

সুন। কে তুমি ?

মহা। আমি! আমায় চিন্তে পারনা? আমায় তুমি জাননা? এখন পরিচয়ের দরকার নাই। জগদীশ্বরের কাছে এতদিন প্রার্থনা করে আসছি, তুমি আমার মতন হও।

এতদিনে ভগবান আমার কথা শুনেছেন, এখন যাই, যখন আমার মত হবে, তখন পরিচয় পাবে—বুঝেছ।

[ প্রস্থান।

পত্র। কেরে হতচ্ছাড়া মাগী! দূর হ' দূর হ'। মুখে আগুন, মাগীর বাক্যির ছিরি দেখ, ঝ্যাঁটার বাড়ী মার।

সুন। পত্রলেখা! এ কি এ—এ কে? কি বোলে গেল? একে কখন দেখেছিস?

পত্র। আগে কখন দেখিনি, এই দিন কতক দেখতে পাচ্ছি, পাগলি-মাগী দোরে দোরে ভিক্ষে করে বেড়ায়।

পত্র। না পাগলি নয়, ভিখারিনী'ও নয়, দেখি জগদীশ্বরের মনে কি আছে।

( দ্রুতপদে শুকনাসের প্রবেশ )

শুক। সর্ব্বনাশ হয়েছে।

সুন। অ্যাঁ কি—কি—কি হয়েছে?

শুক। সর্ব্বনাশ হয়েছে, মা সর্ব্বনাশ হয়েছে, যা অসম্ভব, তাই হয়েছে, যা অঘটন তাই ঘটেছে।

( রাণীর পতন ও মূর্চ্ছা )

পত্র। ওমা একি হলো!

শুক। উঠ মা এখন মূর্চ্ছার সময় নয়।

সুন। হা মহারাজ!

শুক। মা! এখন শোকের সময় নয়। শোক ত অনন্ত-কাল কর্ব্বে, এখন কার্য্যের সময়, কিছুক্ষণের জন্য ধৈর্য্য অবলম্বন করুন, আমার কথা শুনুন, এখন বিশেষ কার্য্য বাকি।

সুন। হ্যাঁ বিশেষ কার্য্য বাকী আছে বৈকি। চিতা

প্রস্তুত কর, সহমরণের আয়োজন করে দাও। তা হলেই ত আমার জীবনের কার্য্য হলো। মন্ত্রী! তুমি ভাল কথা বলেছ, এখন আমার ধৈর্য্য অবলম্বনের সময়ই বটে।

শুক। না মা, আমি সে কথা বলতে আসিনি। বীর-পত্নী বীরপতির সহগমন করবে, তার উপদেশও দিতে হয় না, নিষেধ কর্ত্তেও হয় না। কিন্তু মা! এখন সহমরণের সময় নয়, আপনার জীবনের কার্য্য এখনও ত শেষ হয়নি।

সুন। এ সংসারে ত আমার আর কোন কাজ নাই।

শুক। শোন মা! জামদগ্নের প্রতিজ্ঞা, মহারাজকে সবংশে ধ্বংস করবে, ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করবে।

সুন। অ্যাঁ পুণ্ডরীক।

শুক। সর্ব্বনাশ হলো দেখছি। পত্রলেখা! তুমি শীঘ্র যাও, সেনাপতিকে বল, তোরণদ্বারে উপস্থিত হয়। তোমায় কেউ কিছু বলবে না, স্ত্রীলোককে কেউ কিছু বলবে না।

[ পত্রলেখার প্রস্থান।

শুক। মা আমার কথা শোন, ক্রমে বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে, এর পর সমস্ত ব্যর্থ হবে, এখনও কোন উপায়ে পুণ্ডরীকের জীবনরক্ষার উপায় কর।

সুন। কি উপায় করবো?

শুক। আমি বলি কি, আমি পুণ্ডরীককে অপহরণ ক'রে নিয়ে যাই।

সুন। মন্ত্রী! দেখে শুনেও তোমার চৈতন্য হলো না, এক অপহরণের জন্য ধর্ম্ম, সুখ, শান্তি, ঐশ্বর্য্য, শেষ প্রাণ পর্য্যন্ত গেল, আবার সেই অপহরণের কথা মুখে আনছ! ও যা

অদৃষ্টে আছে হোক্। তিনি ব্রাহ্মণ, অবশ্যই তাঁর হৃদয়ে দয়া আছে, আমি ক্ষত্রিয় রমণী অনাথা বিধবা, তাঁর পায়ে পড়ে পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা করে নেব, তুমি যাও। সাবধান আর কেহ যেন ব্রাহ্মণের গায় অস্ত্র না তোলে।

শুক। মা! সে তপস্বী নয়, সে অস্ত্রধারী যোদ্ধৃপুরুষ।

সুন। যেই হোক্ সেও ত করুণানিধান জগদীশ্বরের সৃষ্ট বস্তু, তাঁর হৃদয়ে অবশ্যই দয়া আছে! তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি পুত্রের প্রাণরক্ষা করবো—তুমি যাও।

শুক। ঐ বুঝি আসছে, মা! আমি চল্লেম, আমাকে দেখলে যদি তাঁর কোপ আবার বৃদ্ধি পায়।

সুন। আসুক, তুমি যাও।

[ মন্ত্রীর প্রস্থান।

সুন। হায় হায়! আজ কার্ত্তবীর্য্যের মহিষী হ'য়ে আমায় ভিক্ষা কর্ত্তে হলো। মহারাজ! তোমার অভাবে এখনও জীবিত থেকে, তোমার চরণে অপরাধী হচ্ছি, তারির বুঝি এই প্রায়শ্চিত্ত।

( রামের প্রবেশ। )

রাম। কোথা? সে বংশের দুলাল কোথা?

সুন। তপোধন! কার কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছেন? কে আপনি?

রাম। আমায় জাননা? দুরাত্মা কার্ত্তবীর্য্য যে মহাতেজা জমদগ্নিকে নিরপরাধে হত্যা করে ব্রহ্মহত্যার পাপ সঞ্চয় করেছিল আমি তাঁরই পুত্র। আর খুঁজছি সেই দুরাত্মার পুত্রকে। তুমি কে?

সুন। আমি সেই ত্রিভুবনের একমাত্র ধনুর্দ্ধর মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যের পত্নী, আর ঐ আমার পুত্র, শয্যায় সুখে নিদ্রা যাচ্ছে।

রাম। ভয় নাই, আমিও তাকে মহানিদ্রা পাওবার জন্য এসেছি।

সুন। চুপ কর বাতুল! মার সমক্ষে পুত্রের অমঙ্গলের কথা বল্‌তে একটু লজ্জা হলো না?

রাম। (বিকট হাসিয়া) লজ্জা! কোথায় শিখলে! ভাল, জিজ্ঞাসা করি, যখন তোমার স্বামী মহাশয় সেই দুরাত্মা কার্ত্তবীর্য্য তেজঃপুঞ্জকায় আমার পিতাকে হত্যা করে, তখন তার লজ্জা কোথায় ছিল? এ কথাটা কি তাকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলে? কোন্ ধর্ম্মে সে ব্রহ্মহত্যা করেছিল?

সুন। তুমি কোন্ ধর্ম্মে ব্রাহ্মণ হ'য়ে তপস্যা পরিত্যাগ করে অস্ত্র গ্রহণ করেছ?

রাম। সে পরিচয় পরে দেব, আপাততঃ পথ ছাড়, তোমার পুত্রকে হত্যা ক'রে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করি, পিতার অক্ষয় স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত করি। ওরে দুরাত্মা! ওঠ, আর ঘুমুতে হবে না—ওঠ।

সুন। (পায়ে ধরিয়া) ব্রাহ্মণ! তপোধন! মনের আবেগে কি বলে ফেলেছি ক্ষমা কর। তোমার এ ক্ষমার কথা চির কাল জগতে ঘোষিত হবে। ভাল, পিতার অপরাধে পুত্রের শাস্তি কেন?

রাম। পুত্র ত পিতার অনুগামী হয়, দুরাত্মার পুত্র আজ না করুক দু'দিন পরেও ত আবাল্যব্রহ্মহত্যা কর্ত্তে পারে, ও

প্রথমেই নির্ম্মূল করাই ভাল, গাছ বড় হলে তাকে উপড়ে ফেলতে একটু কষ্ট পেতে হয়।

সুন। ভাল যদি তোমার হৃদয়ে ক্ষমা না থাকে, যদি তোমার জ্ঞান না থাকে, তুমি ত ঈশ্বর সৃষ্ট জীব, তোমার হৃদয়ে ত একবিন্দু দয়াও আছে, সে দয়া প্রকাশের এমন উপযুক্ত সময় আর পাবে না। পায়ে ধরি, মিনতি করি, রক্ষা কর। একটা রাজবংশ রক্ষা কর, আমার পুত্রের প্রতি সেই দয়াটুকু দেখাও।

রাম। ( বিকট হাসিয়া ) দয়া! দয়ার কথা বলছো! এ জগতে কে কাকে দয়া দেখিয়েছে! শুন্তে পাই পিতা মাতা আর রাজার চেয়ে দয়া আর কারুর হয় না, তা আমার প্রতি তিনজনই সমান দয়া দেখিয়েছেন। দয়ার কথা মুখে এনো না, আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাইনে, পথ ছাড়।

সুন। আমি বেঁচে থাকতে আমার পুত্রকে হত্যা করতে পাবে না, আগে আমাকে হত্যা কর, তার পর যা হয় করো। এই সম্মুখে পোড়লেম, দেখি—দিখি—কেমন করে আমার পুত্রকে হত্যা কর।

রাম। ( বিকট হাসিয়া ) আমায় স্ত্রী-হত্যার ভয় দেখাচ্ছ, তুমি জান আমি ব্রাহ্মণের পুত্র বটে, কিন্তু ক্ষত্রিয় কন্যার গর্ভে আমার জন্ম। আগে আমার গর্ভধারিণীকে হত্যা করে এই অস্ত্র ধারণ ব্রত আরম্ভ করেছি, যে আপনার গর্ভধারিণীকে হত্যা করে, তার আবার শত্রুর স্ত্রী বধে ভয় কি।

( পুণ্ডরীকের নিদ্রাভঙ্গ )

পুণ্ড। অ্যাঁ কি এ! [illegible]! এ কে?

রাম। আমার কথা জিজ্ঞাসা কচ্চো, আমার নাম জামদগ্ন্য। কার্য্য শুনতে চাও, আমি যুদ্ধে এইমাত্র তোমার পিতাকে হত্যা করে এসেছি, এইবার তোমাকে হত্যা করবো।

পুও। আঁ্যা পিতা নাই! (পতন ও মূর্চ্ছা)

সুন। কি হলো! কি হলো!

রাম। হবে আর কি, একটু পরে যা' সম্পূর্ণরূপে হবে তারির আরম্ভ হচ্ছে। ওঠ ওঠ, কাচ রাখ। আবার মূর্চ্ছা যায়।

সুন। বাবা! ওঠ।

রাম। হ্যাঁ ওঠ, আমার ঢের কাজ, তোকে হত্যা করে তার পর আমার অনেক কাজ কর্ত্তে হবে, অনেক ক্ষত্রিয় নাশ কর্ত্তে হবে।

পুও। কেন আমায় হত্যা করবেন? আমার অপরাধ?

রাম। তোর অপরাধ! তুই দুরাত্মা ব্রহ্মঘাতী কার্ত্তবীর্য্যের পুত্র। বংশ নির্ম্মূল না হলে ব্রহ্মঘাতির প্রায়শ্চিত্ত হয় না।

পুও। প্রায়শ্চিত্ত! ভাল আমাকে হত্যা কল্লে পিতার ব্রহ্ম হত্যার পাপ ক্ষয় হবে?

রাম। সে শাস্ত্রের উপদেশ পরে হবে, আমি ত আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করি।

পুও। আহা ধন্য আমি! যে আমার রক্তে পিতার ব্রহ্মহত্যা পাপক্ষয় হবে। ব্রাহ্মণ! কেন বিলম্ব কচ্চো? কেন আর পিতাকে কষ্ট দিচ্চো? শীঘ্র শীঘ্র আমাকে হত্যা ক'রে পিতাকে পাপমুক্ত কর।

রাম। অস্ত্র নাও।

পুও। কেন?

রাম। আমার সহিত যুদ্ধ করবে।

পুণ্ড। কেন? আত্ম প্রাণরক্ষার জন্য ব্রাহ্মণের শরীরে অস্ত্রাঘাত! আবার ব্রহ্মহত্যা! ব্রাহ্মণ! তপোধন! আমার ত পুত্র নাই, কে আমাকে ব্রহ্মহত্যা থেকে মুক্ত করবে।

রাম। তোর পিতার এ বুদ্ধি হয়নি কেন?

পুণ্ড। জামদগ্ন্য! এ পরিহাসের সময় নয়। যা কর্ত্তে এসেছ তা কর। আমাদের বংশের প্রতি তুমি বড় সদয়। পিতাকে ব্রহ্মহত্যা পাপ থেকে মুক্ত কর্ত্তে এসেছ, কেন কথাচ্ছলে আমার ক্রোধ উদ্দীপনের চেষ্টা কচ্চো।

রাম। আমারও কার্য্য যাতে তোর ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়। আমি নিরস্ত্র হত্যা করবো না।

পুণ্ড। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। আমি কখনও ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কর্ব্বো না।

রাম। আর অত করুণায় কাজ কি? এইমাত্র তোমার পিতা কোপ প্রদর্শন করে যা করেছেন তাত শুনেছ? তুমি না হয় আর একটু কল্লে।

পুণ্ড। পিতা যদি ব্রহ্মহত্যা পাপে জর্জ্জরিত না হতেন, তা হলে বুঝতে কার্ত্তবীর্য্যের বাহুতে কত বল। তা হলে বুঝতে হৈহয় বংশের কত তেজ, তোমাকে এতদূর আসতেও হতো না। যাক্ উত্তর প্রত্যুত্তরে প্রয়োজন নাই, অস্ত্র লও। মা জন্মের মতন বিদায় দাও মা। আমি বড় পুণ্যবান্, সার্থক আমার জীবন ধারণ, আর তুমিও বড় পুণ্যবতী যে আমাকে গর্ভে ধারণ করেছিলে। আমার রক্তে, আমার অকাল মৃত্যুতে পিতার আমার ব্রহ্মহত্যা [illegible] ক্ষয় হলো।

সুন। বাবা পুণ্ডরীক! কি বলিস, তোর কথা ব্রাহ্মণ শুনছে, তুই বল আগে আমাকে হত্যা করুক। ওঁর স্ত্রীহত্যার ভয় নাই, প্রথমেই মাতৃহত্যা করেছেন।

রাম। আর বিলম্ব কর্ত্তে পারিনি! রাজমহিষি স্থানান্তরে যাও।

পুণ্ড। মা, ব্রাহ্মণ ভাল কথাই বলছেন, তোমার সামনে আমার হত্যা হয়ে কাজ নাই, তুমি স্থানান্তরে যাও।

সুন। (পায়ে পড়িয়া) আমার পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা দাও।

রাম। কিছুতেই না।

সুন। রাজ্য নাও, ঐশ্বর্য্য নাও, সর্ব্বস্ব নাও, আমার পুত্রের প্রাণটি দাও।

রাম। আমি কিছুই চাই না। রাজ্য উৎসন্ন যাক্, ঐশ্বর্য্য অতল জলে নিমগ্ন হোক্, আমার কিছুরই প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন, তোর পুত্রের প্রাণ নাশ, ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংস।

সুন। তবে কিছুতেই আমার পুত্রের প্রাণ রক্ষা হবে না? প্রাণ রক্ষার কোন উপায় নাই?

রাম। না! না।

সুন। আচ্ছা আমার সমক্ষেই সে কার্য্য কর।

পুণ্ড। মা এখানে থেকে কাজ নাই। আমার মৃত্যু-দেখলে তুমি বড় কাতর হবে। তুমি স্থানান্তরে যাও।

সুন। কিসের কাতর! আবার কাতর! বজ্র কি এর চেয়ে কঠিন! দেখি জীবনের সাধ পুরিয়ে নিই, যা কারুর হয়নি, তাই হোক্। ক্ষত্রিয়াণী রাজমহিষী সম্মুখে পুত্র হত্যা দেখুক জলন্ত দৃষ্টান্ত জগতে রেখে যাই।

[illegible] হরি! যিনি জগতে প্রত্যক্ষ দেবতা, যাঁর কৃপায় এই স্বর্গ দেখেছি, মরণকালে তোমার চরণে আমার প্রার্থনা, আমার দেহক্ষয়ে যেন সেই পিতার ব্রহ্মহত্যা পাপ ক্ষয় হয়। ব্রাহ্মণ! আমার জীবনের কার্য্য শেষ হয়েছে, কেন আর বিলম্ব কচ্চো?

রাম। হায় হায়! কেন এ গর্হিত প্রতিজ্ঞা করেছিলেম! এই বালককেও হত্যা কর্ত্তে হবে! পিতা! পিতা হয়ে পুত্রকে কি অপরাধে এত শাস্তি দিচ্ছ? মূঢ় জামদগ্ন্য! পিতার সে মুখ [illegible] হয়েছিস, পিতার সে অবস্থা কি তোর হৃদয় থেকে তিরোহিত হয়েছে? না না! প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা!! প্রতিহিংসা!!! (পুণ্ডরীকের শিরশ্ছেদ।)

(উন্মত্তভাবে প্রস্থান।)

(মহাশ্বেতার প্রবেশ।)

মহা। কেমন রাক্ষসি! হয়েছে? আমার মত হয়েছে? সতীর অভিসম্পাত ফলেছে? (পতন)